অনিশ্চিত রাগিনী

আবু রুশ্‌দ্

অনিশ্চিত রাগিণী

আবু রুশ্‌দ্‌

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুক্তধারা

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিণ্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১১৭১

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
প্রচ্ছদ শিল্পী : গোলাম সারোয়ার

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
মূল্য : সাদা : ৩৮·০০ টাকা
লেখক কাগজ : ২৭·০০ টাকা

ANISHCHIT RAGINEE
[A Novel]
By Abu Rushd
Second Edition : February 1987
Cover Design : Golam Sarowar
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh

Price : Whiteprint : Taka 38·00
Lekhakprint : Taka 27·00

উৎসর্গ

ইরফান আহমদ
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন

অনিশ্চিত
রাগিণী

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

আল্লা হু আক্‌বর

ভোরের আজানের শেষ ধ্বনি শুনে কফিল সাহেব চমকে ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠেন। আজকে খুব ঘুমিয়েছেন। আজান কখন শুরু হয়েছে টের পান নি। রোজ ভোরে আজান পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভাঙে। নামাজ যে পড়েন, তা নয়। তবে মনে মনে এবাদৎ করেন আর এবাদৎ শেষ হলে খোদার কাছে শুকরিয়া জানান: খোদা তুমি মেহেরবান, নূতন আর একটা দিন দেখবার সুযোগ দিলে, তোমাকে লাখো লাখো তস্‌লিম। চোখে এখন তেমন দেখি না, তবে আর কোন অসুবিধা নেই। কানে এখনও ভালই শুনি, সতেজভাবে শুঁকতে পারি, খিদে বরং এখন একটু বেশী। বেশীর ভাগ দাঁত পড়ে গেছে বটে, তাতে নিজেকে কেমন একটা আলাদা মানুষ বলে মনে হয়, তবে খাওয়াতে রুচি কমে নি। মাথাটা চক্‌রায়, হাতের মুঠি অনেকটা ঢিলে হয়ে গেছে। গায়ের সব জায়গায় ব্যথা সরে সরে ঘুরতে থাকে। তবে হাঁটতে পারি, কাজ করতে পারি, পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে চেতনা এখনও তীক্ষ্ণ। অতীতের সে আমি আর নেই, কিন্তু এখনও বেঁচে থাকতে ভাল লাগে। তাই তোমাকে আবার শুকরিয়া জানাই নূতন একটা দিন দেখবার সুযোগ দিলে বলে।

জানলার ফাঁক দিয়ে খুব ভোরের ফিকে আলো দেখা যায়, ফিকে আলোতে বেহেস্তী গোলাপী আভা আসতে আরও মিনিট পনেরো লাগবে। মার্চ মাসের শেষ হলেও এখনও ঠাণ্ডার ভাব বেশ রয়ে গেছে। বুড়ো হাড়টা সিরসিরিয়ে ওঠে। যেন মরণ দোস্তী করতে চায়। আবহাওয়াটাও কি বদলানো বদলিয়েছে। শীত পড়তে দেরী হয় কিন্তু একবার নামলে সহজে বিদায় নিতে চায় না, বুড়াদের একেবারে জবুথবু করে দেয়। এখনও পুরু এক কম্বল গায়ে দিতে হয়। চৈত্রের শেষ বলে গায়ে কম্বল দিতে ইতস্তত: করলে সর্দি কাশি লেগে যায়—তুলসী পাতা পিষে মধু দিয়ে খেলেও ঠাণ্ডার ভাব সহজে যেতে চায় না।

আর আবোল তোবল ভেবে লাভ নেই। গায়ে একটা পুলওভার চাপিয়ে নিমের দাঁতন নিয়ে বাগানে বেরিয়ে পড়তে হয়। বাসার আর কেউ সাতটার আগে ওঠে না। ছেলের ত অফিস যেতে রোজ আধ ঘণ্টা দেরী হয়েই যায়। কিন্তু তাকে কখনও সেজন্য চিন্তিত মনে হয় না। অথচ তাঁদের সময় অফিসে বা কলেজে পাঁচ মিনিট দেরী হলেই বুক কাঁপতো।

ছেলেকে দু'একবার ইঙ্গিতে সতর্কও করে দিয়েছিলেন।

—তোমাদের অফিস সাড়ে সাতটায় আরম্ভ হয় বুঝি।

—হুঁ।

—যেতে তোমার একটু দেরীই হয়ে যায়, রাতেও বোধ হয় ফাইল ঘাটো।

—রাতে আবার কে ফাইল ঘাটতে যায়। অফিসেই সব ফাইল সাফ করে দিয়ে আসি।

—তোমাদের সেক্রেটারী কি তোমার পরে অফিসে আসেন।

—কখনও পরে; কখনও একই সঙ্গে অফিসে ঢুকি।

—ফেরোও ত বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি।

ছেলে তখন বাপের সঙ্গে একটু রসিকতা করে নেয়: আপনি চার্লস ল্যাম্বকে নিয়ে সেই গল্প শোনেন নি, আব্বা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া

BanglaBook.org

কোম্পানীর লণ্ডন অফিসে তিনি কেরানীগিরি করতেন। রোজ অফিসে পৌঁছুতে দেরী হোত। নামজাদা সাহিত্যিক বলে অফিসের কর্তা প্রথম প্রথম ল্যাম্বকে অফিসে দেরী করে আসবার জন্য কিছু বলতেন না। কিন্তু অন্য কর্মচারীদের উপর এর প্রভাব খারাপ হবে বলে একদিন মরীয়া হয়ে ল্যাম্বকে বলেই বসলেন: সত্যি মিঃ ল্যাম্ব, আপনি অফিসে রোজ একটু দেরী করেই আসেন। জবাবে ল্যাম্ব কি বলেছিলেন জানেন আব্বা!

—কি? বেশ আগ্রহের সঙ্গে কফিল সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—ল্যাম্ব বলেছিলেন: তা তো বটেই স্যার, কিন্তু বিবেচনা করে দেখবেন অফিস থেকে যাবার সময় কত তাড়াতাড়ি যাই।

ল্যাম্বের মন্তব্যের পুরো তাৎপর্য বুঝতে কফিল সাহেবের একটু সময় নিয়েছিলো বটে তবে বোধনের দরজা খুলে যাওয়ার পর ছেলের সঙ্গে তিনিও তুমুলভাবে হেসে উঠেছিলেন। অথচ নিজের আব্বাকে কফিল সাহেব এ ধরনের গল্প শোনাবার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না আর শোনাতে গেলে নির্ঘাত এমন চপেটাঘাত হোত যে, সপ্তাহ খানেক অন্তত নিজের গাল শুশ্রূষা করতে হোত।

নিজের দাঁতন নিয়ে শার্টের উপর একটা পুলওভার চাপিয়ে কফিল সাহেব 'লন'-এ বেরিয়ে আসেন। দাঁত বেশী না থাকাতে সেখানে দাঁতনের ক্রিয়া তেমন বোঝা যায় না, তবে সমস্ত মুখ জুড়ে —বিশেষ করে মাড়িতে—নিমের নিম-তেতো ঝাঁঝ স্বাদের শক্তি ও সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলে। বুকে পুলওভারের আচ্ছাদন থাকায় সুরসুরে হাওয়াতে সারা শরীরে তাজা ভাব ছড়িয়ে পড়ে। নিজের রাজকীয় রক্ত-লাল ঝুঁটিকে ভোরের ক্রম-বাড়ন্ত আলোতে পূর্ণভাবে বিস্ফারিত করে, বাদামী-কাল পরগুলোকে কাঁপিয়ে ফুলিয়ে স্বাস্থ্য-সুখে-বিভোর এক মোরগ নূতন দিনকে নিজের বিশেষ কুক্রু কুক্রুর ধরনে বন্দনা জানাচ্ছে। এত ভোরে নেবু গাছে এক ঝিঙে দোল খাচ্ছে। মখমলে সবুজ ঘাসে চিরে চিরে রোদ পড়ে মোহন এক আলো-তৃণের খেলা শুরু করেছে। আর ভোরের

BanglaBook.org

হাওয়াতে কাগজী নেবুর মৃদু নির্যাসের মত সুবাস নাকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে বুকের ভেতরটাও পরিশ্রুত করে তুলেছে।

চারদিকে পাকা দালান। তার মধ্যে কাঁপরে পড়া এক বাঁশের ছাপরা থেকে নীল ধোঁয়ার রেখা পরিষ্কার আসমানের দিকে ঢিলে আয়াসের সঙ্গে ধাবমান—চায়ের ধোঁয়া না ভাতের—প্রাচীরের এপার থেকে জানবার উপায় নেই। বেসুরা কণ্ঠে সেই ছাপরা থেকে কাঁদার আওয়াজ ভোরের মোলায়েম খুশবু ভরা তাজা ভাবকে বিপন্ন করে তুলেছে—যেমন কাছাকাছি কোন খোলা পায়খানার গন্ধ। আম লিচু নিম আর তেতুল গাছ থেকে 'লন' এর চারদিকে যেসব পাতা পড়েছিলো ঘুরে ঘুরে কফিল সাহেব সেগুলো কুড়ান, এক কোণে স্তূপাকার করে রেখে পরে দেওয়ালের ওদিকে রাস্তার এক খালি জায়গায় তা ফেলে দেন। নেবু গাছ তদারক করেন, আম গাছের গোড়া যেখানে একটু ক্ষয়ে গেছে চুন দিয়ে লেপে দেন, গোলাপ গাছের বাড়তি ডালগুলোকে ছুরস্ত করেন। তারপর নিজের কামরায় ফিরে এসে 'বেসিন' এ মুখ ধুয়ে রাতে-ভিজিয়ে-রাখা ইউসুপগুলের ভূষি সরবৎ করে খান।

বেগম থাকলে শেষের পরিশ্রমটা আর করতে হোত না। তবে দশ বছর ধরে তিনি লা-পাত্তা। না, হারিয়ে যান নি। খোদা টেনে নিয়েছেন আর কি। মাঝে মাঝে তাই এখন বড় একা লাগে। বড় ছেলে নিজের চাকরী আর সংসার নিয়ে এত ব্যস্ত যে, বাপের দিকে নজর দিবার বিশেষ সময় পায় না। সেই উনিশ বছর আগে 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এ আপার ডিভিশন এসিসটেন্ট হয়ে ঢুকেছিলো। এখন খোদার রহমতে ও পাকিস্তানের বদৌলতে বাণিজ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী। সোনাদানা এর মধ্যে মন্দ করে নি। মনে হচ্ছে বালাখানারও এন্তেজাম শীগগির করে ফেলবে। পরের দুইজন মেয়ে, শাদী হয়ে গেছে। বড় জামাই ওকালতিতে বেশ তরক্কী করেছে—সাতজন ছেলেমেয়ে নিয়ে জমজমাট সংসার। ছোট মেয়ের স্বামী ব্যবসা করে, ছেলেপুলে হয় নি।

BanglaBook.org

স্বামীর দোষ কে জানে। তবে জামাইয়ের মা তাকে আবার বিয়ে করবার জন্য উসকাচ্ছে, শোনা যায়। তেমন অবস্থায় মেয়ে হয়ত আবার বাপের কাছে ফিরে আসবে। ছোট ছেলে জলিল শান্তি-নগরে এক ডিসপেন্সারী দিয়েছে। রাতদিন সেখানে পড়ে থাকে। এমনি মোটামুটি সৎ ছেলে, তবে বড় খামখেয়ালী। এখনও বিয়ে করে নি। ভাবী বিয়ের কথা পাড়লে শুধু মুচকি হাসে। পোতা একজন নটরডাম কলেজে পড়ে, তার নাগাল পাওয়া ভার। আর একজন পড়ে কলেজিয়েট হাই স্কুলে। তার সঙ্গে ভাব আছে—বিস্কুট চকোলেটের বিনিময়ে। তবে বড় ছেলের মেয়ের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা। শাড়ী বা ফুল পেলে খুশী হয় বটে তবে না পেলেও হৃদ্যতার ভাব কমে না। নামটাও মিষ্টি, সকিনা। এই বছর ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি ক্লাশে ভর্তি হয়েছে।

কিন্তু শুধু এই উপাদান নিয়ে সারা দিনের রুটিন তৈরী করা যায় না। অবসর ক্ষণে জানলার পাশে বসে রাস্তার চলমান ও ক্ষণে ক্ষণে বদলানো দৃশ্য দেখতে অবশ্য ভাল লাগে, তবে তাতে সব সময় মন ভরে না। বেগমের স্মৃতি মন্থন করলেও বর্তমানের যে নিঃসঙ্গতা তা থেকেই যায়। রিকসায় কি বারান্দায় কি আলিন্দায় মোটা-মুটি শক্ত সমর্থ কোন বর্ষীয়সী মহিলা দেখলে এক সঙ্গিনীর সাধ মনে নূতন করে জাগে। পরক্ষণেই বিভীষিকাপিষ্ট নিঃসঙ্গতা আরও করাল রূপ নেয়।

দাদু নাস্তা খেতে এসো। সকিনা এক সময় কফিল সাহেবের কামরায় ঢুকে তাঁকে ডাক দেয়।

থথরিয়ে চমকে ওঠেন কফিল সাহেব, তারপর সকিনাকে দেখে থোবড়ানো গালে হাসির ক্ষীণ রেখা টেনে বলেন: তোরা ত আর ঠিকমত নাস্তা খাওয়াতে পারিস না, ভাবছি তোকে একটা নূতন দাদী এনে দেবো।

—নূতন দাদীর মুখে ঝাঁটা। এখন নাস্তা খাবে চলো। দেরী হলে 'পোচ' ডিমে দালদা জমে যাবে। গা ঘিন ঘিন করবে তখন।

BanglaBook.org

—আমাদের সময় কিন্তু খাঁটি ঘিতে ডিম পোচ করতাম। খাঁটি ঘি কি তোদের পেট বোধ হয় কখনও টেরই পায় নি।

—শুধু ঘি কেন, দুধ তেলও তাই। নইলে এমনি কি এই বয়সে আমাশা হয়েছে? ক্লাশে পর্যন্ত পেট মোচড় দিতে চায়, লজ্জায় মরে যাই।

—তা মরে যাওয়াই উচিত। আমাদের সময় কোন কুমারী মেয়ে এমন খোলাখুলিভাবে নিজের আমাশার কথা বলতে পারতো না।

—নিজের সময় কটাই বা কুমারী মেয়েকে তুমি দেখেছিলে? আর আমাশা হলে কি প্রেমের কথা বলবো নাকি! এখন তাড়াতাড়ি চলো, ওদিকে চা-ও বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

—তা যাই, তবে নূতন দাদী এলে একটু আদর যত্ন করিস সখি।

—তখন তোমার মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে দিবো আর ডাইনী বেটীকে টেলিভিশনের এ্যান্টেনার সঙ্গে বেঁধে রাখবো, যাতে করে এ্যান্টেনা এদিক ওদিক না সরে যায়।

—কেন, নিজের বাড়ীতে আমি আমার বউকেও আনতে পারবো না, আগেকার দিন হলে তোদেরকে বলবারও দরকার হোত না।

—বউ ত হবে না, বাড়ী দেখে ডাইনী আসবে। তোমার খোবড়ানো গালে লালা লাগিয়ে তোমাকে শেষ করে আমাদেরও উৎখাত করবে।

নিপুণ বিশ্লেষণ ও অমোঘ রায়। তাই নাস্তা খেতে যেতে হয়। কিছুক্ষণ পরেই সারা ঘর খালি। হাদী, বড় ছেলের নাম, অফিসে; তার ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে; জলিল নাস্তা খেয়েই উধাও; ছুলহিন বিবি স্বামী ও ছেলেমেয়েদের বিদায় দিয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন; চাকরটা বাজারে। সারা ঘরে নিস্তব্ধ খাঁ খাঁ ভাব। বিশেষ করে এই সময় এক সঙ্গিনী যে কত দরকার চিলবিলানো মন তা বুঝতে পারে। তাঁর বিশেষ কোন দরকার আছে কি না, ছেলেরা তা একেবারেই ভাবে কি না, সন্দেহ। মেয়েরাও সেই কবে পর

হয়ে গেছে। দুলহিন বিবি অবশ্য রোজ অন্তত: একবার খোঁজ-খবর করেন, মাঝে মাঝে শ্বশুরের পছন্দ মত খাওয়া তৈরী করে দেন যেমন নুনিয়া শাকের সঙ্গে গরুর গোস্ত কিম্বা দুধ-কচু। আর কতই বা করবে বেচারী, সারা সংসারের ধকল সামলাবার পর!

প্রায় তিরিশ বছর জগন্নাথ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করবার পর কফিল সাহেব গত পাঁচ বছর ধরে অবসর ভোগ করছেন। তাঁর আব্বা মরহুম জয়নুদ্দীন আহমদ—তখনকার দিনে জাঁদরেল দারোগা—সিদ্ধেশরীতে জমি কিনে একটা মাঝারি গোছের দালানও তুলেছিলেন। তিন বিঘা জমি আর বাড়ানো সম্ভব হয়নি, তবে দালানের অনেক সংস্কার ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। বেসরকারী কলেজের কাজে পেনসন নেই তবে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে মোটা অঙ্কের টাকা জমা হয়েছিলো। তার থেকে সাত হাজার টাকা ছোট ছেলেকে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলবার জন্য দিয়েছিলেন; বাকী টাকার সুদ থেকে কফিল সাহেবের নিজের সব খরচা চলে যায়। ঈদ-বকরীদে নাতি-পোতাদের যে উপহার দিতে হয় তাও ওই সুদ থেকেই আসে।

ছেলেদের বাসা ভাড়া লাগে না বলে বড় ছেলে তার বদলে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে কফিল সাহেব টুকিটাকি কিনে আনেন। তাতে অন্তত: সম্ভ্রমটা অক্ষুণ্ণ থাকে। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য টাকার জোরে বজায় আছে। শুধু যদি গলগ্রহ হয়ে থাকতেন তবে পুরোপুরি সম্ভ্রম বাঁচানো হয়ত সম্ভব হত না। তাই যক্ষের ধন কফিল সাহেব প্রায় বক্ষে আগ্লে রেখেছেন। ছেলে বা জামাতাদের তেমন অভাব নেই। তবে কারুর যদি কখনও সে রকম কোন দরকার হয় তখন না হয় দেখা যাবে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে ভয় আছে। মায়ের ভয়ানক আদুরী ছিলো। তিনি নিজেও দিলারাকে খুব স্নেহ করতেন। খোদা না খাস্তা ছোট জামাই যদি তাকে ছেড়েই দেয়, যদিও মুসলিম পরিবার আইন হওয়ার পর তা খুব সহজ হবে না, তবে মেয়েকে ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখতে টাকার দরকার হবে। নিজেরও অসুখ বিসুখের কথা ভাবতে হয়।

BanglaBook.org

আর যদি কখনও আবার বিয়ে করা সম্ভব হয়······

রোদ চড়েছে। এখন হাতে কিছু কাজ নেই। শরীরটা ঝিমঝিম করছে। মনে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার চিন্তা ঝিলিক মেরেছে বলেই হয়ত বেহেস্ত থেকে বেগম মুচকিয়ে হেসে স্বামীর বয়সের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। যেন বলছেন : বুঝি তোমার অসুবিধার কথা ; তবে এই বয়সে আর কেন, এখন খোদা খোদা করো।

বিছানায় কফিল সাহেব গা এলিয়ে দেন। হাতটা বালিশ থেকে হঠাৎ খসে পড়ে। মাথার বা দিকটা সির সির করে ওঠে, বুকে ধড়ফড়ানি জাগে, ডান কানে মনে হয় কে যেন ধাক্কা দিলো, পেট থেকে পিঠ পর্যন্ত অনির্দেশ্য এক ব্যথা চকরীর মত ঘুরতে থাকে, চোখের সামনে সব কিছু ধোঁয়াটে মনে হয়।

আর যা সব চেয়ে লজ্জার কথা, পেট থেকে হরদম বায়ু বেরুতে থাকে। ভাগ্যিস, সকিনা এখন ইউনিভার্সিটীতে।

সে-অবস্থাতেই কফিল সাহেব এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন।

এক বিকেলে সবেমাত্র কফিল সাহেব নিজের পাঞ্জাবী পায়জামা ইস্ত্রী করা শেষ করেছেন এমন সময় বাইরের দরজায় বেশ জোরে টোকার আওয়াজ শোনা যায়। লুঙ্গীর গিঁঠে ঢিলে করে বেধে শুধু গেঞ্জী গায়ে কফিল সাহেব দরজার দিকে এগিয়ে ভিতরের অর্গল খুলে দেন। তারপর কফিল সাহেবের চোখের সামনে যে মুখাবয়ব ভেসে উঠে তার জন্য তিনি ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না।

শরীরের অনুপাতে মুখটা বিরাট। মাথায় বোধ হয় দশমাসের চুল তেলে উচ্চারিতভাবে মসৃণ ; রোমান এক নম্বরের মত ঝুলপি প্রায় থুতনি পর্য্যন্ত নেমে এসেছে ; চোখে সুর্মা ; কাল ড্রেন পাইপ ট্রাউজার্স গাঢ় লাল হাওয়াই শার্টের সঙ্গে বেশ জমকালো ধরনের রসিকতা করছে।

—Karim in ? অনেকটা অনুকম্পার দৃষ্টিতে কফিল সাহেবের গেঞ্জীর দিকে চেয়ে মূর্তিটা প্রশ্ন করলো।

BanglaBook.org

—ঘুমুচ্ছে। স্বরে যতটা গাম্ভীর্য রাখা যায় তার চেষ্টা ক
কফিল সাহেব বললেন।

—Please tell him Mirjahan here.

মনে মনে কফিল সাহেব ভাবলেন: নামটা বাগিয়েছে ভাল একেবারে জাহান জুড়ে দিয়েছে। মুখে বলেন: ঘুমুচ্ছে, কি করে তোমার কথা বলবো!

কিন্তু কে ঘুমুচ্ছে। উপরে ততক্ষণে বন্ধুর আগমন করিম টের পেয়ে গেছে, সিঁড়িটা স্যাণ্ডেলে মুখরিত করে নীচে ছোটখাট এক ঘূর্ণি হাওয়ার মত নেমে আসে তারপর নিজের পিতামহের অস্তিত্ব উপেক্ষা করে মীরজাহানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে দরাজ ধরনে এক চপেটাঘাত করে বলে: Hi! Wait for a few seconds. I'll ask Mummy to send down a cup of tea and I'll get ready meanwhile. O.K.?

—O.K. Be quick. The tournament starts at 4-30.

—I know. I won't be long.

আবার দাপাদাপি ধরনে করিম উপরে উঠে যায়। মীরজাহান কফিল সাহেবদের বসবার কামরাটা নিজেরই জগতের এক অংশ বলে মনে করে সেখানকার এক আরাম চেয়ারে বসে মনের অপরিমিত খুশীতে নিজের শরীরটা মৃদুভাবে এদিক ওদিক দোলাতে থাকে। যেন কোন ঐক্যতানের সঙ্গে তাল রাখছে।

মীরজাহানের জন্য চায়ের সঙ্গে সুজীর হালুয়াও আসে। দু'টা থেকেই ভাপ বেরুচ্ছে। টিপয়-এ চাকর নাস্তা রেখে যাবার পর কফিল সাহেবের দিকে আমিরী ধরনে চেয়ে সহৃদয় বিবেচনার সঙ্গে মীরজাহান বলে: How about you?

—আমি পরে খাবো। তুমি আরম্ভ করো। তোমার আব্বার নাম কি?

—শাজাহান। ছেলেটাকে একটু যেন বিরক্ত মনে হোল।

BanglaBook.org

কফিল সাহেব ভাবলেন: এমন একটা নাম যা ইংরেজীতে বললেও বাংলাতে তর্জমা করতে হয় না আর বাপ ও ছেলের নামে বেশ একটা নম্র ধরনের সামঞ্জস্য আছে।

—কি করেন? কফিল সাহেব জিজ্ঞেস করেই বসলেন।

মীরজাহানের মুখে নারাজভাব বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে: বিজিনেস।

—বাড়ী কোথায়

—বিক্রমপুর।

—তোমার দাদার নাম কি?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথার জওয়াব দিতে হচ্ছিলো বলে মীরজাহান যে খুব বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করছিলো তা কফিল সাহেব বুঝতে পারছিলেন তবুও সে-কারণেই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। ছেলেটা সোজাসুজি অভদ্রতা করে বসে কি না সেটাও যাচাই করবার খায়েশ ছিলো।

কিন্তু এই চাপা উত্তাপের কথোপকথনে ছেদ পড়ে যখন হুড়ুমদাড়ুম করে নীচে নেমে এসে করিম মীরজাহানকে বলে: Ready? চল্।

আর যাই হোক মীরজাহান তাও কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিলো কিন্তু নিজের পোতা, নিজের বড় ছেলের বড় ছেলে, দাদাকে একটা কথাও বলা দরকার মনে করলো না। এর পরে মীরজাহানও বোধ হয় কফিল সাহেবের কথায় বা প্রশ্নে কান দিবে না।

কফিল সাহেব বড় হতাশ বোধ করেন তবে করিমকে কিছু বলবারও উপায় নেই। সেখানে অন্ধ স্নেহ সব অসঙ্গতি মেনে নেয়।

আজকালকার ছেলেদের চিনবার যো নেই। দুই পুরুষের ব্যবধানেই দুনিয়াটা এত অপরিচিত হয়ে উঠেছে যে, নিজেকে সেখানে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এক চরিত্র বলে মনে হয়। পোশাকে, হাবভাবে, চালচলনে নিজের পোতাকে—যার শরীরে তাঁরই রক্তের ধারা

BanglaBook.org

প্রবাহমান—ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের অদেখা এক শতাব্দীর বাসিন্দা বলে মনে হয়।

আজকে আবার ইউসুপগুল ফুরিয়ে গেছে। ইউসুপগুল কিনবার জন্য বেরুতে হয়। রোদ থাকতেই বেরুতে হবে। নিজের চোখে দেখে যাচাই করে না আনলে ইউসুপগুল ঢিলে নাড়ীতে তেমন কাজ করে না। ফিরে এসে বরং চা খাওয়া যাবে। তাই লুঙ্গী ছেড়ে পায়জামা পরা ও গেঞ্জীর উপর পাঞ্জাবী চাপানোর কাজে কফিল সাহেব লেগে যান।

বাইরে তখন রোদ তেমন চড়া নয়, বাতাসও একটু আছে। ভেতরের নিঃসঙ্গ ও অনেকটা পরিত্যক্ত পরিবেশ থেকে এই খোলা আলো হাওয়ায় বেরিয়ে এসে কফিল সাহেবের বিষণ্ণ মনটা নিমেষে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। গেঞ্জী ও পাঞ্জাবীর সঙ্গে লুঙ্গীই বেশী। নইলে হাওয়াই শার্ট ও প্যান্ট। কলা-পাতা সবুজ, কাল, বোতলী নীল, সুরকী-গেরুয়া, বাদামী, সাদা-কাল-ডোরা প্রভৃতি লুঙ্গীর রঙ বিকেলের মিঠে মেজাজের রোদে স্নাত হ'য়ে বেশ মিশ্র এক মিতালীর সৃষ্টি করেছে।

সামনের বাজারে হল্‌দে কলা, সবুজ শসা, হাল্কা-নীল বেল এ হল্‌দের মুচকি আভা, মাছের সাদা, সবুজ লাল শাক, নীল-লোহিত টমেটো, গাঢ়-বাদামী গোস্ত আহারে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের সম্ভাবনাকে রঙ বেরঙে দীপ্ত করে তুলেছে। সেদিকে চেয়ে কফিল সাহেবের মনে আহারের আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যের অনেক খণ্ড খণ্ড ছবি খেলে যায়। কাঁসার বদনায় বা পেতলের চিলমচিতে হাত ধোয়া, টার্কিশ টাওয়েল-এ হাত মোছা। ধবধবে সাদা ও পরিষ্কার দস্তরখানে নত-নেত্রী কিশোরী চাকরানীর বা হৃষ্টপুষ্ট ছোকরা চাকরের প্লেট সাজানো। ডিম্বাকৃতি, চ্যাপ্টা, গোল চীনামাটির প্লেট। সাদায় সবুজ লাল কাল সূক্ষ্ম রেখার কাজ। গ্লাস তস্তরী চামচ। পোলাও কালিয়া কোর্মা সালাদ বোরহানী ফিরনি জর্দা। খানার মাঝখানে দস্তরখানে সুরুয়ার ছোপ। খানার শেষে ঢেকুর। শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্।

BanglaBook.org

আর রান্নাঘরের সেই ভিন্ন জগত—গিন্নীদের আশ্রয় ও আড্ডাখানা। কাঠের চুলা কয়লার চুলা। গনগনে আগুন, কপালে ঘাম, বগলে গন্ধ। গোস্তের হাড্ডি, মাছের আঁশ, শাকসব্জীর শিকড়। টেমি বাতি, পিঁড়ে, বঠি। লাল সবুজ কাল পেড়ে মিলের শাড়ী। পেঁয়াজ তেল রসুন মরিচ। শিলনুড়া। স্বামীর জন্য কম নুন, মেয়ের জন্য ঝাল। বিশেষ যে গিন্নীর ছবি মনে ভাসে তিনি অবশ্য বহুদিন হোল কিলবিলে পোকার উপাদেয় আহার্যে পরিণত হয়েছেন। খোলা নর্দমায় পোকা ও পেসাবের তীব্র কটু গন্ধ, বদহজমের গন্ধ, ঘামের গন্ধ, মরা ইঁদুরের পচা গন্ধ, ভেজা শাকের গন্ধ, মশলার ঝাঁঝ—আর সব-কিছুকে পরিষ্কার পরিশ্রুত করে দিয়ে বাতাসে-ভেসে-আসা লেবু ফুলের সৌরভ।

বিভিন্ন ধাঁচের গলা বিভিন্ন স্বর তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। স্কুটারের আওয়াজ অনেকটা উড়ো জাহাজের মত অনেকক্ষণ ধরে গোঁ গোঁ করে; সাইকেলের ক্রিং ক্রিং সেখানে বিগত জমানার এক মিনমিনে সুর বলে মনে হয়। জাত ও শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন মটর গাড়ীর চড়া, নিয়ন্ত্রিত, চাপা, চমকিয়ে-দেওয়া আওয়াজ আলাদা এক লহর তুলেছে। চট্টগ্রাম থেকে ফেরা 'ফোকার' উড়োজাহাজ গম্ভীর ও ব্যত্যয়হীন এক ধ্বনি সঞ্চার করে রাজকীয় আশ্বাসে বিমান বন্দরে নামবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। নীল আসমানের ঝিলিক রোদে তার সাদা সুদর্শন শরীর বড় খোলতাই হয়েছে।

শিশু তরুণ যুবক কিশোরী যুবতী বৃদ্ধা মজুর ভিখারী কর্মচারীর কলরবে সমস্ত রাস্তাটা মুখরিত আর তাদের নানা ধরনের গতিবেগে উচ্চকিত। অস্তিত্বের খরতা, ত্রাস, বিষাদ, হতাশা এক একটি মুখে ভাস্কর্যের মত খোদাই হয়ে আছে। হাসিও আছে আর গান।

এই ব্যস্ততা ও ব্যাপ্তির মধ্যে কফিল সাহেব নিজের সমস্ত নিঃসঙ্গতা বোধ বিলীন হতে দেখেন, অনেকটা মুগ্ধ দর্শকের মত। নিজের খণ্ড বিকলাঙ্গ অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণ ভুলে সচকিত সহর্ষ

BanglaBook.org

বিস্ময়ে নিজেকে নিত্য-চলমান এক ব্যাপ্তির অংশ বলে বিশ্বাস করতে সাধ যায়।

মুদীর চতুর ব্যবসায়ীর সন্ধিগ্ধ চাউনি দেখে কফিল সাহেব আমোদ বোধ করেন। মাসে দু'বারের বেশী তাঁর মুদীর দোকানে আসা হয় না। কেনেন প্রতিবার আধ সের ইউসুপগুল, তাও ময়লা ঝেড়ে দানা বেছে। কচিৎ কখনও গোসল করবার সাবান বা মাথায় দিবার জন্য নারকেলের তেল—মাসের রসদ হঠাৎ যদি ফুরিয়ে যায়।

মুদী তাঁকে খাতির করে বটে তবে খুব উচ্চাঙ্গের ক্রেতা বলে মনে করেনা তাই কফিল সাহেব যদি কখনও মুদীর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হতে চান মুদী তখন নিজের তরফ থেকে কোন কথা বাড়ায় না।

পরনে আধা ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী, ইস্ত্রি নেই। ইস্ত্রির অভাবটা কফিল সাহেবের চোখে বড় কটু হয়ে বাজে। হাল্কা সবুজ রঙের এক লুঙ্গী, কাল বর্ডার। কাঠের আধা-প্রাচীন ক্যাশ বাক্স সামনে নিয়ে বসে আছে চৌকিতে—বিছানো-শীতলপাটির উপর, বাদামী তেলতেলে চেহারায় বৈষয়িক ধূর্ত্ততা উচ্চারিত করে।

—আসেন স্যার, বহুদিন পরে এলেন। শরীর ভাল ত! কফিল সাহেবকে মুদী সম্বর্ধনা জানায়।

—ভাল আর কই। এই বয়সে কি আর শরীর ভাল থাকে। এখন শুধু দিন গোণা। তুমি ভাল আছ ত।

—আপনাদের দোয়ায় স্যার একরকম আছি। ভেতরে আসেন স্যার, আপনার ইউসুপগুল বেছে নেন।

কফিল সাহেব দোকানের ভেতর ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলেন: এখন দেখছি কোকো কোলা সেভেন আপ রাখাও আরম্ভ করেছো। দোকানের বেশ বাড়তি হচ্ছে। বেশ বেশ।

—যা চাহিদা স্যার, টেড়ি বাবুরাই পছন্দ করে বেশী। তাদের জন্য রাখতে হয়।

—জমানাটা কেমন বদলে যাচ্ছে দেখেছো, আমাদের সময় মার্কিনী মুখ চোখেই দেখতাম না গত যুদ্ধ বাদ দিলে। আর

BanglaBook.org

এখন বেরুলেই মার্কিনী মুখ, মার্কিনী গাড়ী, মার্কিনী কোকা কোলা। আর ওই যে বললে না টেড়ি। আমাদের সময় তাদের টিকিটাও দেখা যেতো না।

—ছোট বেলায় আমরাও দেখি নি স্যার। এখন কত রঙের বাহার দেখি। মুদী অপ্রত্যাশিত এক কবিত্বমূলক মন্তব্য করে বসলো।

—আমাদের সময় মুদীরা চালে কাঁকর বা তেলে ভেজাল দিবার কথা ভাবতেই পারতো না, মনে করতো ওই গর্হিত কাজ করলে খোদার গজব পড়বে। খুব সতর্কতার সঙ্গে ও পরীক্ষামূলকভাবে কফিল সাহেব কথাগুলো বলেন।

মুদীর প্রতিক্রিয়া হয় অচিন্ত্যনীয়: এখন চালেই যা কাঁকর দেওয়া যায় স্যার, তেলে ভেজাল দিবার উপায় নেই। কারখানাতেই সে কাজ সেরে রাখে।

—সে জন্যেই ত চারদিকে এত পেটের অসুখ। আমিও তোমার দোকানে ইউসুপগুল কিনতে আসি। সেখানেও ভেজাল, তাই ত বাছতে হয়।

—আপনি ত বেছেই নেন স্যার। লজ্জার ধরনে মৃদু হেসে মুদী বলে।

প্রসঙ্গটা বদলিয়ে কফিল সাহেব বলেন: তোমার দোকানে ত বাপু মাঝে মাঝে সওদা করতে আসি, কিন্তু এ-পর্যন্ত তোমার নাম জানা হোল না।

—আবদুল হাকিম স্যার।

—বা বেশ জুতসই তোমার নাম, এখন ইউসুপগুলটা একটু বেছে নি।

ফিরবার পথে মেয়েদের স্কুলের সামনে বেশ ভীড় দেখা যায়। রিকসা ও স্কুটারওয়ালারা আরোহিণী যেমন নিচ্ছে তেমনি পর্যবেক্ষণ করছে প্রতীক্ষারতাদের। চায়ের স্টলেও রসালো গুঞ্জন: বাড়তি সুপারী দেখে চোখ ছানাবড়া গো।

BanglaBook.org

জীপে করে চার-পাঁচজন টেড়ি তরুণ উত্তম এক পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র বেছে নিয়েছে। চাউনিতে, হাসিতে, শীষে, মন্তব্যে মেয়েদের নাস্তা-নাবুদ করে ছেড়ে দিচ্ছে।

—খাসা মালরে, একটু টিপতে পারলে হোত।

—আহা ঠোঁটটা কেমন dry হয়ে গেছে দেখ। যেন kiss-এর জন্য ডাক দিচ্ছে।

—চাউনিটা দেখেছিস, যা ছুটে যা।

—আরে ভাই কেমন ডগবগাচ্ছে দেখ।

জনতা সে সব মন্তব্য তুমুলভাবে উপভোগ করছে এবং হাসতে হাসতে নিজেরাও ছিঁটেফোটা যোগ করতে ইতস্ততঃ করছে না। দূরে একটা কনস্টেবল দেখা যায়। প্রগাঢ় প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এ-দিকে আর চাচ্ছে না।

সকিনার কথা মনে হয়, তাকেও বোধ হয় ইউনিভার্সিটী থেকে ফিরবার পথে এ-ধরনের মন্তব্য শুনতে হয়। হঠাৎ মাথায় খুন চেপে যায় কফিল সাহেবের। হাতে ছড়ি বা ছাতাও থাকলে, যা প্রায় থাকে—ক্ষিপ্ত হয়ে এই টেড়িদের আক্রমণ করতেন বোধ হয়। এখন তাদের দিকে শুধু রোষায়িত চোখে চেয়ে থাকেন।

টেড়িরা তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। বরঞ্চ একজন এক পঞ্চদশীর দিকে চেয়ে জিভের সঙ্গে ঠোঁটের এক অদ্ভুত সংযোগ করে বলে: What lovely hips. What promise of bliss.

—চুপ রাও, অসভ্য কোথাকার। নিজেকে আর সম্বরণ করতে না পেরে কফিল সাহেব বলেই বসেন। টেড়িরা প্রথমে থমকে যায়। তাদের এই অভ্যস্ত আমোদ-প্রমোদের খেলায় কেউ বাদ সাধতে আসবে এমন সম্ভাবনার কথা তাদের কখনও মনে হয়নি। সব পথচারীরাই ত এগুলো উপভোগ করে, এমনকি আইনের মাহাত্ম্যও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে চলে। আর এ কিনা এক ফোকলা-দাঁত বুড়ো—তাদেরকে আবার হিন্দীতে চুপ রাও বলে।

BanglaBook.org

—You shut up. 'Hips' এ যে 'Bliss' খুঁজছিলো চোখ ঘুরিয়ে শরীর বেঁকিয়ে মুখে কঠিন রেখা এনে মার্লন ব্রাণ্ডোর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বলে।

—বেহায়া বদমাস বেতমিজ ছেলেরা। ঘরে নিজেদের বোন নেই। রাগের প্রকোপে কফিল সাহেবের মুখ থেকে আর বেশী বাগ্মিতা বা দর্শন বেরোয় না।

—আহা কি কথাই মহাশয় বললেন, নিজের বোন যেন অন্যের বউ হয় না। টেড়িদের মধ্যে একজন নিপুণ বাঙলায় অখণ্ডনীয় এক দার্শনিক তত্ত্ব জনসাধারণে পেশ করলো।

দর্শকদের মধ্যে আমোদের এক হিল্লোল বয়ে গেলো। একজন আর একজনকে বোঝাচ্ছে: আরে বোঝেন না হালা। বাবুরা বউ তালাস করছে, বিয়া করে বিয়াবো।

—বিয়াবার জন্য আজকাল আর বিয়া করতে লাগে না। হ হ, হোটেলে মাল নিয়ে যায় কে, হালা আমারে বোঝায়।

দুই সীমান্তে এক সঙ্গে লড়াই করা কফিল সাহেবের সাধ্যে কুলায় না, তাই অপদস্থ দরবেশের মত মুখের ভাব করে তিনি নীরব সম্ভ্রমের সঙ্গে বাসার দিকে এগিয়ে যান।

পেছন থেকে মন্তব্য শোনা যায়: শালা impotent bastard কোথাকার।

একদিন ছেলে ও দুলহিন বিবির কথোপকথন খোলা জানলা দিয়ে নীচে ভেসে আসে।

—মেয়ের বয়স যে বাড়তে চললো সে খেয়াল আছে, বিয়ের কথা ভাবতে হয় না।

এখন বিয়ে কি, পড়াশুনা আগে শেষ করুক। ছেলে গম্ভীর স্বরে বলে।

—আহা, ওঁর মেয়ের জন্য ভাল ছেলেরা সব বসে থাকবে যেন। মেয়েরা বুড়ী হয়ে গেলে যেন কত ভাল জামাই পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

—ভাল জামাইরা আবার আজকাল বউ তালাক দেওয়া আরম্ভ করেছে। দেখছো না আশেপাশে কি সব ঘটছে। এক বউ ছেড়ে আর এক বউ। সকিনার অন্ততঃ অনার্স পাশ করা দরকার। দরকার হলে নিজের পায়ের উপর যেন দাঁড়াতে পারে।

কফিল সাহেবের কাছে আশেপাশের ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট হয় না। যদিও এক মাঝবয়সী প্রতিবেশী সম্বন্ধে নানা ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে।

—একই টা তো মেয়ে। তার আবার অভাব কিসের হবে।

—কেন আর হতে পারে না, আমি কি এতই অসমর্থ হয়ে পড়েছি।

—ছি ছি ছি, দিন দুপুরে কি যে সব কথা বলে। আব্বা শুনতে পেলে কি মনে করবেন।

—উনি আর কি মনে করবেন, তিনি নিজেই বোধ হয় এক বিয়ের কথা ভাবছেন।

—সকিনাও কিন্তু একদিন তাই বলছিলো, সত্যি সত্যি ওঁর ওরকম কোন খেয়াল আছে নাকি।

—খেয়াল থাকলে আর দোষের কি। এই বয়সে ত দেখা-শুনা করবার জন্য একজন লাগেই। শুধু সম্পত্তি বিকিয়ে না দিলেই হয়।

—তোমার খেয়াল ওই একদিকে। টাকা ও সম্পত্তির কথা এত ভাবো কি করে। এতদিন ধরে বলছি 'নয়নতারা' দেখতে নিয়ে চলো। সেদিকে একেবারে বেখেয়াল।

বেখেয়াল থাকাই ত ভাল। 'নয়নতারা' যে ঘরে আছে।

—আহা ঢঙ দেখো না। ওই বুড়ো মুখে অত রসের কথা মানায় না। কিন্তু দেখো মেয়েকে নিয়ে অত নিশ্চিন্ত থেকো না। শুনছি ইউনিভার্সিটীতে ওর নাকি এক বন্ধু আছে, তার সঙ্গে নাকি রেস্তোরাঁতেও দু'একবার খেয়েছে।

—ইউনিভার্সিটীতে পড়লে বন্ধু থাকবেই। আমার মেয়ে ত বোবা বা কানা নয়। দেখতেও মাশাল্লা অনেকটা তোমার মত হচ্ছে।

BanglaBook.org

—আমার কোন বন্ধু ছিলো নাকি? যতসব বেয়াড়া তুলনা। মেয়ের ব্যাপারে অত হাল্কা হলে পরে পস্তাবে কিন্তু বলে রাখলাম।

—সকিনা যদি নিজের বর নিজেই পছন্দ করে আমাদের বলবার কি আছে। সে কি আর আমাদের পছন্দমাফিক বিয়ে করবে!

—তা না করুক, কিন্তু কি ধরনের বর পছন্দ করছে সেটা আমাদের দেখতে হবে না। শেষে কি খানসামার ছেলেকে বেছে নিবে।

—মন্দ কি, খানসামার ছেলে যদি সি-এস-পি হয়।

—ওরকম সি-এস-পি'র মুখে ঝাঁটা।

—জামাইয়ের মুখে তাহলে ঝাঁটা মারবে, তাও বাবা সি-এস-পি।

—তোমার ফাজলামী রাখো। আজকে সন্ধ্যার শো-তে 'নয়নতারা' দেখতে না নিলে কিন্তু হুলুস্থুল বাধাবো। ফিরবার পথে দু'একটা পাবনা শাড়ী কিনতে হবে, মেয়ে অনেকদিন ধরে বলছে।

—মেয়ে না মেয়ের মায়ের জন্য?

—কেন, মেয়ের মাই বা কি দোষ করলো, তার বুঝি শাড়ী ছাড়াই চলে।

—চলে, তবে দিন দুপুরে নয়।

নীচে তাদের কথা পরিষ্কার ভেসে আসছে আর কফিল সাহেব তা শুনতে পাচ্ছেন আঁচ করতে পারলে ছেলে ও দুলহিন বিবি নিশ্চয় এত খোলাখুলিভাবে কথা বলতো না। টাকা পয়সার ব্যাপারে যতই দুর্বলতা থাক, বড় ছেলের বিশেষ ধাঁচের হাস্যরস ও তার উদারতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইউনিভার্সিটিতে সকিনার সত্যি কোন পুরুষ-বন্ধু আছে নাকি! তাঁর প্রাচীন চেতনায় চিন্তাটা কেমন যেন এক ধাক্কা দেয়। সকিনার তাজা হাসি হাসি মুখ ঘরের বাইরে তাঁদের-সকলের-অচেনা এক পুরুষকে আনন্দ বিতরণ করছে সেই সম্ভাবনা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। তবে মেয়ের মা যখন কথাটা বলেছে, একেবারে অমূলক বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একেবারে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত দৌড়, আজকালকার মেয়েদের কুণ্ঠাহীন সাহস ঐতিহ্য-পুষ্ট বুকে ধড়ফড়ানি এনে দেয়। ইউনিভার্সিটিতে

যখন পুরুষ বন্ধু জুটেছে বয়সের ব্যবধান খুব বেশী হবার কথা নয়। আজকাল প্রায় দেখা যায় সমবয়সী ছেলেমেয়েরা বেশ স্বামী স্ত্রী বনে যাচ্ছে। পঁয়ত্রিশ বছরে যখন স্ত্রীর চুল পাকা আরম্ভ করে তখন স্বামী হন্তদন্ত এক মরদ থেকে যায়। পরকীয়া প্রেমের পটভূমি এইভাবে তৈরী হয়।

তাঁদের সময় স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান কখনও দশের কম ছিলো না। স্ত্রীত বটেই এবং আধা আধা মেয়েও। অভ্রান্তভাবে মুরব্বীর ভাবটা সব সময় বজায় থাকতো। হাওয়া যে আদমেরই এক অংশ স্ত্রী সেটা নির্বিবাদে মেনে নিতো। আর আজকাল স্ত্রীদের ধরন-কথন মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় মনে হয় স্বামীকে খরগোসের মত এক নরম মেজাজের পোষ্য মনে করছে।

স্ত্রী ছিলেন বটে তাঁর বেগম। স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ধর্মগ্রন্থের মত মেনে রান্নাঘরের তদারকেই বিবাহিত জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়ে দিলেন। বিয়ে যখন হয়েছিলো বেগমের বয়স তখন এগারো। তাঁর নিজের একুশ। কিন্তু এগারো বছরের মেয়েই বারো বছরে কি রঙ্গ করা আরম্ভ করে দিলো। কিশোরী না হতে হতেই তরুণী, তারপর এক লম্বা ঝাঁপে যুবতী, সাড়ে বারো বছরে মা।

অবশ্য তখনকার দিনে মেয়েরা স্ত্রী হলেই ফুলঝুরির মত সাময়িক এক শোভায় ঝলমলিয়ে মা হওয়ার পর পোড়া ছাইয়ের মত ঝরঝরিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। আজকালকার মাঝবয়সী গিন্নীদের মত সাবান ক্রীম মেখে জ্রর পরিচর্যা করে রঙ্গিলার বাহিরে ভূমিকা পালনে এতটা তৎপর হোত না। 'কুড়িতে বুড়ী' ছিল মেয়েদের মোক্ষম বাচন। তবুও পরিচর্যা ও স্নেহে, সেবায় ও মমতায় তারা সংসারকে ভরাট করে রাখতো। যেমন, কফিল সাহেবের বেহেস্ত-নসীব বেগম। এখন যদি বেঁচে থাকতো তবে কফিল সাহেবের নিঃসঙ্গতা বোধ কখনই এত গভীর হোত না। বা সস্নেহ দৃষ্টির জন্য মনে এমন আকুলি বিকুলি। ঘুম আসতে দেরী হলে বেগম মাথায়

BanglaBook.org

হাত রাখলেই বেহেস্তের নেয়ামতের মত ঘুম চলে আসতো আর শরীর অপটু হলে তার হাসি-হাসি দু'একটা কথায় মন তসল্লিতে ভরে যেতো।

এখন একেবারে একা হয়ে নিজের ভিতরের জগৎ একক প্রচেষ্টায় আর গড়া সম্ভব নয়। 'পিয়া মিলান কো জানা'—বুড়ো মন এখনও সেই গানের কলি ধরতে চায়। মৃত্যুর পর কি পিয়ার দরশন আবার পাওয়া যায়। হুরী পরী নয়, নিজের বেগমকেই রঙ্গিলা তরুণী হিসেবে ফিরে পেলে চলবে। সেই আধারেই যুগযুগান্ত ধরে সুধার সুদ গ্রহণ করতে তিনি রাজী। তবে জীবনটা যখন চেতনা ও অনুভূতির বৃন্ত থেকে খসে যায় তখন যদি মাকড়াসার জালের মত সাদা-কালো বিভ্রান্তি পাকে পাকে চেতনাকে বিকল করে তোলে, সব আকুতির অবসান হয়, তড়িৎ কম্পিত সব সাধ ইউরিয়া বা ফসফেটে রূপান্তরিত—তাহলে শূন্য অন্তরে এই একাকী প্রতীক্ষার কি অর্থ। জীবনের এই গমক ও দেমাক কি এই অমোঘ বিলয়কে কখনও রুখতে পারবে।

It's a tale told by an idiot
full of sound and fury, signifying nothing.

নাথিং, নাথিং, নাথিং :

কতটা প্রবলভাবে তবুও মন খোদার অস্তিত্বে আস্থা আনতে চায়। রওনকভরা এক শাশ্বত অস্তিত্বের চিন্তা করে।

'টিপয়'-এ এ-সপ্তাহের 'টাইম' পত্রিকা অপঠিত পড়ে আছে। এটাকে অবশ্য হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় আর চোখ দিয়ে অবলোকন। যদিও সময়কে নয়। কফিল সাহেব বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় বজায় রেখেছেন এই 'টাইম' পত্রিকার মাধ্যমে। সম্প্রতি এর 'টাইপ' লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'দ্য টাইমস'-এর 'টাইপ'-এর অনুকরণে ঢালাই করা হয়েছে। মিহি-সাদা কাগজে এই মসৃণ-কাল 'টাইপ' চোখে সহজেই ধরা দেয়। তবে কফিল সাহেব এখন একসঙ্গে বেশী-ক্ষণ পড়তে পারেন না, মন অন্য কোথাও চলে যায়। বিজ্ঞাপনগুলো

বেশ লাগে, বিশেষ করে মদের বিজ্ঞাপন। সুগঠিত ও কমনীয় বোতলে উচ্ছলিত সুরার সোনালী আভা, প্রিয়দর্শন যুবকের সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে ছিমছাম ধরনের চোখের পলকাঘাত, নির্মল-পানি ঝর্ণার গূঢ় কলতান আর চারদিকের স্বচ্ছ শ্যামলতার পরিপাটি কমনীয়তা। আধুনিক জীবন-যাত্রার চিত্র-নিদর্শনে স্বচ্ছলতার কান্তি, প্রাচুর্যের প্রশান্ত নিশ্চয়তা, আমোদের ক্ষিপ্র উদ্দাম বহুমুখী অভিব্যক্তি বর্ণাঢ্য রেখায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই এত বয়সেও উপভোগের বৈচিত্র্যের কথা ভেবে কফিল সাহেবের ধূসর-অনুভূতির মন নূতন ভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠতে চায়।

কিন্তু ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ছবি দেখে মন সঙ্গে সঙ্গে মুরঝিয়ে পড়ে। হাত বোমায় বিধ্বস্ত এক শিশুর মাথা শরীর থেকে আলগা হয়ে গিয়ে নিজের কণ্ঠনালীর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আর তার বাকী শরীর জড়িয়ে তার মাঝবয়সী মা সর্বহারার আতঙ্কিত নিঃস্ব দৃষ্টিতে সেই বিচ্যুত মাথার দিকে চেয়ে আছে। দুনিয়ার সমস্ত বঞ্চিত মা'র ফরিয়াদ তার চাউনিতে স্থায়ী হয়ে থাকতে চায়। শুধু চিন্তায় সন্তোষ নেই। চাই সঙ্গ, চাই সংঘাত। কিছু পরিচর্যা, কিছু স্নেহ। বেগের এক অংশ হয়ে বেঁচে থাকতে চাই, পরিশ্রান্ত নিঃসঙ্গতা নিয়ে নয়। মনের দিক থেকে ছেলেরা সব আলাদা হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গ বলতে গেলে পাওয়াই যায় না আর কচিৎ কখনও যখন পাওয়া যায়, যেমন কোন পর্ব বা অনুষ্ঠানের দিনে, তাদের হৃদয়ের কৃপণতা তখন বড় নিদারুণ হয়ে বাজে। আশেপাশে সমবয়সী পরিচিত কেউ বড় একটা নেই যার কাছে গিয়ে নিঃসঙ্গতা কিছুটা লাঘব করা যায়। সমবয়সী পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা এখন বেঁচে আছেন তাঁরা ঢাকা শহরের চারদিকে ছিটরানো, ঈদে বকরীদে সহসা হয়ত দেখা হয়ে যায়। তখন ছেলে মেয়ে জামাই নাতী পোতা কেমন আছে তা নিয়ে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চলে, তারপর পায়খানা খোলাসা হচ্ছে কি না সেই অমোঘ শরীর-তত্ত্বে কথোপকথন উত্তীর্ণ হয়। তারপর আবার নিজের মনের রসদের কাছে ফিরে

BanglaBook.org

আসতে হয়। সেখানে কফিল সাহেব আতঙ্কিত হয়ে ধূসরতর আবরণ গাঢ়তর হতে দেখেন।

বহুদিন পরে ছোট মেয়ে চিঠি দিয়েছে।

আব্বা,

অনেকদিন চিঠি লিখতে পারি নি। সেজন্য মনে কিছু করবেন না। মন আজকাল প্রায়ই ভাল থাকে না। আপনার জামাই বোধ হয় আবার বিয়ে করবে। শাশুড়ী খুব চাপ দিচ্ছেন। শাশুড়ীকে আর দোষ দিব কি, আমারই বদনসীব। ডাক্তার ত কম দেখালাম না কিন্তু লাভ হল না কিছু। আপনার জামাই এখনও বেশ আদর যত্ন করে, তবে তাকেও ত নিজের বংশের কথা ভাবতে হয়। বেশ ডামা-ডোলে পড়ে গেছি। একবার ভাবি বিয়ে করবে ত করুক, তার ত ছেলে দরকার। ছেলে হলে আমিই না হয় মানুষ করবো। আবার যখন সতীনের কথা মনে হয় মনটা তখন চিলবিলিয়ে উঠে। তাকে নিয়ে একসঙ্গে সংসার করবো, কিছুতেই তা মেনে নিতে পারি না। হয়ত শীগগির আপনার কাছেই ফিরে আসতে হবে। সে-রকম অবস্থা হলে আবার কলেজে ভর্তি হব। নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারলে আমার ইজ্জত করবে কে। জানি, আপনি আমাকে কখনও ফেলে দিবেন না। কিন্তু আপনার এই বয়সে আপনাকেও সব সময় দুশ্চিন্তায় রাখা ঠিক হবে না। আমার বিয়ের আগেই আম্মা মারা গিয়ে ভালই হয়েছে। বেচারী এখন বেঁচে থাকলে আমার এ-অবস্থার কথা শুনে বড় মন খারাপ করে থাকতো। তবে খোদা যা নসীবে লিখেছে তাই হবে। তা নিয়ে হা-পিত্যেস করে লাভ নেই। আশা করি আপনি ও বাড়ীর আর সকলে ভাল আছেন। অনেকদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় নি। আপনাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করে তবে আপনার জামাই আবার ছাড়তে চায় না। শেষ পর্যন্ত কি হয় আল্লাই জানেন।

আপনি আমার হাজারো হাজারো কদমবুসি নিবেন।

ইতি—

আপনার

দুলারী।

চিঠি পেয়ে কফিল সাহেবের মনটা বড় দমে যায়। সর্ব-কনিষ্ঠ সন্তান বলে এ-মেয়েটার প্রতি তাঁর বিশেষ এক মমতা আছে। ভাই-বোনরাও তাকে খুব টানে, ভাগ্নে-ভাগ্নীরাও তাদের ফুপুর কথা প্রায় মনে করে।

চিঠিটা পড়ে বড় ছেলে ফোঁস করে ওঠে: জোতদারের সঙ্গে দুলারীর বিয়ে দেওয়াই ভুল হয়েছে। লেখা-পড়া শিখলে হবে কি, মনটা ওর জোতদারেরই রয়ে গেছে। আত্রাই ঘাটে পাটের গুদাম করলেই মানুষ হওয়া যায় না, ওটা রক্তে থাকে।

বড় ছেলের মুখে কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই লাগে যদিও কফিল সাহেব নিজে জানেন তাঁদের বংশের রক্ত এমন কিছু খাস-নীল নয়।

ছোট ছেলেও রুখে ওঠে: কার দোষে ছেলে হচ্ছে না সেটা পরীক্ষা করে দেখেছে নাকি। আর ছেলে হবে না বলেই আর একটা বউ আনতে হবে এমন কথা আজকালকার দিনে কেউ বলে। সকিনা সরোষে মন্তব্য করে: ছোটলোক কোথাকার। দুলারী ফুপুর মত মেয়ে পেয়েছো তোমার চৌদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য। আবার বিয়ের কথা ভাবতে যাও। এরকম পুরুষের মুখে ঝাঁটা মারতে হয়।

পারিবারিক মন্ত্রণা সভায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল কফিল সাহেব মেয়েকে দেখতে যাবেন আর সেই সুযোগে সরে-জমিন এক তদন্ত করে আসবেন। জামাই থাকে সিরাজগঞ্জে। পাটের ফটকাবাজারী করে। শোনা যায়, দেদার টাকা করেছে। ওদিকে আবার ইতিহাসে অনার্স গ্রাজুয়েট। ভদ্র, বিনয়ী ছেলে। প্রশান্ত ধরনের চেহারা, তবে তার চোখের ঝিলিকটা কফিল সাহেবের এখনও মনে আছে। মেয়েটা একটু লম্বাটে হলেও দেখতে ভালই। সদা হাসি খুশী ভাব। সংসারে এতটা মসৃত্‌ হয়ে আছে যে, বিয়ের ছয় বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার বাপের বাড়ী এসেছে। তাতে এক হিসেবে কফিল সাহেব বরঞ্চ খুশীই হয়েছেন, মেয়ে সুখে

BanglaBook.org

ও স্বস্তিতে আছে অনুমান করে। গত চিঠিতেও স্বামীর প্রতি মেয়ের অনুরাগ পরিষ্কার। তবে ছেলে না হলে ত সংসারে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবেই। সন্তান-ধারণে মেয়েরই অক্ষমতা না জামাইয়ের কোন শারীরিক ত্রুটি সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জামাইয়ের মা যখন ছেলেকে আবার বিয়ে করতে বলছে তখন মেয়েরই অপটুতা ধরে নিতে হবে। স্ত্রীর প্রতি হাজার বিবেচনা দেখালেও সন্তানের অভাবে জামাই আর কতদিন মায়ের অনুরোধ প্রতিরোধ করতে পারবে।

মেয়ের বাড়ী যাচ্ছেন অনেকদিন পরে। কিছু বাজার সওদাও করতে হয়। মেয়ের জন্য অন্ততঃ দু'টা ভাল শাড়ী, জামাইয়ের জন্য কয়েকটা শার্ট। কেক, মিষ্টিও নিতে হয়। আর দুলহিন বিবিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে কুল বা আমের আচার তৈরী আছে কি না। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত দুলারী আচারে-পাগল ছিলো। পরদিন ভোরে 'দ্রুতযান' এ সিরাজগঞ্জ যাচ্ছেন জানিয়ে জামাইকে একটা তারও দিতে হয়। যাবেন ইণ্টারেই, সেকেণ্ড ক্লাশে খামাখাই অনেক বেশী টাকা বেরিয়ে যাবে। তাতে অন্ততঃ কেক ও সন্দেশের পালা সারতে পারবেন।

বহুদিন ধরে কফিল সাহেব ঢাকার বাইরে যান নি। তাই ট্রেন ভ্রমণের চিন্তাটা তাঁর মনে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। নিমতলী স্টেশনে ভীড় ও উদ্ব্যস্ত চলাফেলার বিশৃঙ্খল ধরন দেখে তিনি কিছুটা বেসামাল হয়ে যান। ইণ্টার ক্লাশের টিকিট যোগাড় করতে বেশ সময় যায় ও হয়রানি লাগে, বিশেষ করে মালের উপর যখন সতর্ক দৃষ্টি রাখতেও হয়। ঠেলাঠেলি, ঘামের ও মুখের গন্ধ, কুকুরের কণ্ঠ-নিরীক্ষা, চোখের সামনে উলঙ্গ বাচ্চার পেশাব-বরষণ, চায়ের ভাপসা তাপ, জরদার কটু সুরভি সব মিলে কফিল সাহেবের চেতনাকে অনেকটা শ্রান্ত করে দেয়। 'কিউ'তে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর টিকিটের ঈপ্সিত জানলা হাতের নাগালে এসেছিলো। তারপর ভাঙানি নিয়ে হয়রানি। নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিলেন বলে কফিল সাহেব শেষ পর্যন্ত সাত পয়সা ছেড়েই দিলেন, অন্য যে-কোন অবস্থায় যা অচিন্তনীয় ছিলো।

কফিল সাহেব আশা করেছিলেন যে, ছেলে বা পোতা কেউ এসে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিবে। বড় ছেলের অবশ্য আসতে অসুবিধা, অফিস আছে। ছোট ছেলে বা বড় পোতা সহজেই আসতে পারতো তবে তাদের তখন ঘুমই ভাঙে নি। সঙ্গে ছোকরা চাকরটা আনতে পেরেছিলেন। নইলে মাল সামলাতে আরও বেগ পেতে হোত। একদিকে উত্তেজনার আধিক্যে আর অন্য দিকে চাপা হতাশায় কফিল সাহেবের মন হুমড়ে অনেকটা বিকল হয়ে যায়।

জানলার কাছে কোণ জুড়ে একটু জায়গা পাওয়া গেলো। খোলা হাওয়াতে শ্রান্ত মন আবার একটু একটু করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ফ্লাস্ক থেকে পানি ঢেলে তা ঢক ঢক করে খান। তারপর পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে আবার নূতন করে আগ্রহের সঞ্চার হয়। ইণ্টার ক্লাশের গদীটা বেশ নূতন এবং আগেকার মত ততটা পাতলা নয়। ফ্যানটাও দেখতে সুশ্রী। গাঢ়-লাল রঙের ঝুলন্ত বিপদ সঙ্কেত কিছুটা রোমাঞ্চের সম্ভাবনা এনেছে। তবে দেয়ালে এক রেখাচিত্র দেখে সেখান থেকে কফিল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নেন। ভাগ্যিস, এ কামরায় কোন সহযাত্রিনী নেই। এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিলো। সহযাত্রীদের হাসিতে-টিপ্পনীতে ও খোশগল্পে কামরাটা সরগরম হয়ে ওঠে। কালচে বাদামী রঙের মধ্যে দু'একটা সাদা মুখ, হাওয়াই শার্ট ও প্যাণ্টের দলই ভারী। শুধু একজনের পরনে, মসৃণ কাল মুখশ্রী, গিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী। সোনার বোতাম। পকেটে 'সিল্‌ভার ক্যাপ' ৫১ পার্কার কলম। হাতঘড়ির ব্যাণ্ডটা হাল্কা বাদামী প্লাষ্টিকের। বোধ হয় নূতন জামাই হবে।

সেই ভদ্রলোকই বললো: খানাটা ষ্টিমারেই সারা যাবে, রান্নাটা বেশ ভাল হয়।

তার সাথী প্রশ্ন তুলে: ঘাটে পৌছাবে ক'টার সময়?

BanglaBook.org

জামাই ধরনের ভদ্রলোক উত্তর দেয় : দু'টার আগে ত নয়ই, আড়াইটাও বাজতে পারে।

—বাবা ততক্ষণে ক্ষিধেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করবে, আমি জামালপুরেই কিছু খেয়ে নেবো।

আর একজন নীচু গলায় তার পাশের সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করে : কন্ট্রাক্টা পেলে?

—পেয়েছি, তবে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। অগ্রিম কিছু দিলাম, আবার বিল পাস করবার সময় দিতে হবে।

—তাহলে ত বেশ একটা বড় দাঁও মেরে দিয়েছো, এর পরে ফার্স্ট ক্লাস কি প্লেনে চড়বে।

—এই কাজটা যদি নির্বিঘ্নে সারতে পারি তবে খোদার ফজলে তেমন আর অভাব থাকবে না।

—যাক্, খোদাকে অন্ততঃ বখরা দিতে হয় না।

ভদ্রলোকের মন্তব্যে সব সহযাত্রী হেসে ওঠে, কফিল সাহেবও।

—কিরে কেমন পড়াশুনা করলি। পরীক্ষা ত চলে এলো। টাইট-প্যান্ট-পরা এক ছাত্রের কণ্ঠস্বর বেশ উচ্চগ্রামে কামরার চারদিকে ঘোরাফেরা করে।

—পড়াশুনা তেমন আর হোল কই, তবে সেণ্টার বদলিয়েছি। পাশ করতে অসুবিধা হবে না।

-- আমার সেণ্টারটাও খাসা পড়েছে, মাস্টার সাহেবরা অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে থাকে।

—আরে সেকি আর বললি, অনেক সেণ্টার আছে যেখানে মাস্টার সাহেব জবাব বলে দেয়। আগে থেকে ব্যবস্থা করতে পারলেই হোল। যে সেণ্টার পেয়েছি না তাতে মোক্ষম সুবিধা। নে, একটা সিগ্রেট নে। দেশলাইটা বের কর।

—কি আর বলবো জনাব, জমানাটাই এরকম। একটা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি। উকিল বলে তিন শ' টাকা দাও, তোমার পক্ষে রায় লিখিয়ে আনছি। দু' শ' টাকা নাকি হাকিমকে দিতে লাগবে।

BanglaBook.org

ভাবছি তাই দিয়ে দিবো। মনের মত রায়ও পাবো আর অনেক টাকাও বেচে যাবে। কফিল সাহেব মসগুল হয়ে সহযাত্রীদের কথা শুনছিলেন। দ্রুত পরিবর্তিত দুনিয়ার আরও দু'একটা দরজা জানলা তার চোখের সামনে খুলে গেলো যা ঘরে বসে থাকলো সম্ভব হোত না। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। কবির সেই বিগত আক্ষেপ এখন ব্যক্তি থেকে দেশে ব্যাপ্ত হয়েছে। প্রত্যাশা কাতর চোখে দেশ যে দিকেই চায় সাগরের কোন চিহ্নই দেখতে পায় না। শুধু শুকনো অনুর্ব্বর বালি দু'একটা পৃথক বিভক্ত মরুস্থানের সৃষ্টি করেছে, যে মরুস্থানে সাধারণ পথচারীদের প্রবেশ নিষেধ। এই পরিব্যাপ্ত অনুর্বরতায় হারানো আত্মা কোন দিক খুঁজে পায় না। তবে অন্ততঃ জামাই সহযাত্রীটা সেই অনুর্বরতার প্রকোপ থেকে এখনও কিছুটা মুক্ত। ভেজানো কলাপাতায় এক ফুলের মালা সযত্নে বিছানো। পাতার ফাঁক দিয়ে চাপা ফুলের ফিকে হলদে হাসি দেখা যায় আর গোলাপের লোহিত-পেলব রাগ। প্রেয়সীর প্রতি মদিরতা ফুলের প্রতি পরাগে মিষ্টি এক গানের কলির মত ঘোরাফেরা করছে। সমস্ত অতীতের প্রেমের একত্রিত আকুলতা সেখানে স্পর্শের কোমলতায় ও ঘ্রাণের অনবদ্য সুবাসে লুকিয়ে আছে।

স্টিমার ছাড়বার পর কফিল সাহেবের মনটা পুরোপুরি তাজা হয়ে ওঠে। স্টিমারের খানা খেয়েই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলো। জামাই বাবাজী ঠিক কথাই বলেছিলো, স্টিমারের রান্নাটা খাসা। ঢেকুরেও এলাচির মিষ্টি ঝাঁঝের গন্ধ পুরোপুরি লুপ্ত হয়না। ইণ্টার ক্লাশ সংলগ্ন অপরিসর বারান্দায় বেরিয়ে এসে রেলিঙে হেলান দিয়ে কফিল সাহেব নদীর দিকে চেয়ে থাকেন। তিনটা না বাজতেই আসমানে অপরাহ্নের মেদুরতা এসেছে। মেঘের নানা বিন্যাসে আসমান ছেয়ে গেছে। বাতাস মেঘের সমস্ত ঘনত্ব ছেঁকে নিয়ে এক চাপা অথচ নিগূঢ় বিভার সৃষ্টি করেছে। স্তরে স্তরে হাল্কা রঙ বেরঙে মেঘ আসমানে নিজেদের সাময়িক বিশ্রাম ঘর রচনায় রত। মেঘ এখন নিরুদ্দেশ নয়। নদীতে বেশ স্রোত মনে হয়, স্টিমারটা

BanglaBook.org

একটু একটু দোল খাচ্ছে। বিশ্রাম-রত বর্ণালী মেঘের ফাঁকে ফাঁকে গারো পাহাড়ের ধূসর নীল রেখা দূরান্তরের সমস্ত চটুল রহস্য নিয়ে উদিত হয়; বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে বিভিন্ন আকৃতির মেঘের প্রতিফলন ভাঙা-গড়ার এক দুর্লভ খেলার সূচনা করেছে। তটভূমির সিক্ত বালি প্রান্তরের শ্যামলতাকে আরও মায়াময় ও স্নিগ্ধ করে তুলেছে। কালো জালের ছিদ্রে বন্দী মাছ রূপালী যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। বৈঠার ভার অন্যের হাতে দিয়ে মাঝবয়সী এক মাঝি পরম আয়াসের ভঙ্গীতে, তার সবুজ লুঙ্গী জানু পর্যন্ত গুটিয়ে গড়গড়ায় টান দিচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা ভাসমান এক বাঁশের টুকরা, কচুরীপানার উপড়ানো শিকড় আর অন্যান্য মিশ্র পরিশিষ্ট জিনিস মিলে এক বেগ-পিষ্ট আবর্তের সৃষ্টি করেছে।

সামনের ফার্স্ট ক্লাশ ডেকে এক সুদর্শন যুবক-মওলানা পশ্চিম পাকিস্তানী এক আর্মী অফিসারের সঙ্গে পাকিস্তানের তমদ্দুনিক অভিন্নতা নিয়ে বেশ জোরদার ধরনে বলছেন : One people, one religion, one State. West Pakistanis and East Pakistanis are brothers all.

সেখানে আলাপ সেরে মওলানা আর একজন সহযাত্রীর দিকে প্রবল আগ্রহে এগিয়ে যান : আপনার ইসমে শরীফ।

—শাহেদুল হক।

মওলানার পক্ষে পরিচয় জমিয়ে নিতে দেরী হয় না।

অতর্কিতে শাহেদুল হক এক প্রশ্ন করেন : ইণ্টেগরেশান ত নিশ্চয় মানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যে একেবারে বাদ দিতে বলছে, সে ব্যাপারে আপনার মত কি।

—না, ট্যাগোরকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। বাংলা জবান ত আমাদেরও। 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।' বলে মওলানা আবার অন্যদিকে চলে যান।

প্রকৃতির এই চোখ জুড়ানো শোভা আর জীবনের খণ্ড খণ্ড উন্মোচন কফিল সাহেবকে বিভোর করে রাখে। স্টেশনে জামাই

BanglaBook.org

ও মেয়ে দু'জনেই অভ্যর্থনা করতে আসে। মেয়েকে আগেকার মতই হাসি খুশী দেখা যায়, জামাইকেও চিন্তাহীন মনে হয়। বাইর থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না তারা পারিবারিক জীবনে গুরুতর এক সঙ্কটের সঙ্গে মোকাবেলা করছে। জামাই ও মেয়ে বেশ তাজিমের সঙ্গে কদমবুসী করে—বর্তমানের বিভ্রান্তকারী আচার ব্যবহারের অনিশ্চয়তা ছাড়িয়ে বিগত তাহজীবের এক নম্র রূপ ফুটে ওঠে। ঢাকাতেও অন্ততঃ ছোট ছেলে সহজেই বাপকে ট্রেনে তুলে দিতে আসতে পারতো। ছেলে মেয়েতে শেষ পর্যন্ত এই তফাৎ হয়।

জামাইয়ের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে কফিল সাহেব বলেন: ভাল আছ ত বাবা। সংযত হাসি হেসে জামাই বলে: জ্বী, ভালই আছি। ঢাকার সকলে কেমন আছেন?

—ভালই।

কফিল সাহেবের চোখ সারাক্ষণ মেয়ের দিকে ঘুরঘুর করছিলো। মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে গণ্ডে চুমা খেয়ে নীরবে প্রার্থনা করে বাইরে বলেন: একটু শুকিয়ে গেছিস মা।

—কোথায় শুকালাম, বাবার চোখে সব মেয়েকেই শুকনা লাগে। দুলারী আহ্লরী ধরনে মাথা নাড়িয়ে বলে।

জামাই দেখা যায় গাড়ীও এনেছে, সেটায় মাল তুলে বাসায় পৌঁছাতে দেরী হয় না। ডাক-বাংলোর কাছে নূতন লঞ্চ ঘাটের কাছাকাছি জামাই নূতন বাড়ী করেছে। পুরনো আস্তানার পুরো পাত গুটিয়ে গত ছয় মাস ধরে সারা সংসার নিয়ে সেখানেই আছে। পাকা দালানটা আনকোরা নূতন হলেও পাঁচ বিঘা আয়তনের ভিতর টিনের ঘরও রয়ে গেছে। বিয়াইন সাহেব টিনের ঘরেই থাকেন। নূতন দালানের 'কমোট'এর পায়খানায় তাঁর অরুচি।

টিনের ঘর ঘিরে আম লিচু জাম নারকেল নিম ও পেয়ারা গাছ এক শ্যামল স্বস্তি এনেছে; দশ গজ দূরে মাঝারি ধরনের

BanglaBook.org

এক টলটলে পানির পুকুর। পুকুরের চারপাশে কলা সুপারী গাছ। তারই মাঝখানে একক এক আম গাছ। প্রায়-পাকা আমের অজস্র বাদান্যে নুয়ে পড়েছে আর কয়েকটা পুরন্ত আম পুকুরের পানির আধ হাতের ভিতর এসে অশ্রুত ভাষায় কথোপকথনে রত; সহচর বাতাসের ক্ষিপ্র কৌতুকে আন্দোলিত হয়ে আমগুলো নাচনের খুশীতে নিজেদের মুড়ে দিচ্ছে। পুকুরে রাজহাঁস শাহজাদীর মত শুভ্র শোভায় ও নিশ্চয়তায় বিচরণ করছে। কফিল সাহেবের শহুরে পরিশ্রান্ত মন এই মনোরম চিত্রণযোগ্য ছবি দেখে নিমেষে শান্ত হয়ে আসে, যদিও তাঁর মনে হয় সবুজের এই লীলায়িত খেলায় কোথাও এক কীট তাঁর আদরের মেয়েকে দংশনের জন্য অপেক্ষা করছে।

দু'টা শাড়ীই দেখা গেলো মেয়ের খুব পছন্দ হয়েছে। ক্যারেলিন শার্ট পেয়ে জামাইও খুশী। তবে দুলারী হর্ষে চমকে উঠেছিলো যখন বরুইয়ের আচার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পারলে তখনই যেন গোগ্রাসে নিঃশেষ করে। বেয়াইন পরিমিত ঘোমটা টেনে একবার এসে দেখা দিয়ে যান, ঢাকার সকলের খোঁজ-খবর নেন। তারপর দুলারীকে বাপের জন্য নাস্তা তৈরী করতে বলে নিজের মহলে, গায়ে পুরনো ভারী সোনার গহনাগুলো নাড়া দিয়ে ফিরে যান। ধরন-ধারণ দেখে মনে হোল দুলারীর উপর খুব খুশী নন।

শ্বাশুড়ীর নির্দেশ ছাড়াই দুলারী বাপের জন্য নাস্তা, তাঁর প্রিয় গজাসহ, আগে থেকে তৈরী করে রেখেছিলো। এখন শুধু চায়ের পানি চড়ানো ও সিঙ্গাড়া ভাজা বাকি আছে। সাফ-সুতরা সব আয়োজন। টেবিল ক্লথ ধবধবে পরিষ্কার, তসতরী ও প্লেটগুলো উজ্জ্বলতায় চকমক করছে। দেখেই মনে হয় মিষ্টিগুলো তাজা ও উপাদেয়। ঢাকাতে নাস্তা খাওয়া দৈনন্দিন এক শীতল প্রয়োজন বলে মনে হয়, কিন্তু এখানে স্নেহ নিমকিতেও সঞ্চারিত। হয়ত অবিচার করছেন বড় ছেলে ও দুলহিন বিবির প্রতি। বুড়ো

BanglaBook.org

বাপকে রোজ রোজ যদি নাস্তা খাওয়াতে হোত তবে দুলারীও বোধ হয় এতটা স্নেহ ও পরিচর্যা বজায় রাখতে পারতো না। তবুও স্নেহের সুর এখানে সব-কিছুর মধ্যে এমনভাবে বাজতে থাকে যে, কফিল সাহেবের মমতা উন্মুখ মন দুলারীর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না।

—সকিনাকে অনেকদিন দেখি না। কেমন আছে। দেখতে কেমন হয়েছে। নাস্তা পরিবেশন করা শেষ হলে দুলারী বাপকে এক সময় জিজ্ঞেস করে।

—ভাল আছে। ছেলে বলে সকিনা নাকি দুলহিন বিবির মত দেখতে কিন্তু আমার চোখে মনে হয় সকিনা তোর ছোপও অনেকটা পেয়েছে। নাকের ঢপটা ত একেবারে তোর মত। মেয়ের দিকে কফিল সাহেব স্নেহ-গাঢ় দৃষ্টিতে চান।

—আমার নাক ত আব্বা, অনেকটা পুরুষের মত চওড়া। দুলারী আমোদিত কণ্ঠে বলে।

—একটু পুষ্ট নাক হওয়া ভাল, খুব বেশী মিহি হলে আমার চোখে তা ভাল লাগে না। তোর মায়ের নাকটাও অনেকটা এ-রকম ছিলো।

—তাই বলেন। যাই আব্বা এখন, ওদিকে গিয়ে আম্মার খোঁজ করে আসি। নাস্তা ঠিকমত না গেলে আবার কথা শুনতে হবে।

—জামাই কোথায়, জামাই যে চা খেলো না। কফিল সাহেব নিজের কৌতূহল আর সামলাতে পারেন না।

—ওর লজ্জা পেয়েছে, তাই মায়ের সঙ্গে চা খেতে গেছে। বলে দুলারী উঠে দাঁড়ায়।

কফিল সাহেবের ইচ্ছে ছিলো মেয়েকে এই অবসরে আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবেন তবে মেয়ের মুখের ভাব দেখে সে-পথে আর এগোন না।

এখানেও মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো। খোলা জানলা দিয়ে ভোরের বাতাস ঢুকে ফলফুল ও লতার মিশ্রিত সুবাসে সমস্ত

BanglaBook.org

কামরাটা ভরে দিয়েছে। ধোপ-দুরস্ত নেটের মশারীর ভেতর সেই সুবাস কিছুটা মৌতাতের ভাব এনেছে। এত ভোরে খুব কাছের কোন বাসায়—হয়ত সেখানে কোন নবদম্পতি যৌবনের গুঞ্জরনে বিভোর—গ্রামোফোনে পুরনো জমানার এক রেকর্ড মিহি মথিত স্বরে বাজছে :

দেখলো সখি, দীঘির জলে
ফুল ফুটেছে থরে থরে।

হয়ত নববধূ এ-গানটা কখনও শুনেছে এবং খুব পছন্দ করে ফেলেছে। নতুবা আজকালকার দিনে এত পুরনো গান কেই বা শুনতে যায়। পশ্চাৎভূমিতে যেই থাকুক আর এই বিশেষ রেকর্ড বাজবার কারণ যাই হোক, কফিল সাহেবের মনে গানটা নূতন করে গভীর ভাবে গেঁথে যায়।

ভোরের এই বিমল হাওয়া, প্রথম সূর্যের এই দুধ-সোনালী কিরণ, এই মিত্র সুবাস, আর এই পুরনো গানের লহরীতে বিগত চেতনার মোলায়েম পরশ মনকে আদিম বাসনার অলিতে গলিতে নিয়ে যায়। বেগম মারা যাওয়ার পর থেকে যে নিঃসঙ্গতা শিকড়ে জটে মনের সর্বত্র কর্কট রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে, অতীতের সমস্ত নিষ্ফলতা, বর্তমানের হাজারো ছোট বড় দুঃখ ক্লান্তি হতাশা সব-কিছু এই দীর্ঘ-পরিচিত গানের ভাঙা-ভাঙা লহরীতে সম্পূর্ণভাবে পরিস্রুত হয়ে উঠতে চায়। এই বিশেষ-মুহূর্তে মন দুর্বোধ্য শান্তিতে ভরে যায়।

এবং বৈপরীত্যের প্ররোচনায় মৃত্যুর কথাও মনে হয়। দার্শনিক কোন সূক্ষ্ম বা জটিল চিন্তা নয়, সম্ভব অসম্ভবের দ্বন্দ্বও নয় বা অনায়ত্ব এক সম্ভাবনার কবিত্বমূলক ছবি। নাড়ীর গতিতে ছেদ, দম বন্ধ হয়ে আসা, মগজের বিচিত্র চেতনার অপরিবর্তনীয় অবসান। থুবড়ানো চামড়া পিঙ্গল-বিবর্ণ হয়ে যাবে, নাকের ছিদ্রে লোনা লোনা ভাব, কোরবানী-দেওয়া গরুর চোখের মত আধা-দার্শনিক দৃষ্টি। আর জীবনাবসানের শেষ স্বাক্ষরের মত মুখের সেই হাঁ-করে-

BanglaBook.org

থাকা ভয়াবহ ফাঁক। তারপর শরীর থেকে একটু একটু করে গন্ধ বেরুলে ছেলেমেয়েরা কবর দিবার জন্য উদ্ব্যস্ত উন্মুখ হয়ে উঠবে। কবর দিবার আতঙ্কিত আয়োজন শেষ হলে বাসায় ফিরে এসে গোসল করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক কাপ গরম চা খেয়ে অস্তিত্বকে নিদারুণভাবে আঁকড়ে ধরবার বর্দ্ধিত চেষ্টা করবে।

ততক্ষণে পরীক্ষামূলকভাবে পোকারা লাশের চারপাশে আনা-গোনা আরম্ভ করেছে।

ভোরের নাস্তা জামাই একসঙ্গে খায়, কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠে।

—তোমার ব্যবসা কেমন চলছে? কিছু একটা বলতে হয় সেই ধরনে কফিল সাহেব জিজ্ঞেস করেন।

—মাঝখানে বেশ খারাপ অবস্থা গেছে। এখন অনেকটা ভাল। জামাই সতর্ক ধরনে জবাব দেয়।

—পাটে ত বেশ টাকা শুনি।

—আবার ঝক্কিও আছে।

—ছোটখাটো এক ইণ্ডাষ্ট্রির কথাও ত ভাবতে পারো।

—জ্বী, সে-খেয়াল আছে। মূলধন যোগাড় করতে পারলে চেষ্টা করে দেখবো।

—আজকাল ত 'লোন' এর ভাল ব্যবস্থা আছে।

—সকলকে আবার দেয় না। 'ইন্টারেস্ট'-এর হারও বড় চড়া। সাবধানে এগুতে হয়।

—তোমরা ত অনেকদিন ঢাকায় আসো না। এবার চলো আমার সঙ্গে। ওখানে দুলারীকেও ভাল এক ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিবো।

—আমার ত এখন হিসেব-নিকেশের সময়, ও গিয়ে বেড়িয়ে আসুক।

কফিল সাহেব তখন পাশে-বসা মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন: কি দুলারী, এবার আমার সঙ্গে যাবি নাকি?

BanglaBook.org

দুলারী মাথা একটু নত করে বলে : ওর অবসর হলে তখন যাবো।

নাস্তা খাওয়া শেষ করেই জামাইকে রওয়ানা দিতে হয়, আত্রাই ঘাটে পাটের গুদামের তদারক করতে হবে।

বেলা নয়টা নাগাদ কফিল সাহেব চেয়ারে বসে গতদিনের পত্রিকা পড়ছিলেন এমন সময় দুলারী এসে হাজির হয়। মুখে প্রফুল্লতার ভাব আনবার চেষ্টা করলেও দুশ্চিন্তার রেখা বাপের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে।

—কি মা দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বিছানায় বস না।

কেমন এক অবসাদের ভঙ্গীতে দুলারী বিছানার এক কোণে বসে পড়ে। সিঁথি ঠিক আছে, বাসন্তী রঙের শাড়ীর সঙ্গে সিল্কের কাল ব্লাউজ সুরুচি বজায় রেখেছে। কানের দুলে, গলার হারে, হাতের চুড়ীতে আধুনিক ডিজাইনের সোনার গয়না স্বচ্ছলতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। তবুও, ভিতরে এক ক্ষয় তাতে ঢাকা পড়ছে না, দুলারীর চোখে নাকে তা কাতর রেখায় প্রতিফলিত।

—চল না আমার সঙ্গে ঢাকায়, আজকাল সব রোগেরই চিকিৎসা আছে মা।

হঠাৎ, বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির আভাস না দিয়ে, দুলারী সারা শরীর অসহ্য আবেগের প্রকম্পনে দুলিয়ে কাঁপিয়ে চাপা কিন্তু দুমড়ানো কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সেদিকে কফিল সাহেব সম্মোহিত দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকেন আর নিজের স্নায়ুতে তন্ত্রীতে সর্বকালের সম্মিলিত পিতৃত্বের আকুলতা অনুভব করেন।

—কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। কি হোল?

—ছেলে যে হয় না সে-দোষ ত আমার নয়, ওরই অসুবিধা আছে। নিজেকে সম্বরণ করে দুলারী বিকৃত যাতনায় কথাগুলো উচ্চারণ করে।

BanglaBook.org

—তাহলে তোর কথা বলে কেন? সিংহের মত গর্জে উঠতে চান কফিল সাহেব।

—ও ত বলে না, ওর মা বলেন। উনিও আসল কথা জানেন না। ডাক্তার দেখাবার পর ও শুধু আমাকে বলেছে।

—তারও চিকিৎসা থাকতে পারে।

—ডাক্তার বলেছে ওর নাকি কোন চিকিৎসা নেই, কোনকালেই সে বাপ হতে পারবে না।

—কথাটা জানলি কবে, চিঠিতে ত কিছু বলিস নি।

—চিঠিতে ও কথা খোলাখুলি লিখতে পারি নি। শ্বাশুড়ী ছেলের আবার বিয়ে দিতে চান—সে কথাই লিখেছি। ও কিন্তু এখন ভয় করছে আমি ওকে ছেড়ে চলে যাবো। মাঝে মাঝে আমিও তাই ভাবি। মা হতে পারবো না যখন তখন পাটের সংসারের ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি। বলে আবার তুলারী কাঁদতে থাকে।

বিবাহিতা নারীর পক্ষে মা না হতে পারা কি যাতনা তা কল্পনা দিয়ে কিছুটা অনুমান করতে পারলেও মর্মভেদী অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কোন পুরুষের পক্ষে আঁচ করা সম্ভব নয়। বাপ হয়েও তাই কফিল সাহেব তুলারীর অন্তরতম শোকে প্রবেশ করতে পারেন না কিন্তু সেই শোকের চাপে তাঁর মেয়ে যে এখন নিজকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অন্তঃসারশূন্য মনে করছে তা বুঝতে পারেন। বোধন তাঁর মন্থর চেতনাকে বিদীর্ণ করে বটে তবে মেয়ের মনের আয়না তাঁর নাগালের বাইরেই রয়ে যায়। ওদিকে আবার তুলারী স্বামীকে ছেড়ে ঢাকায় বেড়াতেও আসতে চায় না।

কোন্‌দিকে কফিল সাহেব তাজ্জব হবেন।

বিকেলের দিকে কফিল সাহেব বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রা উপভোগ করছিলেন; সহসা এক অপরিচিত সুরেলা গলার স্বরে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে যায়।

—নিজাম আছে?

BanglaBook.org

ভেতর থেকে দুলারী বেরিয়ে এসে বলে : ওমা আপনি নাকি, উনি ত আত্রাই ঘাটে গেছেন। কালকে ফিরবেন। এযে দেখছি এক ঝুড়ি আম নিয়ে এসেছেন, এত আম খাবে কে ?

—কেন আপনি ত আমের যম। খালাআম্মাও আম পছন্দ করেন, আর নিজামের কথা নাই বললাম। আমার নিজের গাছের হেমসাগর আম, মুখে দিলেই স্বাদ আর ভুলতে পারবেন না। গত বছর দিতে পারি নি ঝড়ে সব মুকুল ঝরে গিয়েছিলো বলে। এবার গাছ ভরে আম ধরেছে, আরও এক কিস্তী পাবেন। আপনাদের গাছে যে আম ধরে তার চেয়ে অনেক সরস।

—বসেন, আমার আব্বার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি। আপনি এসেছেন আম্মাকেও খবর দি।

—ওঃ, আপনার আব্বা। এসেছেন নাকি। আগন্তুকের গলার পর্দা বেশ কিছু নেমে আসে।

দুলারী ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দেয় : আব্বা এর নাম মুজিবুর রহমান, এখানকার নাম-করা ডাক্তার। বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেও সিরাজগঞ্জেই রয়ে গেছেন। আপনার জামাইয়ের খুব বন্ধু। আমাদের সর্দি কাশির ত কথাই নেই, আম্মার বাতও সারিয়ে দিয়েছেন।

শেষের দিকে দুলারীর কণ্ঠে কিছুটা ঝিলিকের ভাব এলেও তখনকার মত তা অগ্রাহ্য করে ডাক্তারের দিকে চেয়ে কফিল সাহেব সাক্ষাৎভাবেই জিজ্ঞেস করে বসেন : বিলেত থেকে কি ডিগ্রী আনলেন ?

একটু বিব্রত ধরনে হেসে আর দুলারীর দিকে কিছুটা বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে ডাক্তার বলে : এম আর সি পি।

—তা ঢাকার বাজার ছেড়ে যে এখানেই রয়ে গেলেন !

—বাড়ী এখানে। ডাক্তার প্রশ্নের অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করে স্বল্পভাষী হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

—আপনি আব্বার সঙ্গে গল্প করেন আমি আম্মাকে খবর দিয়ে আসি। বলে দুলারী কামরা থেকে বেরিয়ে যায় বাপ আর ডাক্তারকে মুখোমুখি রেখে।

কফিল সাহেব ভাবেন এই অবসরে ডাক্তারকে নিজের তলপেট আর পিঠের ব্যথার কথা বলবেন নাকি। তবে এম আর সি পি ডাক্তার তাঁর এই অনুরোধকে কেমনভাবে নেবে সে-সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকায় ইচ্ছেটা চেপে যান।

ডাক্তারটি সুপুরুষ। চোখের কোণে সামান্য সুর্মা লাগিয়েছেন। বিলেত-ফেরত ডাক্তারের পক্ষে যা কিছুটা বিচিত্র। ঘিয়া রঙের হাওয়াই শার্টে মুখের ফর্সা রঙ আরও খোলতাই হয়েছে, হাতের কব্জি বেশ মজবুত। চাকুর শান দেওয়া ফলকের মত চোখ বুদ্ধিতে ঝলকাচ্ছে, তীক্ষ্ণ শীতল এক দ্যুতি বিচ্ছুরিত করে।

—সিরাজগঞ্জ ত একটা ইম্পর্টেন্ট ট্রেড সেণ্টার, এখানে বোধ হয় প্র্যাকটিস খুব খারাপ হবে না। ডাক্তারকে নীরব থাকতে দেখে কফিল সাহেব কথোপকথন চালু রাখবার প্রয়াস করেন।

—প্র্যাকটিস ভালই।

—ঢাকায় থাকলে বোধ হয় আরও বেশী প্র্যাকটিস হোত।

—মনে হয় না, ওখানে এখন ডজনে ডজনে এম আর সি পি আছে। এখানে একজনও নেই, আর এখানে বাড়ী বলে সুবিধাও আছে কিছু। ডাক্তারের হৃদ্যতার ভাব আবার ফিরে আসে।

দেশে থেকে গিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন, ঢাকার লোভ ত কোন ডাক্তারকে সামলাতে দেখলাম না।

দুলারীর সঙ্গে বেয়াইন সাহেব এসে হাজির হন, মাথায় সেই পরিমিত ঘোমটা টানা।

বেয়াইনকে দেখে ডাক্তার সে দিকে হেসে এগিয়ে যায়: এখন বাতের ভাব ত নেই, খালাআম্মা।

—অনেকটা সেরেছে বাবা, তবে দু'দিন ধরে পায়ের গাঁটে আবার একটু একটু ব্যথা করছে।

BanglaBook.org

—কেন, ঠাণ্ডা লেগেছিলো নাকি।

—কয়েকদিন আগে বিয়ান বেলায় পুকুরে গোসল করেছিলাম তখন হয়ত ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

—আপনার বয়সে পুকুরের পানি বাতের জন্য ভাল নয় খালাআম্মা। তা একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাবো, ঠিকমত খেলে ব্যথা সেরে যাবে।

—তুমি বাবা আছো বলে এই পোড়া শরীর নিয়েও ভরসা পাই। তা এত আম এলো কোথা থেকে।

—ডাক্তার সাহেবের নিজের গাছের আম। দুলারী শাশুড়ীর কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে।

—তাই বলে বাবা গাছের সব আম পেড়ে আনতে হবে, এ যে দেখছি জাতেও ভাল।

—খাস হেমসাগর। দুলারী যোগ করে।

—দাও বৌ মা, তোমার আব্বাকে আর ডাক্তারকে কয়েকটা আম কেটে দাও। বিয়াইয়ের তেমন তদারক করতে পারছি না বলে বিয়াই যেন আবার কিছু মনে না করেন। ছেলেটা আবার আত্রাই গেছে, ও বাইরে থাকলেই মনটা কেমন করে। আজকে আমও খেতে পারবে না।

—ছেলে ত আর দেশ ছেড়ে কোথাও যায়নি যে তার জন্য ভাবতে হবে। আর আম আজকে না খেতে পারলে কি হোল কালকে তার শোধ তুলে নেবে। আমি এখন আম খাব না খালাআম্মা, ওদিকে বোধ হয় রুগী আসা আরম্ভ করেছে।

—আম খেতে আর কতক্ষণ লাগবে বাবা। তুমি যতক্ষণে আমার ওষুধের নাম লিখবে ততক্ষণে বৌমা আম কেটে দিতে পারবে।

—তাহলে আপনাকে আর ভাবীকেও খেতে হবে খালাআম্মা।

—আমি বাবা অবেলায় আম খাই না, বিয়াই সাহেবের সঙ্গে বসে তোমরা খাও। আমি যাই, আসরের নামাজের আবার সময় হয়ে এলো, মনে করে ওষুধটা লিখে দিয়ে যেও, বাবা।

BanglaBook.org

কথোপকথনের ভঙ্গী দেখে কফিল সাহেব বুঝতে পারেন এই পরিবারের সঙ্গে ডাক্তারের যোগাযোগ বেশ গভীর কিন্তু তখন ডাক্তারের নিজের পরিবারিক শূন্যতার কথা জানতেন না। ডাক্তারের সঙ্গে জামাই এর বোধ হয় অনেকদিন ধরে বন্ধুত্ব। বিয়াইনও ডাক্তারের চিকিৎসায় বেশ ফায়েদা পেয়েছেন মনে হয়। তবে ডাক্তারের প্রতি দুলারীর অন্তরঙ্গ মনোভাবে বাপ হয়ে কফিল সাহেবের মনে বেশ খটকা লাগে।

এই ডাক্তারই বোধ হয় জামাইয়ের আসল কথা জানে।

দুলারী বলেছিলো আরও কয়েকদিন থেকে যাবার জন্য, তবে কফিল সাহেব তার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখেন না। সরেজমিনে যা তদন্ত করা দরকার ছিলো তা সারা হয়েছে। আসল তথ্যটা পাওয়া গেছে, আর দুলারী তা কি ভাবে নিয়েছে সেটাও কফিল সাহেবের এখন অজানা নয়। যদি মা না হতে পারার ব্যর্থতায় দুলারী তাঁর কাছে কখনও ফিরে আসতে চায়, দু'হাত বাড়িয়ে তিনি মেয়েকে নিজের কাছে টেনে নিবেন। কিম্বা স্বামীর প্রতি মমতার ঘোরে মেয়ে যদি তার এ-সংসারকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তাতেও কফিল সাহেবের মনে কোন আফশোস থাকবে না।

দুঃখ পাবেন তখনই ডামাডোলে পড়ে দুলারী যদি বেসামাল কিছু করে বসে।

ঢাকায় ফিরে এসে এক লেবু গাছ মরে গেছে দেখে কফিল সাহেব বড় বিমর্ষ বোধ করেন কিন্তু ল্যাঙড়ার চারা গাছের পাতার ফাঁকে দু'টা বাড়ন্ত আম আবিষ্কার করে আনন্দে চমকে ওঠেন। তবে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করেন শুধু বড় ছেলের কাছে, আর সকলকে বলেন দুলারী বেশ হাসি-খুশীতেই আছে। সিরাজগঞ্জের সন্দেশ বাসার সকলের খুব পছন্দ হয়, বিশেষ করে ছোট পোতার।

সন্দেশের মাধ্যমে তার সঙ্গে কফিল সাহেবের রীতিমত এক ভাব বিনিময় হয়ে যায়।

—ঢাকায় এমন সন্দেশ করতে পারে না কেন ? পোতা জানতে চায়।

BanglaBook.org

—ঢাকার সন্দেশও মন্দ নয় ভাই, মরণচাঁদ বা প্রভিন্সিয়ালের সন্দেশও আমার ভালই লাগে। কিছুটা সতর্ক ভঙ্গীতে নিজের মত কফিল সাহেব পোতার কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন।

—তোমার জিভ বলে এখন আর কিছু আছে নাকি, সব মিষ্টিই তোমার কাছে এক। প্রভিন্সিয়ালের সন্দেশ কেমন একটু ভেজা ভেজা লাগে না। আর মরণচাঁদের সন্দেশ বলবার মত একটা কিছু নাকি, বলতে পারো ওদের দইটা ভাল। আর সিরাজগঞ্জের সন্দেশ মুখে দিলেই গলে যেতে চায়, যেমন নরম তেমনি আন্দাজ মত মিষ্টি। তেরো বছরের কিশোর নিপুণ ভঙ্গীতে ও বয়স্ক বাচনে বিভিন্ন রকমের সন্দেশের বিশ্লেষণ করে।

কফিল সাহেব মনে মনে ভাবেন : আগেকার দিন হলে এ-ধরনের ছোকরাকে আমরা বলতাম এঁচোড়ে পাকা। বাইরে অবশ্য মুখ কিছুটা কাঁচুমাচু করে বলেন : তা ঠিকই বলেছো ভাই, স্কুলে বোধ হয় ডিবেট করো।

—শুধু ডিবেট করি না, বক্তৃতাও দি। তিন চারটা যে কাপ পেয়েছি তোমার চোখে পড়ে না। এখন ও-সব কথা বাদ দাও, দুলারী ফুপু কেমন আছেন বলো।

—ভালই ত দেখলাম।

—ঢাকায় এলেন না কেন।

—তোমার ফুপাকে ছেড়ে আসতে চায় না।

ভারি আমার ফুপারে। সকিনা আপা বলছিলো ফুপা নাকি আবার বিয়ে করবে। দুলারী ফুপুকে যদি ছেড়ে দেয় তবে আমি গিয়ে হারামজাদার মাথা ভেঙে আসবো।

—ছিঃ ভাই, ফুপাকে হারামজাদা বলে না।

—ফুপুকে যদি ছেড়ে দেয় তবে আবার ফুপা কি, তুমি ত কিছুই বোঝ না, চাচা এদিকে কি করছেন জানো।

—কি ?

—থুড়ি। বলবো না, চাচা বলতে বারণ করেছেন।

BanglaBook.org

—তবে কথাটা পাড়লে কেন।

—চাচার পকেট থেকে ছবিটা হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলো, নইলে আমিই কি আর জানতে পারতাম। আর কিছু বলবো না। চাচা জানতে পারলে দুড়ুম দাড়ুম করে মারতে আসবেন। এমনিতে খুব ঠাণ্ডা লোক কিন্তু চটে গেলে বাবা একেবারে মোহাম্মদ আলি ক্লে। বলে চাচার ভাতিজা গাত্রোত্থান করে।

কয়েকদিন পরে অতর্কিতে কফিল সাহেবের চোখে আসল ছবিটা ধরা পড়ে। সন্ধ্যার কিছু আগে বেইলী রোডের মসজিদটা পেরিয়ে ডান দিকে পার্ক রোডের দিকে চোখ মেলে তিনি থমকে যান। ছোট ছেলেকে দেখে নয়, তার সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে। চাকমা মেয়েটার সঙ্গে তাঁর ছেলে তন্ময় আলাপে মগ্ন। মেয়েটা এক ঝলক কফিল সাহেবকে দেখেছিলো তবে ছেলের দৃষ্টি তার বাপের দিকে পড়ে নি। নিজের পায়ের গতি আর একটু বাড়িয়ে কফিল সাহেব রমনা পার্কের দিকে এগিয়ে যান। হঠাৎ যদি ছেলের চোখ তাঁর উপর পড়তো তবে বড় অপ্রস্তুত বোধ করতেন কফিল সাহেব। মেয়েটা তাঁকে দেখেছে বটে তবে কফিল সাহেবকে তার চিনবার কথা নয়। ছবিটা অনেকক্ষণ মনে যাতায়াত করে। রঙিলা আসমান থেকে মেঘের স্ফটিকে তরল হয়ে অস্তমান সূর্যের ঝিলিমিলি রাগ পার্ক রোডের নিরিবিলি শিরীষ ও জাম গাছে ও হরেক ধরনের পাতার বর্ণালী বাহারে অন্তরঙ্গ গুঞ্জনের এক যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। জ্বলন্ত খুশীর দুর্লভ বিভায় চাকমা মেয়েটার নাক ও চোখের বিশেষ ধাঁচ ধর্তব্য কোন খুঁত বলে আর মনে হয় নি। সেই বিশেষ মুহূর্তে ছেলে চোখ একটু নীচু করে কি যেন ভাবছিলো, সারা দুনিয়াটা যেন মহৎ কোন অনুভূতিতে অন্তর্হিত।

অবশ্য কফিল সাহেব নিজে বোঝেন এটা তাঁর নিছক কল্পনা হবারই সম্ভাবনা বেশী। চাকমা মেয়েটা হয়ত স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ কোন নার্স। ছেলেটা হয়ত কয়েকদিন তাকে নিয়ে ফুর্তি করছে। ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে তাদের মধ্যে যোগাযোগ হোয়েছে। হয়েছে এক

ঋতুর অগ্নি-রঞ্জিত কৃষ্ণচূড়ার মত তাদের যৌবনের উগ্র জাগরণ আর স্বর্ণালী দাহ।

কিন্তু চাকমা মেয়েটার প্রতি ছেলে যদি সত্যিই মজে থাকে আর তাকে বিয়ে করবার কথা ভাবে তবে বড় রকমের এক পারিবারিক সঙ্কটের সৃষ্টি হবে। দুলারীর ঝামেলা কি ভাবে শেষ হয় এখন তা একটুও অনুমান করা যাচ্ছে না। তার উপর যদি এক চাকমা মেয়ে তাঁদের সংসারে দুলহীন বিবি হয়ে আবির্ভূত হয় তাহলেই নাকালের একশেষ। এটা কেউ প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। বড় ছেলে ত প্রবলভাবে প্রতিবাদ করবে, ওর আবার সামাজিক মানজ্ঞান বেশী। কফিল সাহেব নিজেও বড় মুষড়ে যাবেন। এ-ধরনের জিনিস অন্য পরিবারে হোক তেমন খারাপ লাগে না, কিন্তু নিজের সংসারের চৌহদ্দির ভেতর তা ঢুকতে গেলে মন বিরূপ হয়ে ওঠে। চাকমা মেয়েরা শুয়োর খায়, সাপ খায়, ব্যাঙ খায়। সে-রকম এক মহিলাকে 'বেয়াইন' বলে ডাকতে হবে কথাটা ভাবতেই মনের ভেতরটা কেমন যেন কিলবিলিয়ে ওঠে।

পোতাকে ফুসলিয়ে আসল কথাটা বের করতে হয়, তারপর দরকার হলে আবার পারিবারিক এক মন্ত্রণা সভায় বসতে হবে।

পোতাকে ফুসলানো আর দরকার হয় না। ছেলে তার ভাবীকে সব কথা বলেছে। বড় ছেলের মুখে সবিস্তারে তা জানা যায়। বছর দুই ধরে তাদের মধ্যে আলাপ। মেয়েটা ছেলেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলো। ধর্মে আচারে তারা পরস্পর থেকে আলাদা, শুধু মনের টানে সে-সব ব্যবধান কাটিয়ে ওঠা যায় না। মেয়ের বাপ মা তাদের বিয়েতে কখনই মত দিবে না, ছেলের পরিবারের তরফ থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ দেখা দিবে। মেয়ে তার নিজের ধর্ম কিছুতেই ছাড়বে না, অতএব, এ মিশ্র বিবাহে পরে নানারকমের ঝামেলায় পড়তে হবে। ছেলে যদি তাকে ভুলে গিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের এক মেয়ে বিয়ে করতো

BanglaBook.org

তবেই সবদিক থেকে ভাল হোত। ছেলে বলে নিজের ধর্ম না ছাড়তে পারো ছেড়ো না। আমার পরিবারে প্রতিরোধ দেখা দিবে কি না সে-কথা তোমার ভেবে লাভ নেই। আমার পরিবার যদি এটা না মেনে নেয় তবে অন্যত্র আমি সংসার পাতবো। তোমার বাপ মাকে তুমি রাজী করাবার চেষ্টা করো। আর তাঁরা যদি অবুঝের মত রাজী না হ'ন তবে তোমাকে একাই এগিয়ে আসতে হবে। আর মিশ্র বিবাহে কি কি ঝামেলা দেখা দিতে পারে সে দার্শনিক তত্ত্বে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আজকাল ভুরি ভুরি এ-রকম বিয়ে হচ্ছে তাই সমাজও এখন এ নিয়ে আর মুখভার করে থাকে না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না সে-কথাই বলো।

মেয়েটা মনস্থির করতে আরও ছয় মাস সময় চেয়েছে।

বড় ছেলে সব কিছু বলে মন্তব্য করে: মুসলমান হলে তাও এক কথা ছিলো, নিজের ধর্ম না ছাড়লে এ-সংসারে ঘর করবে কি করে।

কফিল সাহেব বলেন: তুমি ত বুঝিয়ে বলতে পারো।

হুসনহীন বিবি যোগ করেন: আমাদের বুঝানোতে কাজ দিবে না, আব্বা। ও স্পষ্ট বলে দিয়েছে মেয়েটা যদি তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় তবে অন্য কোন বাধা সে মানবে না। আমরা আপত্তি করলে নিজের আলাদা সংসার পাতবে।

কফিল সাহেব ফোঁস করে উঠেন: তা পাতালে পাতবে, তাই বলে আমার সংসারে এক ব্যাঙ-খেকো মেয়ে আমি আনতে পারবো না।

সকিনা তখন নিজের প্রস্তাব পেশ করে: মেয়েটাকে একবার দেখলে হয়। দেখলে হয়ত তাকে আর ব্যাঙ-খেকো বলে মনে হবে না।

কফিল সাহেবের বলতে দেরী হয় না: তুমি ত মেয়েটার হয়ে ওকালতী করবেই। দেখলেই কি চাকমা মেয়ের নাক চোখ ঠিক হয়ে যাবে। পোতাও ত তাহলে চাকমার মত হতে পারে।

BanglaBook.org

—তা হোলই বা। ওরকম চোখ নাক নিয়েই ত জাপানীরা ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে আর চীনারা আমাদের ভাই ভাই। চাচারই যদি আপত্তি না থাকে তবে আমরা ও-সব কথা বলতে যাই কেন। কফিল সাহেবের মন্তব্য উপেক্ষা করে সকিনা আক্রান্ত অথচ অনুপস্থিত মেয়েটার পক্ষ নেয়।

—আমার মনে হয় সকিনার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়, মেয়েটাকে একবার দেখতে দোষ কি। একই সঙ্গে শুভবুদ্ধি ও কৌতূহলে চালিত হয়ে সকিনার মা বলেন।

—তুমি দেখতে চাও দেখো গিয়ে, আমাদের কি দায় পড়েছে। প্রেম করবার মত আর মেয়ে খুঁজে পেলেন না সাহেব। এক নার্সকে নিয়ে টানাটানি তাও বিধর্মী। জাতে মারবে একেবারে। বড় ছেলের ঘোষণায় পারিবারিক পরিষদের বৈঠক শেষ হয়।

সপ্তাহ খানেক হয় নূতন এক প্রতিবেশী এসেছে। অনেক-দিন ধরে যুৎসইভাবে তৈরী হবার পর দোতলা দালানটার হাসি খুসী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাদার মাঝে ইটের রঙ, প্রান্তে প্রান্তে কালো ছোঁপ। স্থাপত্যও সাধারণ থেকে আলাদা। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীতে সিনেমার ছাদের ঢল। বারান্দা প্রশস্ত। সিঁড়ির আয়তন উদার। দক্ষিণ দিক খোলা। আধুনিক ধরনের কাঁচের জানলায় জানলায় সাদা-নীল পর্দা। সামনের সুদর্শন ফটকের দুই চূড়ায় মনোহর আকৃতির বাতি। ইতিমধ্যেই এক অর্কিড ফিকে-লাল হাসির প্রস্তুতি নিচ্ছে; গাড়ী-বারান্দায় দামী ঘিয়া-রঙের ঝকঝকে-নূতন এক মার্সিডিজ্। সেই পথ দিয়ে কফিল সাহেব হাঁটছিলেন। হঠাৎ আসালামু আলায়কুম 'স্যার' শুনে সেদিকে চোখ তুলে দেখেন মাঝবয়সী এক হৃষ্টপুষ্ট লোক। হাল্কা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট আর ছাই রঙের ট্রাউজার্স। পকেটে লাইফ টাইম সেফার্স।

—আমাকে বোধহয় চিনতে পারলেন না, স্যার। জগন্নাথ কলেজে বাইশ বছর আগে আপনার ছাত্র ছিলাম। আপনি

BanglaBook.org

আমাদের 'দি ক্লাউড' পড়াতেন এখনও মনে আছে স্যার। আমার নাম জাফর, এই সামনের বাসাতেই থাকি।

—এখন চিনেছি, এতদিনে মুখটা একটু বদলে গেছে ত—যুধিষ্ঠিরের ধরনে কফিল সাহেব মিথ্যে কথা বলেন—তা এই নূতন দালানেই আপনি থাকেন?

—আমাকে আর 'আপনি' বলে লজ্জা দিবেন না স্যার। দালানটা আমিই করেছি স্যার, আপনাদের দোয়া ছিলো বলে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি। আসেন না স্যার, ভিতরে, ঘরটা একটু দেখেই যাবেন।

যে-ছাত্রকে ঠিক চিনতে পারলেন না তার সঙ্গে অতর্কিতে রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়ার পর সে ভদ্রতা করে ঘর দেখতে বললো বলেই তার ঘর দেখা ঠিক হবে কি না সে-সম্বন্ধে কফিল সাহেবের মনে দ্বিধা থেকে যায়। তবে জাফর পুরানো ছাত্রই শুধু নয়, এখন আবার প্রতিবেশী। পরন্তু এই সুন্দর দালানের ভেতরটা দেখতেও একটু কৌতূহল জাগে। তাই কফিল সাহেব বলেন: বলছেন যখন, চলুন।

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না স্যার।

—যতক্ষণ ছাত্র ততক্ষণ 'তুমি'ই বলি, পরে সব ছাত্রকেই 'আপনি' বলি।

—আপনি স্যার আমার এত 'মুরব্বী' যে আমাকে 'আপনি' বললে কানে বড় বাজে।

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে জাফরের সঙ্গে কফিল সাহেব তার নূতন দালানে ঢোকেন। ভেতরটা দেখে আরও 'তাক' লেগে যায়। পুরু পর্দায় ও ঘন কার্পেটে ড্রয়িং রুমে এক ছায়াচ্ছন্ন ভাব। জাফর 'এয়ার কণ্ডিশেনর' চালিয়ে দেয়, সারা কামরা ঈষৎ-সুবাসিত ঠাণ্ডা বাতাসে ভরে যায়।

—একটু বসুন স্যার। এখনই আসছি। বলে জাফর ধনীর প্রত্যয়ে স্থির পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় পেছনের জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে।

BanglaBook.org

সেই সরানো পর্দার ফাঁক থেকে কামরায় যতটুকু আলো আসে তাতে 'ড্রয়িং রুম'-এর সব কিছুই চোখে ধরা পড়ে। সোফাগুলো একটু পুরনো হলেও বনেদী ধরনটা বজায় আছে। কফিল সাহেব তার একটাতে বসে পড়েন, শ্রান্ত শরীরের তলটা ঠাণ্ডা আরামে বেশ পুলকিত বোধ করে। রেডিওগ্রাম ও টেলিভিসন আনকোরা নূতন মনে হয়। প্রথমটা 'ফিলিপস'-এর দ্বিতীয়টা জাপানী। একটা বইএর শেলফও আছে। তাতে অনেক ধরনের মোটা ও ঝকমকে মলাটের বই দেখা যায়। সেলফ খোলা থাকাতে দু'একটা প্রতিশ্রুতিশীল বই হাতে নিয়ে কফিল সাহেব আর বেশীদূর এগুতে পারেন না, পাতাগুলোর ভাঁজ এখনও খোলা হয়নি। কালচে বার্নিশের বুক সেলফ-এর উপর হাল্কা বাদামী রঙ-এর এক পুতুল-নৌকা, সাদা পাল তারে তারে টঙ্গ হয়ে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের দু'একজন নামজাদা শিল্পীর ছবিও দেখা যায় আর 'ডিজাইন সেণ্টার' থেকে কয়েকটা বাছাই করা খেলনা। সর্বত্র প্রাচুর্যের সঙ্গে সুরুচির পরিচয়।

ইস্ত্রি করা সাফ পায়জামা পাঞ্জাবী পরে বেশ কেতাদুরস্ত ভঙ্গীতে বেয়ারা হাতে ট্রে নিয়ে ঢোকে। ট্রেতে বিছানো ধবধবে সাদা কাপড়ের উপর সুদৃশ্য এক গ্লাস কমলাই রঙের সরবৎ। গ্লাসের উপর নীচে তস্তরি। উপরের তস্তরী ঝালর দেওয়া এক কাপড়ের ঢাকনায় আবৃত। আর একটা কিছুটা-বড় তস্তরীতে বোম্বাই মিষ্টি ও হালুয়া।

টেবিলে ট্রে রেখে কফিল সাহেবকে কিছুটা অবলোকন করে (খুব তাজিমের সঙ্গে বলে মনে হোল না) বেয়ারা ফিরে যায় আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই জাফর কাপড় বদলিয়ে এসে হাজির হয়।

—স্যার একটু মিষ্টি খান। একটা হাতল-দেওয়া গদীর চেয়ারে বসে নিয়ন্ত্রিত সৌজন্যে জাফর বলে।

—একটাই গ্লাস দেখছি, আপনি খাবেন না।

BanglaBook.org

—আমার স্যার আবার একটু 'সুগার' আছে। মিষ্টি খেতে ডাক্তার বারণ করেছে।

—আমি একাই খাব, সেটা কেমন দেখায়।

—এত স্যার কিছুই না, একটু মুখে দেন।

এক ঢোকেই পুরো মিষ্টিটা আনন্দের সঙ্গে উদরস্থ করে কফিল সাহেব বলেন : বেশ ভালই হোল আপনাকে প্রতিবেশী হিসেবে পেয়ে, তা ছেলেমেয়ে ক'জন।

—দুই ছেলে তিন মেয়ে স্যার। বড় ছেলেটা অর্থনীতিতে এম, এ, পড়ছে। আমি ত আই-কম পাশ করে আর লেখাপড়া করতে পারিনি। বিয়ে স্যার একটু কম বয়সে করেছিলাম, তেমন সুবিধার চাকরী না পেয়ে তাই ব্যবসার দিকে মন দিলাম। এখন কনস্ট্রাকসন আর ইম্পোর্ট করি স্যার। খোদার ফজলে অবস্থা ভালই। বড় ছেলে লেখাপড়ায় খুব ভাল, স্যার। বাসায় এখন নেই, নইলে সালাম করে যেতো।

খুব খুশী হলাম আপনার বাড়ী দেখে। বেশ সুন্দর দালান। পুরনো ছাত্রদের উন্নতি করতে দেখলে মনে শান্তি পাই। একবার সময় করে আসবেন আমাদের ওখানে। ঠিক উল্টো দিকের দোতলা দালানেই আমি থাকি।

আসবো স্যার, নিশ্চয় আসবো। আপনি এখুনি উঠছেন স্যার!

—আজকে উঠতে হয়, আমার গোসল করবার সময় হয়ে এলো। সময় পেরিয়ে গোসল করলে আবার সর্দি হয়ে যায়, হাড্ডিতে সে জোর ত আর নেই। আপনি যে মনে রেখেছেন তাতে খুব খুশী হয়েছি, দোয়া করি আরও তরক্কি হোক।

পরে নূতন দালানের ছাদে কয়েকটা কিশোরী তরুণীর সঙ্গে একজন তেইশ চব্বিশ বছরের হাস্যরত যুবককে কফিল সাহেব দেখেছিলেন, সেই বোধ হয় জাফরের বড় ছেলে হবে।

এই নূতন প্রতিবেশীর জন্যই পাড়াটা সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ঢাকাতে এমন ছিমছাম মনোহর দালান বড় একটা চোখে পড়ে

BanglaBook.org

না। আর রাতদিন সেখানে ছোট বড় নূতন পুরনো গাড়ী দেখা যায়। ভোক্‌সওয়াগন, টয়োটা, মরিস, কন্সাল, মার্জদা কখনও কখনও শেভ্রলে বা জাগুয়ার। জাফরের বোধ হয় সরকারী মহলেও বেশ কিছুটা প্রতিপত্তি আছে। তার বাসায় মেহমানদের মধ্যে বড় ছেলে দু'একজন বড় অফিসারকে চিনতে পেরেছিলো। জাফরের বড় ছেলেরও অসংখ্য বন্ধুবান্ধব গাড়ী চালিয়ে আসে। নানা ধরনের নানা বয়সের মেহমান আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সমাগমে এই নতুন দালানের চারপাশটা সরগরম হয়ে থাকে। স্বস্তিতে-স্ফীত মাঝবয়সীদের ভীড়ই বেশী দেখা যায়। সুবেশধারী সপ্রতিভ যুবকরাও আসে আর চঞ্চল আমোদ-বিস্ফোটিত তরুণের দল। বিভিন্ন ধাঁচের ললনাদের আগমন তাদের মা বা বাপের সঙ্গে অবশ্যি পারিপার্শ্বিকতায় বেশ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই বেগ ও রঙের খেলা কফিল সাহেবের ক্লান্ত চোখে নূতন আগ্রহের সৃষ্টি করে আর ধ্বনির বৈচিত্র্য তাঁর মন থেকে নিঃসঙ্গতা বোধ অনেকটা দূর করে দেয়। জাফরের বাড়ীর মজলিশী আব-হাওয়া কফিল সাহেবের সংসারেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যদিও দুই পরিবারে এখনও পুরোপুরি আলাপ হয়নি। দুলহীন বিবি বিকেলের দিকে উপরের বারান্দায় হেলান দিয়ে পাশের বাড়ীতে গাড়ী ও অতিথিদের আনাগোনা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেন আর অবসরক্ষণে স্বামীকে দু'একটা উপাদেয় ধরনের মন্তব্য শোনান। —বেশ শাঁসালো লোক বলে মনে হয়, তুমি বলছিলে তোমার পরিচিত বড় কর্তারাও ওর ওখানে যায়। ভদ্রলোক করে কি যে, তার ওখানে সকলে ছুটে আসে!

একবার দুলহীন বিবি আরও একটা মজার কথা বলেছিলেন: ভদ্র-লোকের ছেলেটা কিন্তু বেশ। শুনি এম, এ, পড়ে। সকিনার সঙ্গে মানাতো ভাল কিন্তু উনি ত আবার অন্য জায়গায় মন দিয়ে বসে আছেন। ছেলেটা যে কে তাও মেয়েটা বলে না। তুমি ত অন্ততঃ মেয়েকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, বাপেরও ত দায়িত্ব আছে।

BanglaBook.org

ছলহীন বিবির মত কফিল সাহেবেরও মনে হয় জাফরের বড় ছেলের সঙ্গে, ছ'জনের বয়সের মধ্যে খুব তফাৎ না থাকলেও, সকিনার কিন্তু মানাতো ভাল।

কয়েকদিন পরে জাফরদের বাসায় ছাদে, বিকেলের দিকে, এক দৃশ্য দেখে কফিল সাহেবের সে-ধারণা কিন্তু একেবারে বদলে যায়। বহিরাগতা ও সুসজ্জিতা এক তরুণী, মাথায় থলোমলো চুল অতি-আধুনিক বিন্যাসে বাঁধা, জাফরের বড় ছেলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে রমণীয় ভঙ্গীতে মুখ তুলে কিছু-সলাজ, কিছু-আমোদিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সেখানেই ব্যাপারটার ইতি হলে কফিল সাহেবের মন তেমন ধাক্কা খেতো না। কিন্তু সহসা ক্ষিপ্র বেগের ত্বরিত উন্মাদনায় ছেলেটা মেয়েটাকে নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমো খেতে লাগলো। মেয়েটা প্রথমে থমকে, পরে একটু ছিটকে, সর্বশেষে মিটিমিটি হাসিতে নিজের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলে। খুব ইচ্ছে না করলেও অভ্যাসের প্ররোচনায় সে-দিক থেকে কফিল সাহেব নিজের চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন।

জাফর যে ক্রমে ক্রমেই জমকিয়ে বসছে তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। সকিনাও আজকাল জাফরের বাসার ছাদের দিকে উঁকি মারে, বড় পোতার সঙ্গে জাফরের ছোট ছেলের খুব সহজেই ভাব জমে ওঠে। মুদীকেও একদিন হাওয়াই শার্ট ও ট্রাউজার্স পরে জাফরের বাসায় ঢুকতে দেখলেন কফিল সাহেব, বোধ হয় জাফরের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগকে মুদী কোন কাজে লাগাতে চায়।

এতদিন প্রতিবেশী হিসেবে এ-পাড়ায় কফিল সাহেবরাই খুব উজালা হয়ে ছিলেন। এখন খরতর আলোর আবির্ভাবে তাঁদের রওশনী অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে আসে। রাস্তায় বেরুলে আগে যতটা সালাম পাওয়া যেতো এখন সালাম দিতেও অনেকে

BanglaBook.org

করে। সালামটা জাকর মঞ্জিল-এর দিকে এগিয়ে যায়। বড় তাড়াতাড়ি যেন জমানা বদলাতে.চায়।

গত দশ বছরে এ-পাড়ারই কি কম পরিবর্তন হয়েছে। এই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এখানে ধানের জমি ছিলো আর আম-কাঁঠালের বাগান। দু'একটা ছাপরার ঘর ছাড়া আশে-পাশে আর কোন কোঠা চোখে পড়তো.না। কফিল সাহেবের দালানটাই এই অঞ্চলের প্রধান দিক-নির্দর্শন ছিলো। অবশ্য তখন দালানের চেয়ে বাগানই ছিলো বেশী। পুকুর ছিল একাধিক। বিশেষ এক পুকুরের ছবি এখনও চোখের সামনে ভাসে। পুকুরের কাল্‌চে সবুজ কচুরী পানার সঙ্গে সাদা ও খয়েরী রঙের শাপলা বর্ণের নম্রতায় পীড়িত চোখে অঞ্জনের মত কাজ করতো, পুকুর-পাড়ে বাঁধা থাকতো ছোট ও কিছুটা বিবর্ণ এক নৌকা। শেষ ভাদ্রের ভরন্ত পরিবেশে কফিল সাহেব দু'এক দম্পতিকে সে-পুকুরে নৌকা-বিহারও করতে দেখেছেন; বা ঝিলিমিলি সন্ধ্যায় পেছনে বাঁশের ঝাড়ে লুকোচুরি খেলতে। আশে পাশে আম কাঁঠাল বাগানে বানরদের প্রতাপ ছিলো অপ্রতিহত, তাদের ত্যক্ত করলে উল্টো তারা খামচিয়ে দিতো। লিচু গাছে রাত্রি বেলায় কালো এক উৎপাতের মত বাদুড় ঝুলতো। ঈষৎ ক্লান্ত স্বরে ডাকতো ঘুঘু, গেয়ে উঠতো পাপিয়া, কোকিলের কুহুতানে ঝরতো হৃদয়ের মধু। সকাল দুপুর ও বিকেলের বিভিন্ন তাপের রোদকে বর্ণে ও রেখায় চিহ্নিত করে আসতো কাকাতুয়া, পুচ্ছ মেলতো টিয়া, অবাক চোখে চেয়ে থাকতো ফিঙে। গরুর গাড়ী চলতো ঢিমে তালে। মাঝে মাঝে দেখা যেতো পাল্কী গাড়ী। খেকশেয়াল, কাঠবিড়ালী, গরু, ছাগল, ভেড়া হরদম রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতো। আর ঝোপঝাড়ে কি ডোবার ধারে সহসা সাপ মেজাজী অহমিকায় নিজের ফণা তুলে ধরতো। গোধূলির ধূসর আভাকে সহর্ষে অভিনন্দিত করে সহস্র পোকা মাকড় বিভিন্ন লয়ে সূক্ষ্ম এক ঐক্যতানের সৃষ্টি করতো আর মশার অক্লান্ত ভনভনানিতে যুবতী

BanglaBook.org

সন্ধ্যাকে মনে হোত যেন কতকালের বুড়ী। ইলেকট্রিসিটি ছিলো না। হারিকেন ও টেমি ছিলো গিন্নিদের সম্বল।

আর আজকে জাফরের বিশিষ্ট স্থাপত্যের চোখ-জুড়ানো বাড়ী ও মার্সিডিজ গাড়ী সকলের সালাম কি ভাবে কুড়াচ্ছে, নিস্তব্ধ নিথর পাড়াটা সাগর পারের সুকান্ত গাড়ীর চক্রবান বেগে কি ভাবে মথিত।

বাইরের আসমানে আর হাওয়ায় যখন শরতের আমেজ এসেছে, অতর্কিতে সকিনা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পরিবারের সকলকে নিদারুণ ভাবিয়ে তুলে। টিকা নিয়েছিলো, তাই ডাক্তার বললো— আক্রমণটা প্রধানত: পানি বসন্তের হয়েছে তবে গুটি বসন্তও বেশ কয়েকটা আছে। খুব ঘাবড়াবার মত কিছু নয়, তবে রোগিনীর সযত্ন পরিচর্যা দরকার। তিন চারদিন পরে পেনিসিলিন ইনজেকশান নেওয়া লাগতে পারে, এখন যে-মলম দেওয়া হোল তা ছাড়া অন্য কোন ওসুধ কাজে লাগবে না।

সকিনা নিজে বেশ ঘাবড়িয়ে গেছে, তবুও ভাইদের ঘন ঘন আসতে দেখে মাকে ধমকালো: ওদের আসতে বারণ করেন না কেন আম্মা, খোদানাখাস্তা ওদের যদি ছোঁয়াচ লাগে।

—অত সহজে ছোঁয়াচ লাগে না মা, খোদা ভরসা।

—তাই বলে মানুষ সাবধান হবে না। আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন আম্মা। মিটফোর্ডে ত ডাক্তার নার্স সবই আছে।

সকিনার কথাটা শুনে কফিল সাহেব স্নেহের প্রাবল্যে নিজের মনকে অবশ হয়ে যেতে দেখেন কিন্তু ছলহীন বিবির জবাব শুনে আবার আশ্বস্ত বোধ করেন: আমার এ-রোগটা হলে আমাকে তুমি হাসপাতালে পাঠাতে বুঝি, অমন কথা আর বল না মা।

—তবে ভাইদের আমার কাছে এখন আসতে দিবেন না। আর আপনাকেও সারাক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে না। দাদাই বা এখানে বসে কি করছে। সকলে একসঙ্গে মিলে অসুখে পড়লে তখন দেখবে কে। মাথাটা বড় ধরেছে আম্মা।

BanglaBook.org

কিছুটা আবোল তোবল কথা বলে শেষের দিকে সকিনা কাতরোক্তি করে ওঠে।

ফুলহীন বিবি তখুনি মেয়ের মাথায় সযত্নে হাত রেখে তার চুলের ভেতর নিজের আঙুল নরমভাবে বুলাতে থাকেন।

—কষ্ট হচ্ছে, বোন? কিছুটা ভীত ও স্নেহার্ত স্বরে কফিল সাহেব জিজ্ঞেস করেন।

—পিট আর মাথায় বড় যন্ত্রণা। খোদা এ-রোগ কেন দিলো। মুখ আমার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে আম্মা?

—তোমার ত পানি বসন্ত হয়েছে, আমার পাগলী মা কোথাকার। তোমার মুখ নষ্ট হবে কেন। একটু ঘুমুতে চেষ্টা করো মা। আমি তোমার মাথা টিপে দিচ্ছি।

সকিনাকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে কফিল সাহেব খোদার কাছে মিনতি করেন যন্ত্রণাটা দলে যেন তাঁকে দেওয়া হয়। নিজের চোখের সামনে এটা দেখতে হচ্ছে অথচ নিজের অতি প্রিয়জনের কষ্ট একটুও লাঘব করা যাচ্ছে না ভেবে কফিল সাহেব আতঙ্কিত বোধ করেন। বসন্ত রোগের মহামারীর কথা খবরের কাগজে কফিল সাহেব অনেকবার পড়েছেন কিন্তু সময়ের বাইরে সেটা যে তাঁর নিজের সংসারে মুসিবত হয়ে দেখা দিবে তা কে ভেবেছিলো।

বড় ছেলে একসময় এসে ত.. মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে গভীর মমতার স্বরে জিজ্ঞেস করে: কেমন লাগছে মা।

সাহসের সঙ্গে নিজের যন্ত্রণাকে সম্বরণ করে সকিনা বাপের দিকে জড়ানো চোখ তুলে চেয়ে বলে: ভাল।

—কিছু ভেবো না মা, ভাল হয়ে যাবে। বলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি এক দোয়া পড়ে বাপ মেয়ের মাথা ও বুকে ফুঁ দেয়।

—মেয়ে বলছে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে। কামরার স্তব্ধ আবহাওয়াকে কিছুটা হাল্কা করবার চেষ্টা করে ফুলহীন বিবি একটু হেসে বলেন।

BanglaBook.org

—সে কি কথা মা। তুমি হাসপাতালে থাকতে চাইলে বাসার সকলকে যে হাসপাতালে দৌড় দিতে হবে। তুমি কাছে না থাকলে এ-বাড়ী যে একেবারে অন্ধকার। স্ত্রীর হাল্কা ধরনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড় ছেলে বলে আর তার পরে কামরা থেকে বেরিয়ে যায়।

মার দিকে চেয়ে সকিনা ম্লান হাসিতে নিজের মুখকে আরও মায়াময় করে ফিসফিসিয়ে বলে: আব্বা বোধ হয় এ-রোগকে একটু ভয় পান। ওঁকে এখানে বেশী আসতে দিবেন না আম্মা।

সকিনার পীড়াপীড়িতে হুলহীন বিবি স্বামী ও ছেলেদের রোগিনীর কামরায় যাওয়াটা নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেন তবে ছেলেরা মানা শোনে না। যখনই তাদের 'মর্জি' হয় বোনকে দেখে যায়। বোনের প্রতি তাদের গভীর অনুরক্তি দেখে কফিল সাহেব মনে মনে বড় খুশী হ'ন। বড় পোতা হাবভাব ও পোশাকে 'টেডি' হলে কি হয়, আপার প্রতি টানে কোন ভাটা নেই।

—তুমি এত ঘন ঘন আসো কেন? সকিনার যন্ত্রণা যখন একটু কমতির দিকে তখন ভাইকে সে সস্নেহ তম্বি করে।

—আমার খুশী। ভাই তার পুরুষালী উদ্ধত ভাব বজায় রেখে বলে।

—তোমার হলে তখন তোমাকে আবার সামলাবে কে, আম্মা বেচারীরও এখন আর নাওন-খাওন নেই।

—ভারী ও 'চিকেন পক্স' হয়েছে তাই নিয়ে এত হৈ চৈ। আমরা হলে 'কেয়ার'ই করতাম না। আম্মা আবার সব সময় এখানে পড়ে থাকেন, নাস্তাও আজকাল ভাল পাই না।

—বোনের এমন অসুখ বাবা, তুমি আবার নাস্তার কথা বলছো। হুলহীন বিবি মুখ একটু ভার করে বলেন।

—আমার অমন অসুখ হলে তখন কিন্তু মনে রাখবেন। তখন আর কারুর নাস্তা তৈরী করতে পারবেন না। বড় ছেলে আমুদে ধরনে মাকে জানিয়ে রাখে।

BanglaBook.org

ছুলহীন বিবি হাসতে গিয়ে ছেলের কথা পুরো অনুধাবন করে থমকে যান। তিনি কিছু বলবার আগেই বড় ছেলে কামরা থেকে বেরিয়ে যায়।

ছুপুরে খাওয়ার পর ছুলহীন বিবি যখন ঘণ্টাখানেক একটু জিরোন তখন কফিল সাহেব সকিনার পাশে থাকেন। সেই আসরে ছু'জনের মধ্যে কিছু অন্তরঙ্গ ধরনের কথোপকথন হয়।

—ডাক্তার বলেছে আর ছু'একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে উঠবে। তখন তোমাকে নিয়ে ইসলামপুর যাবো, নিজে দেখে কানের ছুল পছন্দ করো।

—কানের ছুল কেন, হারও ত দিতে পারো।

—তাও দিবো, সময় যখন আসবে।

—আচ্ছা দাদা আমার মুখটা দেখতে এখন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে, না। কি করে যে ইউনিভার্সিটিতে এ-মুখ দেখাবো। সকিনা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

— কেন, ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ কেউ আছে নাকি।

—থাকতেও পারে, তোমার বাপু এত জেনে দরকার কি।

—তা ঠিক বলেছো। আমি থুত্থুরে বুড়ো ওসব কথা জেনে করবো কি। কিন্তু আমি যে একটা বুড়ী আনতে চাই তখন ত বেঁকে বসো।

—বেঁকে বসি ডাইনী আনবে বলে। আচ্ছা দাদা দেখোনা ঠিক করে মুখে কি খুব বেশী দাগ পড়েছে।

—যে কয়টা দাগ আছে তা চলে যাবে, ডাবের পানি দিয়ে মুখ ধুলেই আবার 'মডার্ণ মিস' এর মত দেখতে লাগবে।

—তোমার আয়নাটা একটু দিয়ে যেও না। এখান থেকে আমার আয়নাটা আম্মা সরিয়ে ফেলেছে।

—তা দিবো'খন। আচ্ছা তোমার ছোট চাচা তোমার আম্মাকে আর কিছু বলেছে।

BanglaBook.org

—আমি জানি না। তবে ছোট চাচা আজকাল মুখ বড় গম্ভীর করে থাকেন, আমাকেও বেশী দেখতে আসেন না। আমি ভাল হয়ে উঠি তখন মেয়েটাকে দাওয়াত করবো। একবার তাকে দেখতে বা তার সঙ্গে কথা বলতে দোষ কি। আব্বার আবার জেদ বেশী। তা তোমরা যদি কেউ আলাপ না করতে চাও আমি একাই আলাপ করবো। ও-রকম অবস্থায় যে মেয়ে পড়েছে তার কথা একটু ভাবতে হয় না। ওর মনের ব্যথা তোমরা বুঝবে কি করে।

—তুমিই বা কি করে বুঝবে, কোন অভিজ্ঞতা আছে?

—অভিজ্ঞতা লাগে না, সে-রকম বয়স হলেই মেয়েরা মেয়ের কথা বুঝতে পারে।

—তাহলে নূতন দাদী যদি তোমাদের এনে দিই তবে তারও কথা ত তুমি বুঝতে পারবে।

—বুঝতে পারবো না কেন, সংসার সব তচনচ করে দিবে। তোমার এই বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরছে নাকি দাদা।

উক্তিটা খুব সম্মানসূচক না হলেও সকিনার মন্তব্যে অতীতের একটু খুশবু থাকায় কফিল সাহেব মনে মনে খুশীই হ'ন।

—আমার দিন কাটে কি করে সেটা ত আর বুঝ না বোন।

—কেন, ঘর ভরা সব লোক আছে, তোমার দাদা দিন কাটাতে অসুবিধা কি। তুমি যে এত 'নূতন দাদী' করছো, ছোট ফুপুর কথা ভেবে দেখেছো। তাঁকে যদি সংসার ছেড়ে তোমার কাছে আসতে হয় তখন 'নূতন মা'র সঙ্গে কি আর তাঁর বনবে।

সে সম্ভাবনাটা এখন কমে গেছে সকিনা অবশ্য তা জানে না। খন বরঞ্চ জামাই উল্টো ভয় পাচ্ছে দুলারী তাকে ছেড়ে চলে য় কি না।

—তোমার সঙ্গে ত তাও এখন দু'একটা কথা বলছি, ভাল হয়ে উঠলেই তখন আর দাদার কথা মনে থাকবে না।

—তাহলে আমি ভাল না হয়ে উঠি তাই বুঝি তুমি চাও।

BanglaBook.org

—ছিঃ ছিঃ বোন, তোমাকে চোখের সামনে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে কি তোমার দাদার ভাল লাগে। আর দু'একদিনেই ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠবে, তখন আবার গটাগট করে ইউনিভার্সিটি যাবে।

এই সব অতর্কিত পারিবারিক সংযোগ ছাড়া মনের রসদ সংগ্রহ করা কফিল সাহেবের পক্ষে ক্রমে ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। বয়সের ব্যবধানে রুচি ও মেজাজেরও প্রচুর তফাৎ ঘটে। ছেলে দু'টাই নিজেদের বিশেষ জগতে এমনভাবে তন্ময় যে, বাপের আলাদা দুনিয়াটা তাদের কাছে অনেক সময় হয়ত জরাজীর্ণ ও অনাবশ্যক বলে মনে হয়। বড় ছেলে যখন মোটর গাড়ী করে বেরোয় তখন কফিল সাহেব হয়ত কখনও বলেন: পেট্রোল আছে কি না দেখে নিয়েছো ত। তখন ছেলে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকায় যে, কফিল সাহেব নিজেকে উন্মাদ বলে সন্দেহ করতে থাকেন। ছেলে অবশ্য সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নাড়িয়ে একটু হেসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ও গীয়ারে হঠাৎ অতিরিক্ত এক চাপ দিয়ে বোঁ করে মোটর চালিয়ে যায় হতভম্ব বাপকে পেছনে ফেলে রেখে। খবরের কাগজে শহরের রাস্তায় বিভিন্ন লোমহর্ষক দুর্ঘটনার কথা পড়ে কফিল সাহেব বাপের স্নেহে চালিত হয়ে ছোট ছেলেকে হয়ত কোনদিন পরামর্শ দেন: রাস্তা পার হবার সময় রাস্তার দু'দিক দেখে চলো বাবা আজকাল যা এ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে। আর অনেক ম্যানহোলও নাকি খোলা থাকে। অসাবধানে পথ চলাফেরা করলে মুসিবৎ হয়ে যেতে পারে।

ছোট ছেলে হাসেও না বিরাগও দেখায় না। চুপ করে সরে পড়ে, যেন বেশীক্ষণ বাপের কাছে থাকলে বিভ্রান্তির প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

সকিনা কিছু কথা বলে, বড় পোতা কম। মর্জি হলে ছোট পোতা অনেকক্ষণ গুফ্‌তেগু চালায়—আচানক খবর মাঝে মাঝে পরিবেশন করে—নতুবা সপ্তাহের পর সপ্তাহ দাদাকে একেবারে

BanglaBook.org

এড়িয়ে চলে। দু'পোতাই এখন জাফরের ছেলেদের সঙ্গে খুব জমিয়ে বসেছে। বড় পোতা জাফরের বড় ছেলের কাছ থেকে মোটর গাড়ী চালানো শিখছে আর ছোট পোতা জাফরের এক সমবয়সী ভাগ্নের সঙ্গে খেলাধূলায় খুব মেতেছে।

জাফরের বড় ছেলের সঙ্গে গুলসানে গাড়ী চালানো শিখতে গিয়ে বড় পোতা ও তার বন্ধু কি এক দুর্ঘটনায় পড়ে। কারও লাইসেন্স না থাকাতে ব্যাপারটা পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। বড় পোতা বাপের নাম করে নাকি সুবিধা করতে পারে নি, তবে জাফরের তদবির কাজে দিয়েছিলো। সব ব্যাপার জেনে বড় ছেলে জাফরের বাসায় একবার গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছে আর দুলহীন বিবিকে ছেলের উপর কোন শাসন না থাকার জন্য তম্বি করেছে।

এই হোল আজকালকার বাপদের নূতন কায়দা। ছেলেদের সঙ্গে প্রায়ই কোন যোগাযোগ থাকে না, ছেলে হঠাৎ অচিন্ত্যনীয় একটা কিছু করে বসলে ছেলের মার উপর ঝালটা ঝাড়ে। ছেলেকে সাক্ষাৎভাবে বলবার মত মনোবল সংগ্রহ করতে পারে না।

কফিল সাহেবের নিজের ছেলেরা তাদের ছাত্রাবস্থায় যদি এমন কিছু করতো তবে তাদের মেরে তিনি তুলাধুনা করে দিতেন, তবে এখন তিনি নিজের সংসারে নিজেই যেন কিছুটা অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েছেন। বড় পোতাকে মারবার কথা ত ভাবাই যায় না, তাকে তম্বি করবার মত মনের জোরও এখন কফিল সাহেবের নেই। সব মিলে তাই কফিল সাহেবের অবসন্ন চেতনায় মনে হয় যে তার চারপাশে যা-কিছু ঘটছে তার সঙ্গে তাঁর নিজের অস্তিত্বের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। বেগের মদিরতায় প্ররোচিত হয়ে ঘটনার বর্তমান বিন্যাস ও বিস্তার তাঁকে সচকিত ও বিভ্রান্ত করে কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে অচিন এক অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যায়।

জাফর-মঞ্জিলকে কেন্দ্র করেই এ-পাড়ার গতিময়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। প্রায় সারাদিন মোটর গাড়ীর দরজা খুলবার বা

BanglaBook.org

বন্ধ করবার আওয়াজ শোনা যায় বা স্কুটারের হঠাৎ ক্যাঁচ করে ব্রেক কষার শব্দ। তরুণীরা নিজেদের বাড়ন্ত শরীরের কাতুকুতুতে খিলখিলিয়ে হাসে বায়ুতরঙ্গে কণ্ঠের হাল্কা আমোদ ছিটিয়ে দিয়ে; যুবকরা পদ-ভারে মেদিনী কাঁপিয়ে তুলতে চায়। কূজনের মোলায়েম তরিকা আর খুশীর শিফনী ধরন সাগর-পারের কোন এক সঙ্কেতকে ঈদের চাঁদের মত মিহি রেখায় ফুটিয়ে তুলে। টয়োটা ও টেট্রন, কাতান ও জেনিভার ঘড়ি, আংটি ও দুল, কলম ও হ্যাণ্ড-ব্যাগ সব মিলে এমন এক বনেদী আয়াসের ছবি ভেসে ওঠে যা আগেকার দিনে মহারাজা বা নওয়াবদের বাইরে চোখে পড়তো না। এদের কথন, চলন, ধরন-ধারণ সব ঘোরতরভাবে বিজাতীয়। পরদেশী ভাব এত প্রকট যে, নিজের পারিপার্শ্বিকতায় নিজেকেই বড় বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

অতীতের সঙ্গে যোগ আছে এ-রকম কয়েকটা ছবিও অবশ্য দেখা যায়। খালি গায়ে নিজের প্রৌঢ় অস্থিকে নগ্নভাবে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে আর কাঁচা-পাকা দাড়িকে বাতাসে আন্দোলিত করে মাথায় সব্জীর এক মস্ত বোঝা নিয়ে দৌড়-হাঁটার মাঝামাঝি এক ভংগীতে এক দিনমজুর বাজারের দিকে এগিয়ে চলেছে জীবিকা অর্জনের দুরন্ত তাড়ায়। 'মজুর' কাকে বলে এই প্রৌঢ়কে দেখে তা কিছুটা আঁচ করা যায় এবং নিজের নিরাপদ কোণা থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য বিলাসী তৃপ্তির সঙ্গে ফেলা যায় দীর্ঘশ্বাস। এক জামগাছের তলায় অর্ধ-বিবসনা এক জননী জিরুচ্ছে, পাশে তার নগ্ন ছেলে শুকনো রুটীর এক শক্ত টুকরো দাঁত দিয়ে অবিরত কামড়াবার চেষ্টা করে অনেকটা হয়রান হয়ে গেছে। টিফিন কেরিয়ার হাতে করে এক অফিসের পিওন, খাকী কোটের বুক পকেটে লাল অক্ষরে অফিসের নাম লেখা, চলতি এক ছবির এক জনপ্রিয় সুর ভেঁজে হেলে দুলে এগুচ্ছে। তার সুর ভাঁজবার তালে তালে টিফিন-কেরিয়ারটাও ছন্দিত ধরনে

BanglaBook.org

নড়ছে। ফেরিওয়ালারা কেউ কাপড় কেউ বাসন কেউ কেউ ঢাকাই মতির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে গিন্নীদের প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে।

এই সব আওয়াজ শুনে ও দৃশ্য দেখে কফিল সাহেবের দৈনন্দিন জীবন ঢিমে তালে চলে। সেখানে কালবৈশাখীও কোন প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটায় না, বন্যা এলেও মনে কোন নূতন তরঙ্গ জাগে না। হঠাৎ আগুন লেগে দাউ দাউ করে একটার পর একটা ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও মনে কোন মাদকতাময় হতাশা জাগে না। সাইক্লোন এসে তটভূমি বিধ্বস্ত করে দেয়, নারকেল ও সুপারী গাছ হাজারে হাজারে উপড়িয়ে ফেলে, খড়ের কুটীর মত ঘর বাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যায়। বানের জলে ভেসে যায় নারী ও শিশু। বসন্ত কলেরা ম্যালেরিয়া টাইফয়েডে গাঁয়ের পর গাঁ উজাড় হয়ে যায়। অনাবৃষ্টিতে শস্য সব পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় আর অনাহার অজগরের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মানুষকে দুমড়ায়। 'আম পড়ে পাতা নড়ে' শেখা শেষ হবার আগেই কিশোররা কোমর বেঁধে খেতে খামারে নেমে পড়ে। পরে যারা বৈজ্ঞানিক বা কবি হতে পারতো তারাও। সেই সব চিন্তা এখনও মনে জাগে বটে—কারণ সেই পরিবেশের সঙ্গেই কফিল সাহেবের নাড়ীর যোগ—কিন্তু তাঁর ধূসর চেতনায় সেগুলো প্রত্যক্ষ জ্বালা হয়ে আর দেখা দেয়না। কোন কিছু নিয়ে আজকাল রাগও হয় কম। ভোরের নাস্তা খেতে একটু দেরী হলে মেজাজ এখনও বিগড়ায় কিন্তু চায়ে চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা সকিনার মুখ দেখেই সে-রাগ নিমেষে তরল হয়ে যায়। ছেলে মেয়ে, পোতা নাতি নিয়ে অহরহ যে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সেটাই এখন মনে শুধু পূর্ণতা যোগায়। তার বাইরে—বেগ ও বর্ণ যতই উদ্দাম ও উজ্জ্বল হোক না কেন—আর সব কিছুই খণ্ড খণ্ড যোগহীন অপসৃয়মান ছবির মত মনে হয়। দিনের পর দিন নিজের মনের ধূসর আস্তরণকে কফিল সাহেব গাঢ়তর হতে দেখেন। কোষ সব বিকল হয়ে অসমর্থ হয়ে পড়ছে, মওতের উত্তুরে হাওয়া হৃৎপিণ্ডকেও শিরশিরে আশঙ্কায় ভরে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

অনেক পরিচর্যা করবার পরও সকিনার মুখে বসন্তের তিনটা ক্ষত থেকে যায়। পাউডার বা স্নো মাখলে দু'টা ক্ষত তেমন চোখে পড়ে না কিন্তু তৃতীয়টা নাক আর ঠোঁটের মাঝামাঝি বেশ কিছুটা বিকৃতির সৃষ্টি করেছে। সব মিলে সকিনাকে দেখতে এখনও হাসিন লাগে তবে ওই বিশেষ ক্ষতটার উপর চোখ পড়লে যে-কোন দর্শকের সৌন্দর্য বোধ একটু ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা। সকিনা নিজে এ-সম্বন্ধে, দেখা যায়, বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। তার স্বাভাবিক হাসি খুশী ভাব বিমর্ষ গাম্ভীর্যে পরিণত হতে চলেছে— যা উনিশ বছরের যুবতীকে প্রায় রহস্যময়ী করে তুলে। ছোট চাচার সঙ্গে তার বর্ধিত সখ্যতা বাসার সকলের নজরে পড়ে। একদিন সকলকে সচকিত করে সকিনা জানিয়ে দেয় সে ছোট চাচার বাগ্‌দত্তাকে চায়ে দাওয়াত করেছে। কফিল সাহেবের কাছে সে-খবর নিয়ে এসে সকিনা বলে: আর কেউ থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে থাকতে হবে দাদা। আব্বা ত বলে দিয়েছেন তিনি থাকবেন না, আম্মা বলেছেন তিনি শুধু নাস্তা করেই খালাস। এত জেদ বুঝি না। ছোট চাচার কথা ভেবেও ত মেয়েটাকে একটু খাতির করতে পারেন। এ-বাড়ী থেকে আমার মন একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে, পুরনো দিনের পচা ভাবনা নিয়ে সব-কিছুর বিচার করতে চায়।

—আমি ওখানে থাকবো কি করে বোন। তোমার ছোট চাচা মেয়েটার সঙ্গে থাকবে, বাপ হয়ে সেই অবস্থায় কি আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরুবে।

সকিনা অনেকটা ধমকের সুরে বলে: ছোট চাচা থাকবে না, আর থাকলেই বা কি হবে। তুমি শুধু মেয়েটার সঙ্গে এমনি একটু গল্প করবে, ছোট চাচার সঙ্গেও তোমাকে কোন কথা বলতে বলছি না।

—তুমি বোন আমাদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ওকে দাওয়াত করে বসলে। এখন তোমার আম্মা আব্বা কেউ কাছে

BanglaBook.org

না এলে মেয়েটা কি মনে করবে। আর আমিই বা ওর সঙ্গে কি কথা বলবো তাও ত বুঝতে পারছি না।

—বাইরের কোন মেহমান এলে তার সঙ্গে তুমি কথা বলো না, তেমনিভাবে কথা বললেই হবে। আর এ-বাসায় একটা মেয়েকে দাওয়াত করবারও অধিকার আমার নেই। মেয়েটা ত আর অস্পৃশ্যা নয় যে সকলে তার কথা শুনে চমকে উঠবে। মেয়েটাকে খাতির না করলে ছোট চাচা এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে আর আমিও হোষ্টেলে গিয়ে থাকবো। তোমরা খোরপোষের পয়সা না দিলে ছোট চাচা থেকে নিবো। এখন তুমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলো কি না বলো তোমার ইচ্ছা।

—দাওয়াত যখন করেছো তখন কথা বলতেই হবে, তবে মন-গড়া কোন কথা বলতে পারবো না। পরে আবার উল্টো পাল্টা কথা বলবার জন্য দোষ দিও না।

সকিনার দৃঢ় মনোভাবে এবং তার কথা বলবার ধরনে বাসার সকলে আসলে একটু ঘাবড়ে যায়। তাই মেয়েটা যখন আসে তখন দুলহীন বিবি তাকে অভ্যর্থনা করে বসবার কামরায় নিয়ে বসান আর বড় ছেলেও একবার এসে দু'একটা কিছু অসংলগ্ন কথা বলে মেয়ের দিকে কিছুটা অনুনয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আবার সরে পড়ে। দুলহীন বিবিও সেই সুযোগে নাস্তার তদারক করতে যান। শেষ পর্যন্ত এই অদ্ভুত পরিস্থিতির সঙ্গে অনভ্যস্ত ধরনে কফিল সাহেব-কেই মোকাবেলা করতে হয়।

মেয়েটা ধবধবে ফর্সা। তবে গায়ে কতটা রক্ত আছে মুখ দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। কুচকানো চোখ আর কিছুটা ছড়িয়ে পড়া-নাক তার মুখশ্রীকে তেমন ব্যাহত করতে পারেনি। শরমে খাড়োসড়ো হয়ে বসে আছে আর সকিনার অবিশ্রান্ত কথার দু'-একটা করে জবাব দিচ্ছে।

—তোমার আব্বা কোথায় থাকেন। কফিল সাহেব কথার সূচনা করেন।

BanglaBook.org

মেয়েটা আনত মুখে বলে : বান্দারবনে।

—ওখানে ত বেশ জংগল আছে শুনি। কফিল সাহেবের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়েই যায়।

মেয়েটা ফিক্ করে একটু হাসে কিন্তু কথাটার কোন জবাব দেয় না।

ভাগ্যিস তাঁর মন্তব্যটা শুনে মেয়েটা আহত হয়নি, কফিল সাহেব স্বস্তির সংগে ভাবেন।

—নার্সিং ত প্রফেসন হিসাবে বেশ ভাল, তোমার কেমন লাগে। কফিল সাহেব এবার অনেকটা প্রকৃতস্থ হয়ে প্রশ্ন করেন।

—রোগীর কষ্ট লাঘব করতে পারলে নিজকে বেশ সফল মনে হয়। কিছুটা কেতাবী ধরনে মেয়েটা বলে।

—আমাদের দেশে শুনি নার্সদের সংখ্যা বড় কম, মেয়েরা নাকি সেদিকে যেতে চায় না। কফিল সাহেব কথাটা বলেই বুঝতে পারেন আবার ভুল করে বসেছেন।

—আমাদের সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন মেয়ে ত এখন আসছে, নার্সিং-এর ব্রত আমার কাছে মহান বলে মনে হয়। মেয়েটা তার কেতাবী ধরন ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারে না যদিও তার কথায় আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট।

—তোমার আব্বার মত নিয়েই ত নার্সিং-এ এসেছো ?

—হ্যাঁ, ওঁর মত ছাড়া আমরা কিছু করি না।

—তোমরা ভাই বোন ক'জন ?

—বোন আমিই একা, ভাই তিনজন।

—তোমার বড় না ছোট। কফিল সাহেবের হঠাৎ মুখ খুলে যায়।

—একজন আমার বড়, বাকী দু'জন ছোট।

—বড়জন কি করে ?

—কেমিস্ট। মেয়েটা গর্বের ভঙ্গীতে বলে।

—তোমার মা আছেন ত ?

BanglaBook.org

—আছেন।

—ছুটিতে দেশে যাও?

—বছরে দু'বার যাই। বাপও এখানে মাঝে মাঝে আসেন।

—এর পরে তোমার বাবা ঢাকায় এলে আমাদের এখানে একবার নিয়ে এসো। কি বলিস সকিনা?

—তা হয়ত আনতে বলবো, কিন্তু তোমার প্রশ্নের ঘটায় ত মিলির বাবা হাঁপিয়ে উঠবেন। এত প্রশ্ন কি করে করো দাদা, আমার ত গলা শুকিয়ে যেতো।

—তোমাদের মিহি গলা সহজেই শুকিয়ে যায়।

মিলি মিহি স্বরে হাসে, তারপর শাড়ীর ভাঁজ হাত দিয়ে ঠিক করে একটু নড়ে-চড়ে বসে। শাড়ীর খসখসানি শব্দটা কানে নরম হয়ে বাজে··· আর তার ভাঁজ থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ নাকে ভেসে আসে।

মন্দ নয় মেয়েটা। মুসলমান হয়ে গেলে ছোট ছেলের বউ হতে আপত্তি কি। কফিল সাহেব দরাজ দীলে ভাবেন। তবে বড় ছেলে ও দুলহীন বিবি নিজের মন জানতে দেয় না।

সকিনার ধরন-ধারণ বেশ বদলে যেতে থাকে। আজকাল পড়াশুনায় বেশ মন দিয়েছে, কিন্তু হাসি খুশীর ভাবটা একেবারে উবে যাচ্ছে। প্রসাধন সম্বন্ধেও এখন একেবারে নির্বিকার, তাই কফিল সাহেবের সস্নেহ চোখেও সকিনার মুখে বসন্তের ক্ষত ঢাকা পড়ে না। সকিনার সঙ্গে ব্যবহারে ও কথাবার্তায় বাসার সকলকে খুব সতর্ক ও সচেতন থাকতে হয়। কথায় কথায় এখন রুখে ওঠে সকিনা এবং প্রায়ই হোষ্টেলে গিয়ে থাকার হুমকী দেয়। শুধু ছোট চাচার সঙ্গে নরম হয়ে কথা বলে।

আবার একদিন বড় ছেলে ও দুলহীন বিবির কথোপকথন কফিল সাহেবের কানে ভেসে আসে।

BanglaBook.org

—মেয়েটা ভয়ানক বদমেজাজী হয়ে উঠেছে, আমাকে ত সব সময়ই তম্বি করে। আমি যে একটা মানুষ মেয়ের আচরণ থেকে এখন আর টের পাবার উপায় নেই। আর ওই নার্স মেয়েটাকে কিভাবে ঘরে আনবে তা নিয়ে ওর ছোট চাচার সঙ্গে হরদম ফিসফাস করে।

—আমার সম্বন্ধেও তোমার মেয়ে আজকাল যা তা বলা আরম্ভ করেছে। আমি নাকি টাকা ছাড়া কিছু চিনি না, আমার নীতি বলে কিছু নেই।

—অসুখ হওয়ার পর থেকেই সকিনা কেমন যেন বদলে গেছে। মুখে দাগ থেকে গেছে বলে হয়ত তার মন খারাপ। কোন কোন দিন পুরনো স্যাণ্ডেল পরেই ইউনিভার্সিটিতে চলে যায়। খোপা এলোমেলো হয়ে থাকে।

—ওই যে ইউনিভার্সিটিতে কোন্ ছেলের সঙ্গে তার ভাব ছিলো তার সঙ্গে ত কিছু হয়নি।

—আশ্চর্য নয়। মেয়ের মুখে দাগ দেখে ছেলের মন হয়ত বিগড়ে গেছে।

—বিগড়ালেই এক হিসেবে ভাল। ওরকম বিয়ে হলে কি নতিজা হয় তা ত চারদিকে দেখছি। আমাদের এক কলিগ্ এখন অন্য এক মেয়েতে মেতেছে অথচ 'লাভ ম্যারেজ' করেছিলো।

—'লাভ ম্যারেজ' না করলেও পুরুষরা অন্য মেয়েতে মাতে।

—এমন ধরনে কথাগুলো বলছো যেন এ-ধরনের ব্যাপার তুমি হামেশাই দেখছো। এঁ বীর পুরুষের দিকে চেয়ে দেখো, অন্য কোন মেয়ের কাছে নতি স্বীকার করবার মত বান্দা এ-নয়।

—ওসব রগড় এখন বাদ দাও, মেয়েটার কথা ভেবে দেখো। একমাত্র মেয়ে, মতিগতি ঠিক না থাকলে ত মুস্কিল।

—ওর বিয়ের চেষ্টা করে দেখলে ত হয়।

—পাগল হয়েছো, তাহলে হাতে ঝাঁটা নিয়ে মারতে আসবে। যদি ওই ছেলেটার সঙ্গে বনিবনা নাই থেকে থাকে তবে মেয়েকে সেটা

BanglaBook.org

ভুলতে কিছু সময় দিতে হবে। এখন ত তোমার ভাইয়ের একটা হিল্লে করে দিবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তা মেয়েটা যদি মুসলমান হতে রাজী হয় তবে আর আপত্তি কি, দেখতে একেবারে বিটকিলে নয়।

—কিন্তু এই বংশের ছেলেরা তার চোখ নাক পেলে কি হবে।

—কি আর হবে। সব ছেলের নাক যে খাড়া হতেই হবে এমন কোন কথা আছে।

—মেয়েদের বেলায় কি আর সে-কথা খাটে। তখন মেয়ের বিয়ে দিতে বাপকে ঠেলায় পড়তে হবে না।

—সে ঝক্কি যদি বাপ নিতে চায় তবে আমাদের বলবার কি আছে।

—ওসব কথা যার ভাববার তাকে ভাবতে দাও। এখন নিজের মেয়ের কথা চিন্তা করো। আমাকে ত এখন আমলই দেয়না, বোধ হয় মনে করে তার শত্রু। তুমি ত অন্ততঃ মেয়েকে নিয়ে মাঝে মাঝে সিনেমায় গেলে পারো।

—তুমিও ত সকিনাকে শাড়ী বা গয়না কিনে দিতে পারো। আব্বা তাকে কেমন একটা সুন্দর কানের দুল কিনে দিয়েছেন।

—আর ওইসব কথা আব্বা কিছু বলেন নাকি।

—কোনসব কথা।

—ওই যে আবার বিয়ে করতে চান নাকি।

—ওটা নিশ্চয় নাতনীর সঙ্গে ঠাট্টা করে বলেন। ওই বয়সে আবার কেউ বিয়ের কথা ভাবে নাকি।

—তুমি ত দেখছি পুরুষদের সব কথাই জানো।

—এটাতে আবার মশকারী করবার কি হোল। ওই বয়সে গিন্নী পেতে হলে অনেক গিনি খরচা করতে হয়।

—আব্বা যে তা করবেন না, তা তুমি জানলে কি করে।

—তাহলে আর কারুর কিছু হোক বা না হোক তোমার বুকটা ভেঙে যাবে।

BanglaBook.org

—টাকা ছাড়া একমাস চালাও না তাহলে বুঝি কেরদানি যেমন মেয়ে তেমনি মা।

সকিনার তাহলে নিশ্চয় তার বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। এ-ব্যাপারে পরিষ্কার কেউ কিছু জানে না, তার ছোট চাচাকে সকিনা হয়ত কিছু বলে থাকতে পারে। কিন্তু কফিল সাহেব নিজে এ-ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে সকিনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবেন না, অথচ তাকে সব সময় মুখ ভার করে থাকতে দেখতেও ভাল লাগে না। এটা ত হৈ চৈ আর ফূর্তি করবার বয়স। লায়লী বা জুলিয়েটের মত হা-হুতাশ করা সকিনার মত মেয়ের সাজে না। সকিনার একটা ভাল বিয়ে দিতে পারলে কফিল সাহেবেরও লাভ। তখন তিনি নিজেও একটা বিয়ে করে ফেলতে পারেন। এখন করছেন না প্রধানতঃ সকিনা তা পছন্দ করবে না বলে। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আর কুছ-পরওয়া নেই। ছেলেদের বা এমন কি দুলহীন বিবির বিরাগেও কিছু যায় আসবে না। এই বয়সে মনের দিক থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কতটা কষ্টের তা এই নওয়াব বেগমরা ত বুঝবে না। যারা সুখের পাখনা মেলে এখন জীবনকে উপভোগ করছে। ধোঁয়াটে নিঃসঙ্গতা যখন সাদা হতাশায় পরিণত হয় তার নিঃশ্বাস-বন্ধ-করা ত্রাস অনুভব করবার মত সময়ও তাদের আসেনি।

আবদুল হাকিম মুদীর অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তার দোকানটার এখন দুই ভাগ। এক ভাগে মুদীর দোকানের সব সরঞ্জাম, অন্য ভাগে আধুনিক এক মনোহারী শাখা। সে নিজে বসে মনোহারী শাখায়, সাদা হাফ-সার্ট আর টান দেওয়া ছাই রঙের প্যাণ্ট পরে। বিলেতি সাবান, সুগন্ধি ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য পরিপাটী করে সাজানো। লজেন্স, টফি, টুথপেষ্ট, ব্লেড, শেভ করবার সাবান, ফ্রুট সিরাপ, বিস্কুট, রঙ বেরঙে মনোহারী

BanglaBook.org

শাখাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চমকানো ভাব সহজেই ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চাল-ডাল, তেল, মরিচ যেখানে বেচা হয় সেখানে নূতন এক লোক বসে। আবদুল হাকিম জানায় তার এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে। তাই ইউসুপগুল কিনতে হলে ভাগ্নের কাছেই যেতে হয় যদিও কফিল সাহেবকে সালাম জানাতে হাকিম কসুর করে ন' ।

—তোমার দোকানের ত বেশ তরক্কি হয়েছে, ভাল ভাল।

—আপনাদের দোয়া, স্যার। এই শোভান সাহেবকে ঠিক করে বেছে ইউসুপগুল দিবি। কি রে উজবুক, মাষ্টার সাহেবকে সালাম করলি না।

শোভান হাত তুলে কফিল সাহেবকে সালাম জানায়।

—তোমার ভাগ্নে বুঝি, তা এই বয়সে ওকে দোকানে না বসিয়ে ওকে পড়ালেখা শেখালেও পারতে।

—সেটা চেষ্টা করে দেখেছি স্যার, তবে স্কুলে শোভানের মাথা খুলে না। সকলের জেহেন ত একরকম হয় না।

—তা ত বটেই, তা ত বটেই।

—একটা কথা বলি, স্যার। কিছু মনে করবেন না ত।

—শুনেই দেখি কথাটা।

—আমি স্যার একটু ইলেকশান-এ দাঁড়াচ্ছি। হাজী রজব আলী মারা যাওয়াতে তাঁর জায় খালি হয়েছে। সেখানে জাফর সাহেব আমাকে দাঁড়াতে বলছেন।

—জাফরকে চেন নাকি ?

—চিনি বই কি স্যার। এ-পাড়াতে ত সকলেই ওঁকে চেনেন, উনি এখানে আসবার পর পাড়ার চেহারাটাই একেবারে বদলে গেছে।

তা অবশ্য কফিল সাহেবও নিজের চোখে দেখেছেন, এমনকি তাঁর নিজের পরিবারেও জাফরের প্রভাব অলি-গলি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

BanglaBook.org

তা ইলেকশান-এ দাঁড়াতে চাও ত ভাল কথা। কোন্ দলের হয়ে দাঁড়াবে।

—মুসলিম লীগ, স্যার।

—কাউন্সিল না কনভেনশন?

—কনভেনশন মুসলিম লীগ স্যার। কাউন্সিল লীগ ত বাসী মাল দিয়ে বোঝাই স্যার। আবদুল হাকিমের মন্তব্যে তার রাজনৈতিক হিকমত ফুটে ওঠে।

—তা বেশ বেশ। প্রভিন্সিয়াল না ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী?

—এচেম্বলী নয় স্যার, বেচিক কাউন্সিল। এখানে যদি যেতে পারি তবে স্যার আপনাদের সেবা করবার একটা মওকা পাবো। যা বলছিলাম স্যার, আমার দিকে একটু নেক নজর রাখবেন। এই পাড়াতেই অনেক ভোট আছে স্যার। আপনি যদি একটু বলে দেন, এ পাড়াতে সকলেই আপনাকে মানে স্যার।

—শুধু এ-পাড়ার ভোটে ত কুলাবে না। আর আমি রাজনীতি কখনও করিনি হাকিম, রাজনীতি যারা করে তাদের কাউকে তেমন চিনিও না।

—ওসব জাফর সাহেব সামলাবেন, আপনার দোয়া পেলেই হোল স্যার।

—জাফর ইলেকশান-এর জন্য নমিনেশন দেয় নাকি।

—না, তবে ওঁর কথাতে কাজ দেয়। উপরের দিকে ওঁর বেশ জোর আছে স্যার।

—তাহলে আর কি, হয়েই যাবে। ইলেকশান-এ দাঁড়ালে শুনি টাকা পয়সা বেশ লাগে।

—তা দরকার হলে কিছু খরচা করবো, স্যার। আপনাদের দোয়াতে এখন দোকানের অবস্থা মন্দ নয়।

—মেম্বর হয়ে কি করবে তা কিছু ভেবে দেখেছো।

—ওসব স্যার এখন কিছু ভাবি না। যদি মেম্বর হতে পারি কি করতে হবে আর না করতে হবে জাফর সাহেবকে জিজ্ঞেস করে নিবো।

BanglaBook.org

—ভাল, ভাল। দেশের বেশ উন্নতি হচ্ছে দেখা যায়।

এবার আবদুল হাকিম হঠাৎ বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেঃ তা স্যার গত আট নয় বছরে খুব উন্নতি হয়েছে বলতে হবে। এই ঢাকা শহরেরই কত উন্নতি হতে দেখলাম। মতিঝিলে যেখানে জঙ্গল আর ডোবা ছিলো কত বড় বড় সব ইমারৎ উঠেছে। সে-সব দালান দেখলে বুক ফুলে ওঠে স্যার। ঢাকার অলিতে গলিতে রাস্তা সব পাকা হয়ে গেছে। বায়তুল মোকাররাম হয়েছে আর রমনা পার্কের গা ঘেঁষে ওই যে স্যার বড় হোটেল। ঢাকার রাস্তায় কত ঝকঝকে নূতন গাড়ী, কত ঘড়ির দোকান। আর ঢাকার বাইরেও শুনি স্যার মিল আর কলে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। নূতন নূতন রাস্তা হচ্ছে, গাঁয়ে গাঁয়ে সিগ্রেট চা আর কোকো কোলা পাওয়া যাচ্ছে। হাট আর গঞ্জ হচ্ছে, স্কুল বসছে। সাধারণ লোকদের এখন অবস্থা ঘুরে যাচ্ছে। এ-রকম না হলে স্যার কি আমার মত লোক আর ইলেকশান-এ দাঁড়াতে পারতো।

—দেশের চেহারা বেশ বদলে যাচ্ছে, হাকিম। কি বলো! নূতন জমানায় আরও কত কি দেখবো।

—তবে একটা জিনিসের বড় অভাব হচ্ছে স্যার।

—কি ?

—মুরব্বীদের আজকাল কেউ মানতে চায়না। আমার নিজের ছেলেকেই আমি সামলাতে পারি না।

—পড়াশুনা করছে ত।

—সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে পড়ে স্যার, তবে কাপড় জুতার দিকেই ঝোঁক বেশী। কুড়ি টাকা দিয়ে ছেলের জুতো কিনে দিতে হয় নইলে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে।

—জমানা বদলাচ্ছে ত, তাই ছেলেদের খায়েশও বেড়ে যাচ্ছে। খোদার ফজলে তোমার যে হারে তরক্কি হচ্ছে তাতে মনে হয় তুমি আমাদের পাড়ার নাম রাখতে পারবে। তোমার দোকানে হয়ত

BanglaBook.org

একদিন ইউসুপগুল পাওয়া যাবে না, ওটা ত পুরনো জমানার জিনিস।

—তা স্যার ঠিকই বলেছেন, আজকাল ইউসুপগুল কেউ বড় একটা কেনে না।

চারদিকে পরিবর্তনের জোয়ার এত প্রবল যে, তাতে মন কোন থৈ পায় না। স্মৃতিমন্থন করেও তেমন সুখ নেই কারণ যাদের অবলম্বন করে এই স্মৃতি তারা হয় মৃত কিম্বা তাদের সঙ্গে সংযোগ লুপ্ত। পুরনো দিনের পরিচিতদের মধ্যে সাফদার এখনও বেঁচে আছে তবে ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, তার সঙ্গে বলতে গেলে দেখাই হয়না। আর থাকেও সেই বংশালে। গত বকরীদে নামাজ পড়বার সময় পল্টন ময়দানে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিলো তখন বলেছিলো তার বাসায় যেতে। সে নিজে দু'একবার তার পুরনো বন্ধুর খোঁজ করে গেছে, তাই অন্ততঃ কর্তব্যের খাতিরে তার ওখানে গিয়ে একবার ঘুরে আসতে হয়। পুরনো দিনের কথা বলে মনে যদি কোন স্বস্তি পাওয়া যায়।

দোলাইখালের উপর যে পুল ছিলো তা খাল না থাকাতে এখন আর বুঝা যায় না। এককালে পুরনো শহরের আবর্জনায় ও কচুরীপানায় দোলাই খাল ভরা থাকতো। পানির রঙ ছিলো কালচে-নীল। পুলের উপর থেকেই দেখা যেতো খালের কয়েক জায়গায় বৃত্তাকারে পোকারা পচা বদ্ধ পানিতে কিলবিল করছে। অথচ সে-পানিতেই কাপড় কাচা আর বাসন মাজা হোত। কেউ কিছুটা নিভৃত জায়গা বেছে নিয়ে প্রস্রাব করে খালের পানিতে ইস্তিঞ্জা করছে; তার কিছু দূরেই কোন গৃহবধূ আধ-খোলা বুকে নিশ্চিন্ত মনে গোসল করছে। দোলাই খাল থেকে সব সময় ঈষত্তুষ্ণ ও কটু এক গন্ধ বেরুতো, যা ঘ্রাণের ব্যাপারে ঢাকার নাগরিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ছিলো। এখন পুলটা প্রায় সমতল রাস্তায় পরিণত হয়েছে। ইউসুফ মার্কেটেরও প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। ভাঙা ধুলাটে রাস্তা এখন হয়েছে পাকা ও মসৃণ।

BanglaBook.org

হলদে রঙের মস্ত এক দোতলা দালানে হরেক রকমের দোকান ও দু'একটা ব্যাঙ্ক নূতন রাজধানীর এক চমক এনেছে। তবে বাজারে আগেকার মতই হুলস্থূল ভাব। লোহা লক্কড় ও কাঠের দোকানের সংখ্যা আরও বেড়েছে, তবে বেশ কয়েকটি দোকানের মালিকানা দেখা যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে নেই।

একটা কাঠের দোকানে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে: এখানে কাঠের পায়া কুন্দাই করা হয়। ঠিক সেই দোকানের পাশ দিয়ে যে গলি গেছে সেখানে এক খোলা পায়খানা চোখে পড়ে; হলদে ময়লা ও সাদা পোকায় চোখ ও নাককে নাজেহাল করছে। পায়খানার সঙ্গে লাগা এক ভাঙা দেয়ালের সংস্কার করছে এক বুড়ো মিস্ত্রী। তার দাড়ি পর্যন্ত ঘামে ভিজে গেছে তবুও পরিবেশ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এটাই হোল আদি ঢাকার এক প্রামাণ্য ছবি। এখন অবশ্য লোকদের নাক অনেক বেশী গন্ধকাতর হয়ে উঠেছে।

বংশালের যে গলির ভেতর সাফদারের বাড়ী তার মধ্যেও বেশ কিছু চেকনাই এসেছে। রাস্তা হয়েছে পাকা, পুরনো নড়বড়ে দালানগুলো সংস্কার করে রঙ দেওয়া হয়েছে। দর্জির দোকান, মনোহারী দোকান (কোকা কোলা সেখানেও রাজকীয়-ভাবে উপস্থিত), রেস্তোরাঁ সব মিলে গলিটার চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে। আর সাফদারের দালানটা ত একেবারে চেনাই যায় না। আগেকার সে শ্রীহীন একতলা কোঠাটা আধুনিক ডিজাইনের দোতলা 'নাসরীন মঞ্জিল'এ পরিণত হয়েছে। মস্ত এক সাইনবোর্ড স্বচ্ছলতার প্রতিভূ হয়ে ঝুলছে: শীতলক্ষ্যা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী। দোরগোড়ায় এক 'মরিস মাইনর।'

কফিল সাহেবের নাম শুনে সাফদার সাহেব নিজে বেরিয়ে আসেন, একগাল হেসে বলেন: এসো, ভিতরে এসো, অনেকদিন পরে এখানে এলে। বাসার সকলে ভাল ত।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই কফিল সাহেব প্রশ্নটার উত্তর দেন আর বন্ধুর বাসায় সকলে ভাল কি না তা জেনে নেন।

BanglaBook.org

সাফদার সাহেবের বসবার কামরায় তখন এক অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন, তার সঙ্গে সাফদার সাহেব বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন : ইনি হলেন এখানকার মসজিদের ইমাম সাহেব।

বিগলিত বিনয়ে হাত তুলবার সময় চারদিকে সৌম্যতা ছড়িয়ে ইমাম সাহেব বলেন : আস্‌সালামু আলায়কুম।

কফিল সাহেবও তাজিমের সঙ্গে উচ্চারণ করেন : ওলায়কুম আসসালাম।

সাফদার সাহেব ইমামকে মুরব্বীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বলেন : আচ্ছা ইমাম সাহেব, আর একদিন কথা হবে।

ইমাম সাহেব চরিতার্থ ধরনে হেসে উভয়ের দিকে তিনবার ডান হাতের চার আঙুল তুলে (সেই তালে বুড়ো আঙুলটা নড়তে থাকে) বিদায় নেন।

—বেশ নূরানী চেহারা ত। ইমাম সাহেব বিদায় নিলে প্রশংসার সুরে কফিল সাহেব বলেন।

—তা বলেছো ঠিক, তবে নুন পাওয়ার জন্য অপরের গুণ কিভাবে গাইতে হয় তা জানে। আমার কাছে অন্য এক পার্টির হয়ে এক বিজিনেস ডিল নিয়ে এসেছিলো। কথা পাকা করতে পারলে বেশ এক বখরা পাবে।

—আজকাল ইমাম সাহেবরা খোদার রাহ্ ছেড়ে বাণিজ্যে ঢুকেছে।

—এখন রাহ্ শুধু ওই একটাই, বখরা কি লাইসেন্স কি পারমিট। সাফদার সাহেব গোলাপী রঙ-এর শার্কস্কিন-এর ট্রাউজার নাড়িয়ে বলেন।

—ধরন-ধারণ দেখে মনে হয়েছিলো ইমাম লোকটা বোধ হয় পরহেজগার। কফিল সাহেব সাবধানে বলেন।

—আরে পরহেজগার আজকাল আর কে। ওই ইমাম সাহেবই নিজের ছেলের কি এক সার্টিফিকেটের জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলো পেঁপে আর কলার ভেট নিয়ে।

BanglaBook.org

—পেটের পক্ষে দু'টাই খুব উপকারী। তা তোমার 'গ্যাস' এখন কি রকম ?

—মাঝে মাঝে 'ট্রাবল' দেয় তবে ওটা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় পাই না। নিজে সব-কিছু না দেখলে কর্মচারীরা পায়ের তলা থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাবে।

—বেশ ভাল আছো দেখছি। স্বাধীনতার আগে ত পুরোদমে 'সোস্যাল ওয়ার্ক' করতে, এখন বোধ হয় আর তেমন সময় পাও না।

—স্বাধীনতার পরেই বুঝেছি 'সোস্যাল ওয়ার্ক' করা মানে সাসপেক্ট হওয়া আর নিজের গাঁট থেকে পয়সা খরচ করা। আজকালকার বিজ্ঞানের দিনে ওরকম মূর্খতা সাজে ? তা তুমি ত দেখছি একেবারে বদলাও নি, সেই ছিমছাম ভাব এখনও আছে।

—তোমার মত রূপার টনিকের স্বাদ পেলে হয়ত মেদ বাড়তো। লাখপতি হলে অভিজ্ঞতাটা কেমন লাগে তা এখনও অজানা থেকে গেলো।

—তোমার আর লাখপতি হওয়ার দরকার কি। ছেলেমেয়ে নিয়ে এমনিতেই বেশ সুখে আছো।

—নদীর এ পার থেকে ওপার সব সময় ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে জায়গা বদলাতে আমি রাজী।

—আমিও, যদি 'ওভারঅল' বদলানোতে রাজী থাকো।

—তাই নাকি, গিন্নী শুদ্ধ।

—গিন্নী রাজী থাকলে আমার আপত্তি নেই, তবে খুব শানদার কিছু হবে না।

—তোমার বড় ছেলে এখন কি করছে।

—কি আর করবে। লেখাপড়া ত শিখলো না, কোম্পানীর কাজ যতটা না দেখে ক্যাশিয়ারকে তম্বি করে টাকা নেয় তার অনেক বেশী। পারপেচুয়েট করবার মত কিছু থাকলো না। আসলে, দোস্ত, সব ফাঁকা। আগে যখন 'সোস্যাল ওয়ার্ক' করতাম

BanglaBook.org

তখন বরং সার্থকতার এক ছলনা ছিলো, এখন নিজের 'সোল'-এর দিকে আর তাকাই না।

—তুমিই যদি না তাকাও তবে কে আর তাকাবে। দেশের অবস্থা কি হবে। কফিল সাহেব আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করেন।

—দেশ নিয়ে আমি ভাববার কে। যাঁদের ভাববার কথা তাঁরা ভাববেন।

—এই ঢিলেমির জন্যই ত আমাদের সর্বনাশ হতে চলেছে, পাতে দিবার মত কিছু করতে পারছি না।

—কেন, দেশের উন্নতি কি কম হয়েছে। আমাদের ছেলে ভাতিজারাই ত এখন জজ ইঞ্জিনীয়ার ব্যাঙ্কার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পর্যন্ত এখন আমাদের এখতিয়ারে চলে এসেছে। রাস্তা ঘাট দালান মিল ফ্যাক্টরী তোমার চোখের সামনেই ত কত হতে দেখলে, শুধু ঢাকা শহরেই এখন নূতন গাড়ীর সংখ্যা কতটা তা হিসেব করে দেখেছো। করাচী লাহোরের কথা বাদই দিলাম। সাফদার সাহেবের কণ্ঠে ব্যঙ্গ উপ্ত থাকে।

তারই জের টেনে কফিল সাহেব বলেন: ঢাকার রাস্তায় ভিখিরী আর মিশকিনের সংখ্যা এখন কতয় দাঁড়িয়েছে তারও হিসেব সঙ্গে সঙ্গে নিলে হয়। ইস্কাটন আর গুলশানের দিকে তাকিয়েই যদি আমরা দেশের উন্নতির হিসাব মিলাই তবে ত বুড়বকের দলে আমরা পড়ে যাবো।

—যারা তা করে না তাদেরকেই আমি বুড়বক বলবো।

—তোমার দেশের বাড়ীতে এখন যাওয়া আসা করো। ওখানে চোখ খুলে দেখেছো কি হয়।

—তিন বছর আগে একবার গিয়েছিলাম। দান খয়রাত করতেই দু'হাজার টাকা বেরিয়ে গিয়েছিলো। আর ও-পথ এখন মাড়াবো না।

—ছেলে যদি এ-দিকে পাঁচ হাজার টাকা মেরে দেয় তাতে কোন দুঃখ নেই। কি বলো?

BanglaBook.org

—ছেলে ছেলে, মারলে সেই বাপের টাকাই মারবে। বন্ধুর মন্তব্যে যে তিনি খুশী হন নি সাফদার সাহেব তা জানাতে কসুর করেন না।

—তা ত বটেই। সরকারও ত আমাদের সকলের বাপ। তাই সরকারের টাকা যারা মারে তাদের আর দোষ কি। আমি তুমিও সেই দলে পড়ে যেতে পারি। কফিল সাহেবের ইঙ্গিতও কম সঙ্কেতপূর্ণ হয় না।

—তা হলেই বা কে আর কার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছে। চা খাবে না সরবৎ? সাফদার সাহেবের প্রশ্নটা বড় অতর্কিত।

বন্ধুর ফর্সা মুখে ঈষৎ রাগত ভাবের মিহি লাল রেখা দেখে মুচকিয়ে হেসে কফিল সাহেব বলেন: সরবৎটা যদি তোমার গিন্নী আনতেন তবে না হয় অপেক্ষা করতাম আর বেশী গরম চা খেতে গেলে জিভটা আবার পুড়ে যেতে পারে। একে ত পেটের অবস্থা কাহিল, তার উপর বন্ধুর চা খেতে গিয়ে জিভটা পুড়ে গেলে আফশোসের আর শেষ থাকবে না। এবার আসি সাফদার, তোমার সংসারের আরও বরকত হোক।

আসলে অতীত অভিজ্ঞতার সযত্নে-রক্ষিত হাঁড়ি হঠাৎ যখন মাটিতে পড়ে তচনচ হয়ে যায় তখন তার টুকরো সংগ্রহ করবার চেষ্টা করুণ মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। বন্ধুদের মধ্যে সাফদারই ছিলো একদা সর্বাধিক আদর্শবাদী। তার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তার বন্ধু-বান্ধবদের মানস গড়ে উঠেছিলো। তার উত্তেজিত বাগ্মীতা মনকে স্বচ্ছলতার চিন্তায় বিকল হতে দিতো না। অবশ্য জীবন আসলে সাফদারের সঙ্গে কি ধরনের 'আচরণ' করেছে তা বাইর থেকে আঁচ করা মুস্কিল। দুই ছেলের মধ্যে একজন লোলা, আর একজন বি-এ পরীক্ষার বেড়া কিছুতেই পেরুতে পারলো না। বন্ধু-পত্নী ঘোরতরভাবে পর্দানশীন পরিবারের মেয়ে হওয়ায় মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখতে দেন নি, জামাই পর্বটা তাই তেমন জমে নি। একজন পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ মাঝারি কর্মচারী আর একজন

BanglaBook.org

এল এম এফ ডাক্তার। তৃতীয় জামাইটা, শোনা যায়, শাঁসালো ধরনের তবে বড় উড়ু উড়ু ভাব। বন্ধুর কাছে কফিল সাহেব গিয়েছিলেন অতীতের এক প্রলেপ খুঁজে পাওয়ার জন্য কিন্তু যা পেলেন তাতে মনের দাহন আরও বেড়ে যায়। বন্ধুর নিজের হয়ত আলাদা কোন ক্ষোভ আছে, তবে সে-ব্যাপারে সে শুধু ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত। দুই হৃদয়ের খোলাখুলি সংযোগ আর বোধ হয় সম্ভব নয়। দু'জনের ঘষা-খাওয়া মন নিজের অজান্তিতেই অনেক কিছু গোপন করতে চায়। একে অপরের কাছে নিজের অস্তিত্বের নির্ভুল খতিয়ান যদি পেশ করতেন তবে বোধ হয় উভয়েরই বোধন অনেক বেড়ে যেতো।

কই গেলো সে সব দিন যখন বন্ধুর কাছে মনে কোন পর্দা ঝুলাবার দরকার হত না, যখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই ভাল মন্দের জ্ঞান কাজ করতো। ব্যস্ত পার্থিব সঞ্চয়ে যখন আত্মার দৌলত নিষ্প্রভ হয়ে যেতো না। যখন ছিলো না হাসিতে কোন খল, ভালবাসায় কোন হিসেব, স্নেহে কোন খাদ। সেবায়-নিবেদিতা কন্যা যখন ছিলো বাপের চোখের মণি। জীবনের রঙ্গমঞ্চে তুমুলভাবে পট পরিবর্তন হওয়ায় সে-জমানা একেবারে নিষ্ক্রান্ত। নূতন পট পুরনো চোখে বিভ্রান্তি আনে ও মনে ক্লান্তি। অথচ এটা সন্দেহাতীত যে, কফিল সাহেবের পরিবেশ ও পরিধির বাইরে পূর্ব পাকিস্তানের হাজারো গ্রামে বন্দরে ও গঞ্জে কোটি কোটি লোক এখনও আছে যাদের অস্তিত্ব শহুরে ধূর্ততা দ্বারা নির্ধারিত নয়। যারা নিজেদের শিরা উপশিরায় পূর্ব পুরুষদের কৌশল, ধরে রেখে ঝড় বৃষ্টি রোদ মাথায় বহন করে ধান বোনে, মাছ ধরে। শহরে গেলে মেয়ের জন্য রঙীন শাড়ী আনে আর বউ-এর জন্য সুগন্ধি তেল বা স্নো। বৈঠা ধরে যারা মেঘনা বা আগুনমুখো পাড়ি দেয়। তুফানে বা বন্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে সিংহ-হৃদয় উদ্যমে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। রোগে ও অনাহারে প্রবলভাবে মার খেয়েও মুর্শেদী ও ভাওয়াইয়ার সুর ভাঁজে। ক্রন্দন ভুলে

BanglaBook.org

হাসিতে সঞ্জীবিত হতে চায়। জুম্মার নামাজে শরীক হয়, হাজারো কষ্টের মধ্যেও ঈদ মোহররমকে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বলে মনে করে। দেশের কোন মুসিবৎ দেখা দিলে কমসেকম লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

সবুজ লতা ও তৃণে, ছলছলানো পানিতে, আম কাঁঠাল জাম গাছে, গরু মুরগী ও হাঁসে তাদের অস্তিত্ব চিহ্নিত। ঠক পীর, খল মাতব্বর, নকল কবিরাজ তাদেরকে জীবনের বক্রতা ও জটিলতার সঙ্গে মোলাকাৎ করায়। তাদের চাল পোকা ও ইঁদুরে খায়, তাদের কাঁচা মেঝের গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে এসে যাকে সামনে পায় ছোবল মারে। কেঁচো তাদের আঙ্গিনায় কিলবিলায়, পোকার কামড়ে শিশুদের গায়ে ঘা হয়। গোসাপ বেজি আর কাঠবিড়ালী গাছে রাস্তায় আর ক্ষেতে চলাফেরা করে, উদ এসে পুকুরের মাছ খায়। মাঝে মাঝে ডাকাত পড়ে। বাদুড় ও পেঁচা আলোহীন রাতকে অনির্দেশ্য আতঙ্কে ভরে দেয়। তবে অন্যদিকে শিমূল কবরী পলাশ বনমাদার গাছে ফিনকি দিয়ে ফুল ফুটে। মেয়েরা খেলে কানামাছি, ছেলেরা ডাণ্ডাগুলি বা ফুটবল। কর্তা হুকা নিয়ে বসে আর গিন্নী কাঁথাতে নক্সা তুলে। নারকেল আর তিলের লাড্ডু আর দুধ ও গুড়ের পায়েশ কিম্বা খৈ ভাজা বা ঝাল মুড়ি রসনার স্বাদে বৈচিত্র্য যোগায়। ধুমধাম করে ছেলের আকিকা হয় ও মেয়ের বিয়ে। সোয়েম ও চেহলামের এন্তেজাম করতে গিয়ে অনেক সময় জমি বিক্রী করতে হয়—অবশ্য যাদের জমি থাকে।

দেশের আসল মঙ্গল এদের ভবিষ্যতের সঙ্গেই যুক্ত। কিন্তু তাদের কথা ভাবে কে। তাদের কল্যাণ ও তরক্কীর জন্য কোন উদ্যম বা প্রচেষ্টা কোন দিকেই চোখে পড়ে না। আমি নিজের বিড়ম্বিত অস্তিত্ব নিয়ে সব সময় পেরেশান থাকি। জীবনের হৈমন্তিক ঋতুতে এসে জীবন-বৃক্ষের বৃন্ত থেকে খসে পড়বার জন্য আমি অপেক্ষা করছি, কিন্তু নিজের পরিবেশের বাইরে এখনও চোখ এগুতে চায় না। হাজারো ঝামেলা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও নিজের সংসারকেই জীবনের পরম সত্য বলে মনে হয়। দুলারীর ক্ষোভ

BanglaBook.org

ও সকিনার রাগ বিবর্ণ ক্ষয়িষ্ণু চেতনাকে নূতন এক স্বাদে ভরে দেয়। তখন মনে হয় না মওত নিকট এক প্রতিবেশী।

জাফরের বাসায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেলো। খবরের কাগজেও তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেবিয়েছিলো, তবে নাতিদের কথাবার্তায় তা বিশদভাবে জানা গেলো। এক কিশোরী চাকরানী—তার স্বাস্থ্যের চকমকানি কফিল সাহেবও লক্ষ্য করেছিলেন—গোপনে গোপনে অন্তঃস্বত্তা হয়ে উঠেছিলো। যখন তার অবস্থাটা আর ঢাকা গেলো না তখন এক ডাক্তারের কাছে তাকে পাঠিয়ে গর্ভপাতের নির্দেশ দেওয়া হোল। শোনা যায় তিন শ' টাকার বিনিময়ে সেই ডাক্তার মেয়েটার গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে তার রক্তস্রাব ঘটিয়েছিলো। রক্তস্রাব নিয়ন্ত্রণ না করতে পারায় মেয়েটা মারা গেলো। জাফরের বাসায় পুলিশ এসে তদন্ত করে গেছে। অন্তঃস্বত্তা মেয়েটা কি ভাবে হোল সেটা এখন অনুমানের পর্যায়েই রয়ে গেছে। কেউ বলে জাফরের বড় ছেলে, কেউ বলে জাফর নিজে। এমন কি দু'একজন জাফরের ছোট ছেলেকে পর্যন্ত সন্দেহ করছে। অপরাধী যেই হোক জাফরের পরিবারেরই কেউ হবে, নইলে ডাক্তার দিয়ে গর্ভপাত করাতে তার মাথা ব্যথা হবে কেন। খবরটা শুনে কফিল সাহেবের বাসার সকলে চমক খায় আর বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে।

দুলহীন বিবি বলেন: ছেলেকে নিয়ে নূতন এক ভাবনা হোল। ও-বাড়ীর ছেলের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। একবার ত মোটর চালিয়ে বিপদে পড়েছিলো, আবার কোন্ মুসিবতে ফেসে যায় কে জানে।

—তুমি ত সারাদিন ঘরে থাকো, ছেলেদের সামলাতে পারো না। কোনদিন কোন বিপদে পড়ে যাবে, তখন ইজ্জত নিয়ে টানাটানি।

—আর বাপের বুঝি কিছু করবার নেই। কোনদিন দেখলাম না ছেলেদের নিয়ে বাপ গল্প করতে বসেছেন বা সিনেমায় গেছেন।

BanglaBook.org

ছেলেদের দোষ কি যদি বাইরে হৈ চৈ করে। খোদানাখাস্তা কোন অঘটন ঘটে গেলে তখন পস্তাতে হবে।

—মেয়েটা কার দোষে মরলো কে জানে। এবার দেখি জাফর কিভাবে রেহাই পায়, পাড়ায় নূতন এসে কেমন জমকিয়ে বসেছে। আমাদেরকে এখন কেউ পাত্তা দিতে চায় না। সব লোক জাফরের বাড়ী যায়, সব গাড়ী তার দোরগোড়ায়।

—কাবেল লোক হলেই লোকে তার কাছে যায়। তোমার ছেলেকে তুমি ছাড়াতে পারলে না, অথচ ওই ভদ্রলোকের এক কথাতেই পুলিশ ছেড়ে দিলো। ও-রকম লোকের কাছে সকলে যাবে না কেন।

—তুমিও একদিন হয়ত ওখানে দৌড় দিবে।

—তা তোমার মুরোদ না থাকলে দৌড় দিতে হতে পারে। আহা মেয়েটা কিভাবে মারা গেলো, কাল হলেও স্বাস্থ্যটা কি সুন্দর ছিলো। পুরুষরা এ-রকম হারামজাদা হয় কেন।

ছোট পোতা সকিনাকে বলে: জানেন আপা, ও বাসায় পুলিশ এসেছিলো।

—তাই ত শুনি। তুমিও আবার ও-বাসার ছোট ছেলের সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করো। তোমাকে আবার কোনদিন পুলিশ ধরে না নিয়ে যায়।

—আমি ত খেলি আনিসের সঙ্গে। ওর বড় ভাইটাই গোল-মালটা করেছে। বড় ফক্কড়। একদিন কি বলেছিলো জান।

—কি ?

—বলে কি না, 'তোমার আপার কাছে এক চিঠি নিয়ে যাবে তাহলে তোমাকে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খাওয়াবো।' আমি আর একটু হলে থাপ্পড় মারতে যাচ্ছিলাম, শুধু বড় ভাইয়ের কথা ভেবে সামলে নিলাম।

—খুব বাহাদুর তুমি। আর কিছু বলেছিলো ? আবার ও বললে বলো 'আপনি ত ইউনিভার্সিটিতে যান। ওখানেই ওঁকে চিঠিটা দিবেন।'

BanglaBook.org

—কি যে বলেন আপা। ও ওরকম কিছু করলে ওকে মেরে আমি শেষ করে দিবো।

—ওর সঙ্গে তুমি গায়ের জোরে পারবে নাকি। আর আমি চিঠি নিলে তুমি মারবার কে।

—দেখবেন আপা, ওকে এবার পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে।

—চুপ করো। আন্দাজে কারো সম্বন্ধে অমন কথা বলতে নেই।

ছোকরা চাকরটা রাঁধুনীর কাছে আফশোস করে বলে: আফরোজার মা এসে কি কাঁদাটাই না কাঁদলো, আমার চোখেই পানি এসে গিয়েছিলো।

—তোমার চোখে ত পানি আসবেই, আফরোজার সঙ্গে হেসে হেসে কত কথা বলতে।

—ধ্যাৎ, ও ত আমাকে ভাই বলে ডাকতো। কি চটপটে ছিলো মেয়েটা। কি ভাবে হেলে দুলে হেসে গেয়ে রাস্তায় চলতো।

—এখন মুখ ফুটেছে বাবুর। বেঁচে থাকতেই মেয়েটাকে কথাটা বলতে পারতে। তা আফরোজা সত্যিই বেশ পেয়ারা ছিলো দেখতে।

—ও বাড়ীর সাহেব আফরোজার মাকে অনেক টাকা দিয়েছে, দু' একদিন কাঁদাকাটি করে আফরোজার মা দেশে ফিরে গেছে।

—টাকা থাকলে সব-কিছু হয়। আফরোজার মা যখন দেশে ফিরে গেছে তখন আর কোন ফ্যাকড়া থাকলো না। ও-বাড়ীর সাহেব পুলিশকেও হাত করে নিবে।

—ও বাসার বড় ছেলের স্বভাব খুব খারাপ।

—তুমি জানলে কি করে।

—বাইর থেকে মেয়েরা এলে ছাদে ফষ্টিনষ্টি করে। সন্ধ্যার সময় সিঁড়ির তলায় আফরোজাকেও একবার জড়িয়ে ধরেছিলো, আর ফাঁক পেলে আপার দিকেও হা করে চেয়ে থাকে।

—আমাদের সকিনা বুবু অমন মেয়ে নয়। হাড্ডি আর রক্ত যাদের ভাল নয় তারাই অমন করে।

BanglaBook.org

—ও-বাসার বড় ছেলের সঙ্গে ছোট সাহেবের একদম গলা-গলি ভাব। তাঁকেও একটা মেয়ের গাল টিপতে দেখেছি।

—তোমাকে অত দেখতে কে বলে, কোনদিন যে মার খাবে।

যখন খবরের কাগজও ঘটনাকে নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করলো না তখন জাফরের পুরো কেরামতি বুঝা গেলো। কয়েকদিন উত্তপ্ত আলোচনা করবার পর পাড়ার লোকরাও ও-ব্যাপার নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামালো না। বরং জাফরের ক্ষমতা ও প্রভাব দেখে সকলে তাকে আরও বেশী খাতির করা আরম্ভ করে দিলে। জাফরের প্রভাবের সূত্র কি কেউ সঠিক জানে না। কফিল সাহেব একবার বড় ছেলের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে, উচ্চ সরকারী মহলে জাফরের প্রতিপত্তি আছে। এম. এন. এ বা এম. পি. এ না হয়েও শাসক-দলে কিভাবে এতটা প্রভাব বিস্তার করলো তা বাইর থেকে আন্দাজ করা মুস্কিল। তবে জাফর যে সমাজের এক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বিপুল ভোটাধিক্যে ইলেকশান জিতে মুদী আবদুল হাকিম নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। শোনা যায়, ঢাকার কাছাকাছি এক জায়গায় 'কোল্ড স্টোরেজ' স্থাপন করবার পরিকল্পনা জাফর প্রায় পাকাপাকি করে এনেছে। তখন সে শিল্পপতির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যাবে। আগে এ পাড়ায় কফিল সাহেবদেরই সব চেয়ে বিশিষ্ট বাসিন্দা বলে মনে করা হোত। যে দু'একটা মোটর আসতো তা বড় ছেলের খোঁজে আর মাষ্টার সাহেব বলে কফিল সাহেবকে সব প্রতিবেশীই তাজিম করতো। কয়েক মাস আগে পর্যন্তও সকালে বিকেলে পাড়ায় বেরুলে পানওয়ালা মুদী কম্পাউণ্ডার কেরানী ছাত্র সকলেই সালাম দিতো। চাকরী বাকরী বা অন্যান্য সাহায্যের খোঁজে যারা আসতো তারা বড় ছেলের কাছেই ধন্না দিতো, সেও এককালে প্রতিবেশীদের বেশ কিছু সাহায্য করেছে। নিজেও কিছু দাঁও মেরেছে, তবে অন্যকে তার ছিটেফোঁটা দিতে কার্পণ্য করে নি। এখন বিবেকের সঙ্গে আধাআধি সমঝোতা

BanglaBook.org

করে বড় ছেলে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছে, তার ঈর্ষা-মলিন মুখ দেখলে বাপ হয়ে স্বভাবতই কফিল সাহেবের মনে করুণা জাগে। অথচ বড় ছেলে হাবিজাবি করে বলে কফিল সাহেব একদা বড় বিমর্ষ বোধ করতেন।

কিশোরী চাকরানীটার মুখ চোখের সামনে বারবার ভেসে ওঠে। ডবডবে চোখ অস্তিত্বের কৌতূহলে চকমকাতো, যেন জহরতের দীপ্তি ছড়াচ্ছে। হাতে ঝুড়ি নিয়ে যখন সওদা করতে বেরুতো তখন কখনও দমকা বাতাস তার ঢিলে বেনীকে খলখলে হাসিতে ভরে দিতো আর বেঁচে থাকবার খুশীকে মেয়েটার হাত পা নানা আমোদিত রেখায় ও ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করতো। কালো-ছিটায়-ভরা তার হলদে রঙের ফ্রক মেয়েটার দীপ্ত খুশীকে সুতোয় আর নক্সায় মনোহরভাবে ধরে রাখতো। সেই হোল ধর্ষিতা, অন্তঃস্বত্বা। গর্ভস্রাবের যন্ত্রণা তাকেই পেতে হোল, তারপর বিলয়।

এই বিবরণই খবরের কাগজে পড়লে কফিল সাহেব এমন মর্মাহত বোধ করতেন না। সামান্য এক ধকল খেতো মন, তারপরে চায়ে চুমুক দিলেই সব ঠিক হয়ে যেতো। কিন্তু এই মেয়েটাকে অনেকদিন তিনি দেখেছেন, মাঝে মাঝে আমোদের সঙ্গে তার হাটাচলা লক্ষ্য করে মেয়েটার প্রতি আচানক মমতায় কফিল সাহেবের মন ভরে গেছে। তাই মেয়েটার শোচনীয় মৃত্যুকে শুধু এক দুর্ঘটনা বলে মন মেনে নিতে চায় না। সমাজের ভিত্তি-প্রস্তরে নিত্য যে-ফাটল ধরছে তারই এক গভীর শোকাবহ উদাহরণ বলে মনে হয়।

অথচ এই ব্যাপারে কাউকেও তেমন ভাবিত দেখা যায় না। জাফরের ক্রম-বর্ধমান প্রতিপত্তিকে সকলে মেনে নিচ্ছে, এমনকি বড় ছেলেও—ভেতরে যতই গুমরাক—বাইরে জাফরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলছে। মোটরের চাকায়, ফ্রিজের সুশীতল স্পর্শে, কার্পেটের কোমলতায়, চেক বইয়ের রাজকীয় ক্ষমতায়, অতীতের সমস্ত চেতনা স্তরে স্তরে মুহ্যমান হয়ে পড়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে চোখের সামনে যে ইমারৎ গড়ে উঠতে থাকে তাতে পরিচিত চূণ

বালি সুর্কী গৌণ ভূমিকা পালন করে, ইস্পাত ও কংক্রিট অন্য এক দুনিয়ার নৈর্ব্যক্তিক কাঠিন্য আমদানী করে তুঘলকীয় বাদশাহী আরম্ভ করে দেয়।

তবে বাগানে গুচ্ছে গুচ্ছে লেবুগুলো এখন বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে আর আতা গাছে ধরেছে ফল। প্রজাপতিরা বিভ্রান্ত না হয়ে বিকেলের রোদে পাখা মেলে ধরেছে আর ফাজিল ফিঙে গাছ থেকে গাছে সরে বসে নিজের কেরামতি ও জৌলুস দেখাবার খেলায় একেবারে মাতোয়ারা।

সহসা ছোট ছেলে বাপকে জানান দেয় সে এক সপ্তাহের ভেতরই নিজের বাসায় উঠে যাবে। বহু দিনের চেষ্টার পর ডিস্পেন্সারীর কাছাকাছি ছোটখাটো এক বাসা সে পেয়েছে। মালিকানা এক বিধবার। এখন মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে হবে, পরে বাসাটা কিনে নেওয়াও যেতে পারে। বিধবা মহিলা নাকি তাকে খুব আদর করে।

—এখানে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি। কফিল সাহেব ছেলের কাছ থেকে জানতে চান।

—অন্য কোন অসুবিধা নেই, তবে ডিস্পেনসারীটা একটু দূরে পড়ে যায়। ওটা সব সময় তদারক না করতে পারলে ব্যবসার ক্ষতি হবে।

—একটা স্কুটার কিনে নিলেই হয়। তোমার কাছে এখন টাকা না থাকলে আমার থেকে ধার নিলে পারো।

—সব যখন ঠিক হয়ে গেছে তখন স্কুটার কিনে কি হবে।

—এত সব ব্যবস্থা করে ফেলেছো, কিন্তু আমাকে কিছু জানালে না। রাগ করে যাচ্ছো না ত। তুমি যাকেই বিয়ে করতে চাও আমরা ত রাজী, মেয়েটা মুসলমান হতে রাজী হলেই হোল।

—ওর আর মুসলমান হওয়ার দরকার হবে না। ও এখন পাবনা 'মেন্টাল হোম' এ।

BanglaBook.org

—কি।

—এখন আর ওসব জেনে করবেন কি। মাস খানেক আগে আমায় 'না' করে দিয়েছে। মেয়ের মুসলমান হওয়াতে ওর বাপ-মা রাজী হয়নি।

—তাতে 'মেন্টাল হোম' এ যাওয়ার কি হোল!

—সেটা ওখানে গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলে পারেন, আপনারা সকলে মিলেই ত মেয়েটাকে পাগল করে দিলেন। বেচারী এখানে সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো কিন্তু ওর সঙ্গে সকিনা ছাড়া কেউ ভাল ভাবে কথাই বলে নি। যেন সে মেথরানী।

—এমন কথা বলো না, আমরা ত কেউ ওর অসম্মান করিনি।

—মেহমানকে এড়িয়ে চললেই ওর অসম্মান করা হয়। ও-সব কথা বলে এখন আর লাভ কি। মেয়েটাকে এখানে আসতে বলাই আমার ঠিক হয়নি।

—সেজন্যই তুমি বাসা ছেড়ে যাচ্ছো নাকি?

—তা যাবো না ত কি এখানে পচতে থাকবো।

—এতদিন ধরে কি তুমি শুধু এখানে পচলেই?

—তা ছাড়া আর কি। আম্মা মারা যাওয়ার পর এ-বাসা থেকে আমি কিছু পাইনি।

—কিছু চেয়েছিলে কখনও!

—সব সময় চাইতে হয় নাকি। আম্মা বেঁচে থাকলে মেয়েটাকে বোধ হয় পাগল হতে দিতেন না। দোটানায় পড়ে মেয়েটার কি সর্বনাশ হয়ে গেলো।

—তুমি তাকে মুসলমান না করেও বিয়ে করতে পারতে।

—আমি ত প্রথম থেকেই রাজী ছিলাম, বৌদ্ধ হতেও আমার আপত্তি ছিল না। তবে বাড়ীর সকলের অমতে আমি বিয়ে করবো মেয়েটা তা চায়নি। গুমরে গুমরে তাই পাগল হয়ে গেলো।

—যা হবার তা ত হয়ে গেছে, এখন বাসা বদলিয়ে লাভ কি।

BanglaBook.org

—এখানে থাকতে আমার আর মন চায় না। মেয়েটা যদি ভাল হয়ে যায় তবে আপনাদের আর মত চাইতে আসবো না।

পরে সকিনার কাছ থেকে আরও কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া গেলো। চিঠি লিখে মিলি জানিয়েছিলো যে, তার নিজের মুসলমান হতে আপত্তি না থাকলেও তার বাপ-মা সে-ব্যাপারে কিছুতেই রাজী নন। যে বাপ-মা এতদিন ধরে তাকে মানুষ করেছেন তাঁদের মতের বিরুদ্ধে সে কিছু করতে পারবে না, তাই জলিলের সঙ্গে আর দেখা না করাই মিলি ঠিক করেছে। জলিলও যেন তার সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে না চায়। যে-দুঃখ দূর করবার কোন উপায় দেখা যায় না তাকে মেনে নিতেই হবে, নিজের মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন। সে অবশ্য জলিলের মঙ্গল ও সুখ কামনা করে এবং তার কাছে মিলির শেষ অনুরোধ সে যেন এক ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে ঘর সংসার তাড়াতাড়ি প্যাতে। মিলি বলে যে কোন মেয়ে ছিলো তা যেন একেবারে ভুলে যায়।

চিঠিটা এমন কিছু অভিনব নয়, তবে মিলির পাগল হয়ে যাওয়াটা নিশ্চিতভাবে কিছুটা নাটকীয়। তবে মনের ভারসাম্য যখন হারিয়েই ফেলেছে তখন মনে করতে হবে সংঘাতটা তার পক্ষে বড় বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিলো। নিজের দুরন্ত আসক্তিতে এতটা নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলো মিলি যে তার থেকে আলাদা হয়ে কোন অস্তিত্ব মিলির কাছে খুবই নিরর্থক মনে হয়েছিলো নিশ্চয়, সাধ করে ত তার পাগল হওয়ার কথা নয়। আগেকার জমানায় মজনুরা পাগল হোত, এখন লায়লীরাও সে-পথে পা বাড়িয়েছে।

যৌবনে মেঘ-মেদুর কোন মুহূর্তে 'প্রেমের করুণ কোমলতা' কফিল সাহেবের মন হয়ত ছুঁয়ে যেতো কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে প্রেমের কলিজা-উপড়িয়ে-দেওয়া ত্রাস বা সারা অস্তিত্বকে আন্দোলিত-করা আনন্দ কখনও অনুভব করেননি। বেগম মহান মহিলা ছিলেন

BanglaBook.org

বটে তবে সে-ধরনের কাব্যিক চাহিদার কথা বিশেষ বুঝতেন না। ছোট ছেলে শান্ত, কিছুটা ভিতর-গোঁজা। কোন ব্যাপারে নিজেকে তেমন ধরা দিতে চায় না। কফিল সাহেবের কাছে সে মোটামুটি অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। কিন্তু তাকে নিয়ে কোন যুবতীর মনে কৃষ্ণচূড়ার আগুন-লাল পরাগের মত প্রেম অঙ্গারের ন্যায় জ্বলতে থাকবে আর শেষ পর্যন্ত তার নিরন্তর তপ্ততায় মেয়েটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিবে এটা আন্দাজ করা মুস্কিল ছিলো। নিজের কাছে এই ধরনের অনুভূতি কিছুটা বন্য মনে হলেও মিলির প্রতি এক আশ্চর্য স্বচ্ছ করুণা অনুভব করেন কফিল সাহেব। মিলির পাগল-হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এক মুহূর্তের জন্যও যদি তাঁর মনে জাগতো তবে ছেলেকে এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে তিনি ইতস্ততঃ করতেন না। অপরিচিতা মেয়েটার প্রতি যতটা মমতা জাগে নিজের ছেলের প্রতি ততটা নয়। আসলে মিলির এই উত্তাল ভালবাসার যোগ্য কি না তাঁর ছেলে সে-সম্বন্ধে কফিল সাহেবের মনে খটকা থেকে গেছে। মিলিকে নিয়ে তার ছেলের হতাশা বা ক্ষোভ কখনও বিয়োগান্ত নাটকের পর্যায়ে হয়ত পড়তো না। বাপের ও বাড়ীর আর সকলের উপর এমনি খুব চোট দেখাচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে আবার এক বিধবার বাসা কিভাবে বাগানো যায় সে-তালে আছে। এতদিন কফিল সাহেবের ধারণা ছিলো যে ছোট ছেলের মন বড় ছেলের মত অতটা পরিপূর্ণভাবে বৈষয়িক নয় কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে বড় ভাই থেকে এক কাঠি বাড়া। বিধবার বাসা ভাড়া নিয়ে বাপের বাড়ী—যেখানে জন্ম থেকে বেড়ে উঠেছে—ছেড়ে যাচ্ছে। এখানে থাকলে নাকি তার সভ্য মন পচে যাবে। ভাল। নূতন আস্তানা গড়তে চাও তোমায় আমি বাধা দিবো না। এ ধরনের জিনিস চোখের সামনে ঘটতে এখন হামেশাই দেখছি। ওতে আর তাজ্জব হবো না। এখন বুঝতে পারছি আমার পুরনো ইমারৎ থেকে চূণ বালি খসে এক একটা ইট

BanglaBook.org

আল্‌গা হয়ে আসছে, কিন্তু তাই বলে সে ইমারৎকে নিজের মন থেকে বিতাড়িত করতে পারি না।

বিক্ষুব্ধ মন এ্যালবামে প্রবোধ খুঁজতে চায়। বেগমের ছবিটা চোখের সামনে খুলে সেদিকে অনেকটা নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কফিল সাহেব। ষোল বছরে যখন বেগম ডগমগো যুবতী ছবিটা সে সময়ের। আনন্দ-বঙ্কিম ভঙ্গিমা মুখের সলাজ হাসিকে চুক্ষরভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সময়ের অমোঘ স্পর্শ থেকে কিন্তু ছবিটা বাদ পড়েনি, কিছু কিছু ছোপ পড়েছে। কি শাড়ী পরনে ছিলো বেগমের বা কি ব্লাউজ আজকে তা আর জানবার উপায় নেই, সে-বেচারী কবে যে মরে মাটি ও হাড় এক হয়ে গেছে। কিন্তু তার সলাজ খুশী এতদিন পরেও কফিল সাহেবের বিরিক্ত মনে কি গাঢ় সম্ভাষণ নিয়ে আসতে চায়। যেন গতকালও এই মুখ বেলির সৌরভে পুলকিত হয়ে উঠেছিলো। প্রতিটা জীবন-সঙ্গিনী যে নির্যাসে নিরুপমা, আগামী কাল সকিনাও যে নির্যাস গ্রহণ করবে, তা বেগমের এই প্রতি-কৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবার সকরুণ কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা করে।

চল্লিশ বছর আগেকার সেই যুবক কফিল এখন কোথায়। কোথায় সে মালতিবিতান গিনি-সোনা তারা যাকে পুলকিত রহস্যে ভরে দিতো, কোথায় সেই পরিচিত বাঁশ ঝাড় যার মাথার উপর দিয়ে শনশনে হাওয়া বৈশাখী মেঘকে কালচে কালচে পুঞ্জে উড়িয়ে নিয়ে যেত। কোথায় আমার মা যে তার তুলহিন বিবিকে আদর করে ঘরে তুলে নিয়েছিলো। কোথায় সেই প্রশান্ত প্রশস্ত দিন-গুলো। আমি এখন নড়বড়ে বুড়ো, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আল্গা হয়ে খসে পড়ছি। এখন শুধু জবুথবু চেতনার উপর নির্ভর করে দিন কাটাচ্ছি—তাতেও ছেদ পড়ে, বিস্মৃতি দেখা দেয়।

বড় ছেলের ছবিটাও অন্য এক কাহিনী বলে। সাত বছরের কিশোর খরগোশের সঙ্গে খেলা করছে। খরগোশের ভীরু ভীরু চোখ কিশোরের তন্ময় চাউনির সঙ্গে কি নিপুণ মিতালি পাতি-

য়েছে। সরলতার সেই নির্মল জগতে ভবিষ্যৎ কালিমার কোন চিহ্ন নেই। অথচ সেই ছেলে ধীরে ধীরে, বাপের প্রার্থনাকে অতিক্রম করে, এমনভাবে বদলে গেলো যে এখন তার সম্বন্ধে তার নিজের মেয়েরও খটকা জাগে।

তরুণী দুলারীও সখির কাঁধে হাত দিয়ে হাস্যরতা, যেন দুনিয়ার সমস্ত সংগোপন মাধুর্য তারা একই সঙ্গে আবিষ্কার করেছে। সেই মেয়েই এখন মা না হতে পারার ব্যর্থতায় গুমরাচ্ছে। এখন স্বামীর সঙ্গে দুলারীর কি রকম সম্পর্ক, কে জানে। অনেকদিন ধরে তাদের কোন খবর নেই।

ছকের পর ছক নিয়ে জীবন গড়া। আলাদাভাবে যতক্ষণ ছকের অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ মনে হয় সেটাই আসল। সে-ভাবেই এক ছক আর ছকের জের টেনে চলে। কোন বিশেষ এক ছকের পৃথক প্রাণ ও সৌরভ—যেমন জন্ম ও বিবাহ—স্মৃতি বহন করতে থাকে, কিন্তু অপস্রিয়মান ছকগুলো কখনো ফিরে আসে না। সে-বেগমও আর নেই, সে দুলারীকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবুও সমাজে যদি মহত্বের কোন সম্ভাবনা থাকতো তাহলে নিজের অবধারিত ক্ষয়ের সীমান্তে দাঁড়িয়ে মন এতটা বিক্ষুব্ধ হোত না। এখন এক এক করে যে-সব ছক চারদিকে নিজেদেরকে জাহির করছে আর একত্রে যে পরিবেশ গড়ে তুলছে সেখানে কফিল সাহেব দেখতে পান শুধু অচেনার আতঙ্ক। কোন পেলব অনুভূতি নেই বা কোন দরাজ চিন্তা। নিজের পরিধিতেও সংগ্রহের খেলায় এক ছক আর এক ছকের সঙ্গে নিরন্তর সংঘাতে লিপ্ত। স্বার্থ, ছল ও প্রতারণার হাতিয়ার চারদিকে ঝনঝন করে উঠছে। ওদের খেলায় কোন বাধা সৃষ্টি করলে গা থেকে চামড়া তুলে নেবে।

এই দূষিত পরিবেশেও সহসা ব্যতিক্রম সূর্যের উজ্জ্বল হাসি নিয়ে আসে। আবদুল হাকিমের দোকানে এক জুম্মার বিকেলে ইউসুপগুল কিনতে যাবার সময় আচানক সুলতানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সুলতান জগন্নাথ কলেজে বছর

BanglaBook.org

খানেক কফিল সাহেবের সহকর্মী ছিলো, পরে এক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ভাল এক চাকরী পায়। মাঝখানে আর দশ বছর দেখা হয়নি, যদিও লোকমুখে সুলতানের কথা কফিল সাহেব অনেক শুনেছেন। যে শাঁসালো পদে সুলতান অধিষ্ঠিত তাতে প্রলোভন বিস্তর কিন্তু সুলতানকে মচকাতে পারেনি। বেবী ট্যাক্সী বেসুরো এক আওয়াজ করে থেমে যাবার পর সুলতান মুখ বের করে গলার পর্দা একটু চড়িয়ে বলে: এই যে স্যার, অনেকদিন পরে দেখা হোল। ভালই আছেন ত মনে হয়।

বাতাসে সুলতানের চুলগুলো একটু এলোমেলো হয়ে গেছে কিন্তু দশ বছর আগেকার তার মুখের সেই কচি ভাব এখনও বদলায় নি। সেই জমানার ভালমানুষিও তার চোখ নাক মুখ বজায় রেখেছে। তার দিকে এক ঝলক চেলেই বিক্ষুব্ধ মন কেমন যেন শান্ত হয়ে যায়। বয়সে কুড়ি বছরের তফাৎ হলেও দুর্লভ এক সহজ প্রাজ্ঞতায় সুলতান কফিল সাহেবকে ছাড়িয়ে গেছে। তার মুখের বেপর্দা হাসিতে সেটাই যেন প্রতিফলিত হচ্ছে।

—সুলতান সাহেব নাকি, কোথায় আছেন এখন, আপনার চেহারা ত একদম বদলায়নি দেখছি।

—আছি স্যার যেখানে ছিলাম সেখানেই। মেওয়া না খেলে কি আর চেহারা বদলায়, লোহালক্কড়ে মনটা একেবারে থেৎলে গেছে।

—এত লোহা-লক্কড় কেন, বাড়ী করছেন নাকি।

—বাড়ীর লোহা-লক্কড় নয় স্যার, কাজের হাতুড়ির কথা বলছিলাম। মোহাম্মদপুরে সাত কাঠা জমি যোগাড় করেছি বটে তবে মঞ্জিল দূর আস্ত। বিশেষ কোন কাজ না থাকলে স্কুটারে উঠে পড়ুন, স্যার। বহুদিন সাহিত্যালাপ হয়নি।

—আপনিই আসেন না আমার গরীবখানায়, এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।

—ঘণ্টাখানেকের পথ হলেও অসুবিধা হতো না, তবে বউ রেগে টঙ্গ হয়ে আছে। কালকে তার এক খালাতো ভাইয়ের বিয়ের

BanglaBook.org

কথা পাকাপাকি হোল, আমি যেতে পারি নি। হাতে যে প্যাকেট দেখছেন স্যার তা হোল ঘুষ। বিলিতি সাবান আর সেণ্ট আছে। আপনাকে দেখলে শ্রীমতীর মেজাজ আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, অন্তত আপনার সামনে মেজাজ দেখাতে পারবে না।

—এই 'ক্রাইসিস' এর সময় আমার যাওয়া কি ঠিক হবে।

—খুব ঠিক হবে। দশ বছর পর হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার পেছনে খোদার হাত আছে। উঠে পড়ুন স্যার।

কফিল সাহেব তাই করেন।

স্কুটার ছেড়ে দেবার পর তার আওয়াজ যখন স্বাভাবিক হয়ে আসে তখন কফিল সাহেব বলেন : স্ত্রীর খালাতো ভাইয়ের বিয়ের কথা যখন পাকাপাকি হয় তখন সেখানে হাজির থাকা ফরজ কাজ।

—তা আজ থেকে বুঝছি, স্যার। গিন্নীর কথা এখন যেন নাংগা পর্বতের বরফ। তার খালাতো ভাইকে আপনি চিনবেন, সাফদার সাহেবের ছেলে, সাফদার সাহেবের কথাও আপনি আগে মাঝে মাঝে বলতেন স্যার।

—সাফদারের ছেলে?

—জী।

অপ্রত্যাশিত খবরের ধাক্কা সামলিয়ে কফিল সাহেব বাইরের দিকে একটু চোখ ঘোরান। সামনে এক চড়ুই পাখী খুব মন্দ গতিতে রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছে। পাতা-কুড়ানো এক মেয়ে সামনাসামনি পড়ে যাওয়ায় তার মাথার উপর দিয়ে পাখীটা কোন-মতে উড়ে গিয়ে আবার জমিনে পা ফেললো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে কফিল সাহেব লক্ষ্য করলেন, পাখীটার বাঁ পায়ের আঙ্গুল নেই। নিশ্চয় কোন মানব-সন্তানের কাজ। পাখীরা পাখীকে এ-ভাবে নির্যাতন করে না।

সাফদারের ছেলের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলো অথচ তাঁকে একবার জানালোও না। সে-দিনের কথা কাটাকাটিতে সাফদার

BanglaBook.org

নিশ্চয় খুব রেগেছে, নইলে এ-খবরটা অন্তত দিতো। বিয়ের দু'দিন আগে একটা কার্ড হয়ত এখনও এসে পড়তে পারে।

তার বসবার কামরায় সোফায় এলায়িত এক যুবককে দেখিয়ে সুলতান বলে : আমার ভাই বশির। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

—ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পক্ষে বয়স একটু কম মনে হয়।

—বয়স আসলে সাতাইশ, আমাদের পরিবারের সকলের মুখেই একটু কচি ভাব আছে।

ভাইয়ের মন্তব্য শুনে বশিরের মুখে হাসি ও সঙ্কোচের মাঝামাঝি এক ভাব ফুটে উঠে।

—সাতাইশ বছরে আমাদের সময় কাউকেও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হতে দেখিনি, পাকিস্তান হয়ে মাশাল্লা অনেক পথ খুলে গেছে।

—এম. কম এ ফার্স্ট ক্লাশ, ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা পাশ করেছে। নিজের দায়িত্বে তেমন পার্টি হলে লাখ খানেক টাকা এ্যডভান্স করতে পারে। আমি বলেছিলাম কোথাও একটা ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দি, লাখ খানেক টাকা এ্যডভান্স করে দাও। পরে সাইন বোর্ড গুটিয়ে নিলেই হবে, তাতে রাজী হয় না।

এবার বশির এত বিব্রত বোধ করে যে কানের ডগা শুধু রেঙেই ওঠে না, কামরা থেকেও ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়।

তবুও সুলতানের কথা থামে না : আপনি একটু বসুন স্যার, আমি ভিতর থেকে এখনই আসছি। ভিতরেই সব চাবিকাঠি কি না।

ভিতরে পারিবারিক কি মন্ত্রণা হয় কফিল সাহেব বিস্তারিত তা জানতে পারেন না তবে সুলতান গিন্নীর এক চাপা শাসানি শোনা যায় : তোমার কথার তোড় একটু কমাও, উনি কি মনে করবেন।

কি ম্যাজিক হয়েছে কে জানে, কণ্ঠে সে হিমশীতল ভাব আর নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে সুলতান বলে : ঘনঘটা কেটে গেছে স্যার। আপনাকে সঙ্গে এনে লাভ হয়েছে। চায়ের কোয়ালিটিটাও ভাল হবে।

BanglaBook.org

—কই আপনার ড্রইং রুম-এ তেমন শান শওকত নেই, আর গাড়ীও দেখলাম না। তাহলে এতদিন ধরে এমন একটা চাকরী করে আপনার ফায়েদা কি হোল।

—অন্তত চারবেলা খেতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। শ্রীমতীকে মাঝে মাঝে উপহার এনে দিতে পারি আর অসুখ বিসুখে ডাক্তারের ফি কি করে যোগাবো তা ভাববার দরকার হয় না। সাধে কি মাষ্টারী ছেড়ে এ চাকরী নিয়েছিলাম স্যার।

—কিন্তু আগেকার বইগুলো ত খুব যত্নে রেখেছেন দেখছি।

—ওটা হোল আমার 'ক্রামবলিং ভ্যালুজ'-এর অবশিষ্ট। অতীতের স্বপ্নের স্বাক্ষর।

—এখনও নিশ্চয় পড়াশুনা করেন।

—আগের চেয়ে অনেক কম। তবে ওরই প্রভাবে অফিসের গাড়ী অফিসের কাজ ছাড়া এখনও ব্যবহার করি না। নইলে আপনাকে '৬৭ মডেলের চকলেট রঙের এক মার্সিডিজ দেখাতে পারতাম। সে-গাড়ীতে চড়বার সময় কিন্তু আমি অন্য লোক। আমার ঘাড়টা কেমন একটু সম্ভ্রান্তভাবে বেঁকে যায়। আমার চাউনিতে দুর্ভেদ্য এক 'ডিগনিটি' আসে।

ফোনটা বেজে উঠে।

—হ্যাঁ, সুলতান বলছি। ওঃ, জামান সাহেব, আচ্ছা বলুন। কিসের ইনডেণ্ট। না ভাই ওটা কি করে বলি। বাসায় আমার সঙ্গে দেখা করে করবে কি। যা 'প্রসিডিওর' আছে সে-মতেই করা হবে। তার ইনডেণ্ট যদি 'লোয়েষ্ট' হয়ে থাকে তাহলে ভাববার কি আছে। বড় সাহেব কি করবেন সেটা ত আমি বলতে পারিনা, তবে বিধিমত 'লোয়েস্ট ইনডেণ্ট' হলে সেটা নিশ্চয় আমি নিয়মমাফিক বিচার করে দেখবো। অন্যে চাপ দিলে সেটা আমি থামাবো কি করে। অর্ডার দেওয়ার ক্ষমতা ত আমার নেই। মিস্টার খানকে আমি বলতে যাবো কেন, আমার যা বলবার তা লিখিত

BanglaBook.org

ভাবেই বলবো। কোন ফাঁক থাকলে সেটা আমি পূরণ করবো কি করে। দেখেন ভাই ও-কথা আমাকে বলবেন না।

কথা শেষ করে রিসিভারটা একটু জোরের সঙ্গে রেখে দিয়ে সুলতান কফিল সাহেবের দিকে চেয়ে তার সেই নিরাভরণ হাসি হেসে বলে: এইসব সময় মনে হয় মাস্টারীটা কেন ছাড়লাম। কত যে নোঙরা ব্যাপার কি আর বলবো স্যার, শুনলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন।

—আমি এখন আর নিষ্পাপ যুবক নই। ফোনের কথা শুনেই অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছি। চারদিকে হামেশাই এ-ধরনের ব্যাপার হচ্ছে, এখন এ-সবে 'নভেলটি'ও খুঁজে পাওয়া যায় না।

—মাস্টারী করতে পারলে সমাজকে হয়ত কিছু দেওয়া সম্ভব হোত। এখন লোহা লক্কড় আর সিমেণ্টের কাজ করে বিবেকের সে-তাড়া আর অনুভব করিনা। বিবেককে আধাআধি ভাগ করে চলছি। নিজে জেনেশুনে অসৎ কিছু করিনা কিন্তু আর সকলে করলে আগেকার মত অত মাথা ঘামাই না এখন। মাস্টারীই আমার আসল পথ ছিলো জেনেও এ-পথে এলাম। সেখানে বিবেককে বেশী ফিসফাস করতে দিই নি। মাসের শেষে চেক হাতে এলে তার পরিমাণটা লক্ষ্য করে মনটা খুশীই হয়ে ওঠে। আরে আমি মোহাম্মদ আবদুস সুলতান প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও ট্যাক্‌স বাদ দিয়ে পনেরো শ' টাকা মাইনে পাই। বাবা, আমি কম কাবেল। আমাদের সমাজে আমার পর্যায়ের কর্মচারী আর কজন আছে। কিন্তু হাজার সুযোগ থাকলেও ঘুষ খাবো না, 'ট্রান্সপোর্ট মিসইউজ' করবো না। তখন আবার বিবেকের সঙ্গে দোস্তি করি। সব মিলে তাই বেশ ভাল আছি। মনও ভাঙে না, পেটও তার রসদ খুঁজে পায়।

—তাতেও ত কিছু মান ও রুচি তৈরী করছেন, সেটাই বা আজকাল পাওয়া যায় কোথায়।

BanglaBook.org

—কি মান আর রুচি তৈরী করছি খোদাই জানেন, তবে আমি স্যার আশাবাদী। যে বিভ্রান্তির চাকায় আমরা পড়ে গেছি সেখান থেকে এক সময় আমরা বেরিয়ে আসবোই।

অনেকক্ষণ ধরে কফিল সাহেব দক্ষিণ দিকের দেয়ালে এক কিশোরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করছিলেন, হাসিতে ও সারল্যে অনবদ্য। সুলতানের কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রতিকৃতিটার দিকে চেয়ে বলেন : ছবিটা কার, এমন মন মাতানো হাসি খুব কম দেখেছি।

মুহূর্তের জন্য সুলতানকে খুব উদাস লাগে : সে ত আর নেই স্যার, আমার মেজ ছেলে।

—আহা, কি হয়েছিলো।

—লিকিউমিয়া।

—ওই সুন্দর ছেলেটার। খুব দুঃখিত হলাম, জানলে ও কথাটা আর জিজ্ঞেস করতাম না।

—তিন বছর হল ছেলেটা মারা গেছে। এখনও একা থাকলে মাঝে মাঝে কাঁদি। তবে জানেন কি স্যার ওই ছেলেটা মারা গিয়ে আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে। আমার মনে হয় অন্যের দুঃখ লাঘব করার মধ্যেই মানুষের সুখ। নিষ্পাপ ছেলেরা কেন এত যাতনা পায় খোদাকে হাজার বার জিজ্ঞেস করেও মানুষ জবাব পায় নি। আমি তাই সে-প্রশ্ন করি না। সমুদ্রে কেন ঢেউ ওঠে কে বলতে পারে। কি ঘটনায় কি নিয়ত পুরো হচ্ছে তা মানুষের সব সময় জানবার কথা নয়। আমার ছেলে অবশ্য আমার কলজের টুকরো, কিন্তু এ-রকম কত ছেলে চারদিকে কত যাতনা, রোগ ও তাপে পুড়ে মরছে সে-হিসেব কি কখনও আমরা করে দেখি। বায়তুল মোকাররম বা জিন্নাহ্ এ্যাভিনিউর ফুটপাতে এ রকম ছবি কত আমরা দেখি কিন্তু তাতে কি আমাদের সিনেমা যাওয়া বন্ধ হয়। আসল কথা হোল স্যার এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে অনাহারে বা চিকিৎসার অভাবে কেউ মারা যাবে না।

BanglaBook.org

—সেটা মানলাম। কে তেমন সমাজব্যবস্থা না চায়। কিন্তু তাতে নিষ্পাপ শিশু যন্ত্রণাদায়ক রোগে মারা যায় কেন তার ত কোন জবাব পাওয়া যায় না।

—তাতেই হয়ত খোদার সঙ্গে মোকাবেলা করবার সুযোগ ঘটে। সৃষ্টির পেছনে যদি কোন উদ্দেশ্য থেকেই থাকে তবে মানুষের তৈরী সমাজের সঙ্গে তার সব-ব্যাপারে মিল থাকবে তা আমাদের ভাবা উচিত নয়। তাই বিচ্ছিন্ন ঘটনায়, তা ব্যক্তিগতভাবে যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, মুষড়ে না গিয়ে মানুষের মহান ভবিষ্যতে আস্থা রাখতে হবে। আমার ছেলে লিকিউমিয়াতে মারা গিয়েছে সে-আঘাত বাপ হয়ে আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো না, তবে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবার পক্ষে সেটা ত কোন বাধা নয়।

—ঠিক বলেছেন, তবে কথা হোল কি এ-ব্যাপারে ত আমাদের সমাজে তেমন কোন তাড়া দেখি না। আপনার মত এ-ধরনের চিন্তাই বা কজন করে।

—ওই যে স্যার আপনি বলেছিলেন কিছু চারা তৈরী করা। নিজের ক্ষেত্রে যদি আমি তা করতে পারি তবে একদিন তার ফায়েদা দেখা দেবেই। অনেক অনেক শীত ধরে এই বীজ হয়ত উপ্ত হয়ে থাকবে কিন্তু এক নববসন্তে ফুল হয়ে আবির্ভূত হবে। বর্তমান সমাজের যদি ছোট একটা ফাঁকও আমি পূরণ করে যেতে পারি তবে সেটাই আমার অস্তিত্বের সার্থকতা। আপনাকে মন খুলে বলতে পারি স্যার এখন কোন শিশুর যাতনা দেখলে আমার মধ্যে যে বাপ সে শিউরে ওঠে, ভাবে মেজ ছেলেই বুঝি ভোল বদলিয়ে ফিরে এসেছে।

এই আলোচনা আরও চলতো চাকর যদি চা নিয়ে এসে হাজির না হোত। গরম শমুসা, নিমকি ও সিমাই কফিল সাহেবের কৃতজ্ঞ নাকের ভেতর সুরভি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। চাকর সুলতানকে জানান দেয়ঃ আম্মা ডাকছেন।

BanglaBook.org

—আপনি আরম্ভ করে দেন, আমি এখুনি আসছি। বলে সুলতান অন্দর-মহলের তলবের সাড়া দেয়।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে কফিল সাহেবের সঙ্গে এক-সঙ্গে নাস্তা খেয়ে সুলতান একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে: কিছু মনে করবেন না স্যার, সাফদার সাহেবের বাসায় একটু যেতে হয়। নইলে গিন্নীর সঙ্গে সন্ধি হয়ত বেশীক্ষণ টিকবে না। আপনাকে পেয়ে খুব খুশী হ'লাম। একদিন আপনার বাসায় গিয়ে আবার এই পাগলের মত কিছুক্ষণ কথা বলে আসবো।

—আপনার ভাইকে আর দেখলাম না। খুব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলেন মনে হোল।

—ওর ত আর গিন্নীর বালাই নেই তাই যখন যা খুশী তাই করে। অপ্রস্তুত ও বেশীক্ষণ থাকে না, একটু আলাপ হলেই দেখতেন কেমন ঝিকমিকিয়ে কথা বলে।

—একবার সময় করে আসুন আমার এখানে। গিন্নী ও ভাইকেও নিয়ে আসবেন।

—নিশ্চয় স্যার। চলুন আপনাকে নীচে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দি। মার্সিডিজ থাকলে আপনাকে দিয়েই আসতাম।

—নীচে আর নামতে হবে না। খুব খুশী হলাম আপনার সঙ্গে কথা বলে। বুড়ো হয়েছি বলে আজকাল আর কেউ তেমন কথা বলতেও চায় না। আবার হয়তো একদিন এসে হাজির হব।

—যখন আপনার খুশী স্যার আসবেন। আর আমি থাকলে আপনাকে কথার মধ্যে ডুবিয়ে রাখবো, তখন আপনারই হয়ত ফাঁপর লাগবে।

—সে রকম ফাঁপর ত মনে প্রাণে চাই। আচ্ছা আসি এখন।

—দোয়া করবেন স্যার।

—দীল ও জানের সঙ্গে দোয়া করি, আমার দোয়া যদি কাজে লাগে।

BanglaBook.org

বেরিয়ে এসে প্রথমে কিন্তু সুলতানের ভাইয়ের কথাই মনে পড়ে। ভারী সুদর্শন ও সংযত। যদি নাতজামাই করে আনা যেত। বসন্ত হওয়ার পরে একটা দাগ সকিনার মুখশ্রীকে দিনের আলোতে কিছুটা ভেঙচায় বটে, তবুও এখনও সব মিলে সে বেশ লাবণ্যময়ী। সুলতানের ভাইয়ের সঙ্গে মানাবে ভাল। অবশ্য ইউনিভার্সিটির সেই ছেলেটার প্রতি সকিনার বর্তমান মনোভাব কি তা কফিল সাহেবের জানা নেই, সেখানে টান থেকে গেলে এ-দিকে চেষ্টা করা ফজুল। তবে আজকাল যেন বাসায় সেই ছেলেটার কথা কেউ তেমন আলোচনা করে না আর সকিনাও রোগ থেকে উঠবার পরে তার আত্মবিশ্বাস অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। মাঝখানে ত খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলো। এখন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেও চাউনি থেকে সেই বিষাদের ভাব পুরোপুরি যায়নি। সুযোগমত সতর্ক হয়ে কথাটা পাড়তে হবে।

বাইরে হেমন্তকালের সন্ধ্যা কুহেলির মত সাদা রেখায় এক পর্দা সারা শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে। পরিচিত গাছপালাগুলো এক নীল-সাদা বোরখা পরে রহস্যের ফুলকি ছড়াচ্ছে অযুত তারার সুদূর মন্ত্রণায়। হ্যাজাক বাতিতে ফুটপাত-বিপণি বিভিন্ন রঙের সওদাতে উজালা। প্লাস্টিকের স্যাণ্ডেল, গেঞ্জী, ফ্রক, গামছা, গাছ-গাছড়ার ওষুধ, সস্তা খেলনা ফুটপাতের দুই কোণা ছেয়ে ফেলেছে, মাঝখান থেকে সাবধানে পথ করে নিতে হয়। ক্রেতা, আমোদিত দর্শক ও চঞ্চল পথচারীর বিশৃঙ্খল গতিবেগে ও উদ্দীপ্ত কথায় জায়গাটা গুলজার। কারও হাত কফিল সাহেবের কোমরে এসে টোকা মারে, কারও থুথুর ছিটে সামলাতে গিয়ে অন্য আর একজনের সঙ্গে ঠোক্কর লেগে যায়। বেশীর ভাগ মোটর প্রখর-ভাবে হেড লাইট জ্বালিয়ে রিকসা ও স্কুটারওয়ালাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়; সেই বিভীষিকার মধ্যে বাতি না জ্বালিয়েই নিজেদের দুঃসাহসিক বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে কয়েকজন নিশ্চিন্ত মনে সাইকেল চালাচ্ছে। স্তূপীকৃত জঞ্জালের অবিরত দুর্গন্ধকে উপেক্ষা করে কয়েকজন রাস্তার

পাশে বেঞ্চি পেতে হল্লা জুড়ে দিয়েছে আর সেই হল্লার সঙ্গে তাল রেখে একজন দরাজভাবে গলা সাধছে। গানের চরণগুলো শুনে কফিল সাহেবের চরণ সেখান থেকে পলাতক হতে চায়, কিন্তু এক বিড়াল বেঞ্চের কাছে আয়েসী ভঙ্গীতে বসে কান খাড়া করে সে গানের ঘোরতরভাবে পুরুষালী ব্যঞ্জনা উপভোগ করছে।

কিছুক্ষণ আগেও সুলতানের সঙ্গে যে উচ্চমার্গের আলোচনা হয়ে গেলো তার কোন প্রতিধ্বনি কিন্তু এখানে নেই।

ছোট ছেলে শেষ পর্যন্ত বাসা ছেড়ে চলেই গেলো। মনে মনে কফিল সাহেব এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিন্তু ধাক্কাটা আসলে যখন এলো তখন ভেতরে তিনি দুমড়িয়ে ভেঙে পড়লেন। আঘাতটা প্রচণ্ড হয়ে বাজলো এই জন্য যে, কফিল সাহেব যখন ভোরের দিকে নাস্তা খেয়ে একটু সওদা করতে বেরিয়েছিলেন সেই অবসরে ছেলেটা চলে যায়। বাড়ীর আর সকলে বাপের সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছিলো, তবে সে রাজী হয়নি। বলে-ছিলো, বাপের জানা আছে।

শাদী হওয়ার পর মেয়েরা এক এক করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। তাতে দুঃখের সঙ্গে আনন্দও ছিলো। মেয়েরা নিজেদের সংসার পাতবে, সেখানে স্বামীর আদরিণী গরবিনী হয়ে থাকবে—এটা বাপের পক্ষেও স্বস্তির চিন্তা। তাই তাদের বিদায়ে সাময়িক বিষাদ ছাড়া কফিল সাহেব স্থায়ী কোন ক্ষোভ অনুভব করেন নি। কিন্তু ছেলের বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া—তাও বিয়ের আগেই—বদলানো জামানার ক্রুর এক ছোবল বলে মনে হয়। তাই মনের আন্দোলন ও হতাশা চাপবার জন্য কফিল সাহেব বাগান তদারক করবার কাজে লেগে যান। লাহোর-থেকে-আনানো সেই তেজী গোলাপ-চারা ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে আর আশে-পাশের বাতাসকে আতরের সুবাসে ভরে দিয়েছে। সানন্দে

BanglaBook.org

নাক সে-সুবাস গ্রহণ করে। ডালিয়া ও কস্‌মস-এর চারা বেশ বাড়ছে। জিনিয়া এখুনি কয়েকটা ফুটেছে তবে আর কয়েক সপ্তাহ পরে তাদের পরিপূর্ণ শোভা দেখা যাবে। ফ্লকস, পসি ক্রিসান-থিমাম মাটির তলায় তাদের আসন্ন রূপান্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। কয়েকটা বীজ ঠিকমত বাড়বে না, মাটিতেই মিলিয়ে যাবে। বাকী বীজগুলো মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে, পরিমিত রোদ মেখে, হাওয়া খেয়ে ডালে পাতায় বাড়তে থাকবে। তারপর ধরবে কুঁড়ি। বেশ কিছুদিন ধৈর্য ধরে নিজেকে পুষ্ট করবে তারপর যে-মুহূর্তে বুঝবে তার প্রস্তুতি শেষ ঝল্‌কে উঠবে পরাগে ও রঙে। চার-দিকে ছড়িয়ে দিবে নিজের জাগরণের উল্লাস। সবশেষে সময়ের অবধারিত নির্দেশে নিজের বার্ধক্য বিলম্বিত না করে ঝরে পড়বে। তার বীজ থেকেই হয়ত আবার আগামী ঋতুর অঙ্কুর বেরুবে।

—কি দাদু, খুব যে বাগান করছো দেখছি। পেছন থেকে সকিনার স্বর প্রার্থিত চমকের মত আত্মাতে নূতন অনুরণন তোলে।

—তা আর কি করবো বুবু, নূতন দাদী ত' আনতে দিলে না।

—নূতন দাদী এলে সারাদিন তাকে নিয়েই বুঝি থাকতে, দু'জনের ফোকলা দাঁতে তখন গল্পটা খুব জমতো।

—আমার দাঁত ফোকলা হতে পারে, তাই বলে ফোকলা দাঁতের মেয়ে ঘরে আনতে যাবো কেন।

—ও বাবা, ওদিকে দেখি এখনও সখ আছে, ষোড়শী আনতে চেয়েছিলে নাকি।

—তোমরা কি আর সেটা হতে দিতে। সে দুঃখের কথা আর কাকে বলি বুবু।

—যাই বলো না কেন, ছোট চাচার ওভাবে ঘর ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। সকিনা প্রসঙ্গটা বদলিয়ে ফেলে।

—সে ত কোন ব্যাপারেই কারও পরওয়া করলো না। ওই মিলি মেয়েটা পাগল হয়ে গেলো সেটাও আমাদের দোষ ধরলো। সে-ভাবে যদি বলতোই ছেলেটা যে মিসিকে সে বিয়ে করবে

BanglaBook.org

আমি কি আর না করতাম। আর না করলেই বা শুনতো কেন? তখন না হয় বিয়ে করে দরকার হলে ঘর ছেড়ে চলে যেতো। তার মা এখন নাই বলেই এ-কাণ্ডটা সে করতে পারলো, বাপের কথা ভাবা সে-দরকার মনে করেনি।

—তবে মেয়েটা যখন এসেছিলো তখন তোমরাও দাদু কেমন মুখ ভার করে ছিলে: তাতে বড় দুঃখ পেয়েছিলো মিলি।

—একেবারে অজানা মেয়ের সঙ্গে কি ভাবে মন খুলে কথা বলা যায় তুমিই বল না বুবু। তাও ওরকম অবস্থা জেনে।

—চাচা কিন্তু ওই বিধবার ঘরে গিয়ে ভাল করেনি। ভদ্র-মহিলা সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়।

—তা গেলেও ওকে সে-সব এখন বলতে যাবে কে, এমনিতেই যা আচরণ করলো। যাক্, যেখানে গেছে সেখানে যেন ভাল থাকে। খোদা ওর হায়াত দারাজ করুন। তা তোমার খবর কি বুবু, কিছু যদি মনে না করো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

—একটা কেন হাজারো কথা জিজ্ঞেস করতে পারো। জবাব দিতে ইচ্ছে করলে দেবো।

—তোমার সেই ইউনিভারসিটির বন্ধু কেমন আছে।

প্রশ্নটার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আশ্চর্য রকমের হয়। এতক্ষণ সকিনা কফিল সাহেবের সঙ্গে ডালিয়ার বেড়ের পাশে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি কথা বলছিলো। কফিল সাহেবের প্রশ্নটা শুনে তার থুতনী প্রবলভাবে কেঁপে ওঠে আর সকিনা পেছনে কাঁঠাল গাছের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এক ফোঁটা ডগমগে চোখের পানি কিন্তু সকিনা কফিল সাহেবের দৃষ্টি থেকে ঢাকা রাখতে পারেনি।

নিমেষেই অবশ্য সকিনা প্রকৃতস্থ হয়ে যায়, তারপর তার ভাবান্তরকে গাঢ় স্বরে প্রতিফলিত করে বলে: ওই রোগের পর পরই সে আমার দিকে আর চায় না। কথাটা শুনে তোমরা সকলে হয়ত খুশী হবে। ব্যাকুল ভাবে ‘সকিনা’ বলে ডাক দিয়ে

BanglaBook.org

বাত-মন্থর দেহকে আবেগে চাবকিয়ে তুলে কফিল সাহেব সকিনার দিকে ছুটে যান; কিন্তু তার আগেই দৌড় দিয়ে সকিনা বাসার ভেতর চলে যায়। অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেলে পরের দিন মাথাটা যেমন খালি খালি লাগে, কফিল সাহেবেরও সেই মুহূর্তে তেমনি মনে হয়। শুধু স্তব্ধতা নয়, স্নেহের অনভ্যস্ত দুরন্ত জোয়ারে হৃদয়ের সব দরজা জানালা ভেসে যেতে চায়। সেই কবে পড়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'। সেই কাহিনী বহু পুরনো এক ছবি নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে যদিও এই বিশেষ ঘটনার সঙ্গে তার তেমন মিল নেই। বাপের বাড়ী ছেড়ে স্বামীর গৃহে যাবার সময় যুবতী শ্রীময়ী শকুন্তলা সব গাছ-গাছড়ার কাছ থেকে অত্যন্ত আপন জনের মত বিদায় নিচ্ছিল। প্রেমের জটিল মন্ত্রণা শকুন্তলার মনকে তখন হয়ত পীড়িত করেনি, কন্যার সরল স্নেহেই সম্ভবতঃ তার হৃদয় ভরপুর ছিলো। তবুও সেই-ছবিটা প্রেমের প্রথম বোধনের প্রতীক হয়ে কফিল সাহেবের মনে রয়ে গিয়েছিলো, আজকে সকিনার চোখের পানিতে তা আবার নবজন্ম নিলো।

জাফরের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বেড়েই চলেছে। মোটর গাড়ীতে চড়ে যারা আসে তাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তির দিকে, এমনকি পড়শীরাও সলাহ, পরামর্শের জন্য জাফরের কাছেই বেশী যায়। পড়শীদের মধ্যে যারা প্রধান তারা দু'একজন মাঝে মাঝে কফিল সাহেবের কাছে এখনও আসে। অতীতের সুখ-দুঃখের কথা বলে, পারিবারিক সঙ্কট কি ভাবে নিরসন করতে হবে সে-ব্যাপারে উপদেশ চায়। জাফরের প্রতি ঈর্ষা লেগে থাকলেও—নিজের ঘরের প্রতিপত্তি এ-ভাবে ক্ষুন্ন হতে দেখলে ঈর্ষা না জেগেও উপায় নেই—সে যে প্রতিবেশীদের নানাভাবে সাহায্য করে তা অস্বীকার করা যায় না। কাউকে চাকরী জুটিয়ে দেয়, কাউকেও পারমিট। টাকা দিয়ে কয়েকজনকে নিয়মিত সাহায্য করে, তাদের মধ্যে শোনা যায় পাড়ার গুণ্ডারাও আছে। এ-ধরনের লোকরা

BanglaBook.org

কফিল সাহেবকে 'মাষ্টার সাহেব' বলে এখনও সালাম দেয় বটে তবে সম্পূর্ণভাবে জাফরের অনুগত। রোগীরাও জাফরের মাধ্যমে হাসপাতালে দুর্লভ্য বেড পেয়ে যায়। তাই জাফরের কথায় সকলে বলতে গেলে উঠে বসে, এমনকি 'বেসিক কাউন্সিলার' আবদুল হাকিম পর্যন্ত।

তার পঁচিশ বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে জাফর নিজে এসে কফিল সাহেব ও বাসার আর সকলকে দাওয়াত করে যায়। খুব করে অনুরোধ করে তাঁরা সকলে যেন আসেন, ছাত্র হিসেবে কফিল সাহেবের কাছে এটা তার দাবী। বড় ছেলেকেও নিজে আলাদা ভাবে দাওয়াত জানায়। জাফরের অন্তরঙ্গতার চাপে বাপ ও বেটা দু'জনকেই দাওয়াত গ্রহণ করতে হয়। ছোট ছেলের ঠিকানাও জাফর নিয়ে যায়, নিশ্চয় জাফর নিজে গিয়ে তাকেও দাওয়াত করে আসবে। ভেতরে ভেতরে যাই হোক, বাইরের শরাফতিতে জাফর অদ্বিতীয়। কফিল সাহেবদের প্রতিপত্তি সে কেড়ে নিলেও প্রতিযোগিতার মনোভাব তার মধ্যে একেবারে নেই। অন্যদের খুশী ও সাহায্য করতে গিয়ে সে যে তার ওস্তাদের প্রভাবের ক্ষেত্রকে অনেকটা সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে সে-সম্বন্ধেও জাফর বোধ হয় সচেতন নয়। হলে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে সে ওস্তাদের বাহ্যিক মর্যাদা বজায় রাখবার চেষ্টা হয়ত করতো, কারণ কফিল সাহেবের প্রতি তার মনোভাব অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার।

নির্ধারিত সন্ধ্যায় গাড়ীতে সারা রাস্তা ভরে যায়। রাস্তার মাথায় এক ট্রাফিক পুলিক কর্তব্য-রত। সেটাও মনে হয় জাফরের অজ্ঞাত ভাবে বর্ধিত প্রভাবের প্রতীক। বাড়ীটা লাল হলদে সবুজ বাতিতে বাদশাহী প্রাসাদের মত উজালা। আশে পাশের সব বাড়ী নিজেদের উন্মোচিত দীনতায় মিটমিটে লজ্জায় শরমের দৃষ্টিতে সে প্রাসাদের দিকে চেয়ে থাকে। তুলনার বাইরে জাফরের রঙ্গিলা মঞ্জিল একক মহিমায় বিরাজ করে আর মোটর গাড়ীরা এসে তাকে তসলিম জানায়। স্কুটার ও রিক্সার কদমবুশী মঞ্জিলের তেমন পছন্দ হয়

BanglaBook.org

ন। বেশ ও বিন্যাসের ঠাঁটে, প্রসাধনের সৌরভিত বিচিত্র ভঙ্গিমায়, শাড়ীর মখমলি মেলায়, টাই-এর রঙীন বাঁকা দোলানিতে আলো-প্রতিফলিত জুতার চকমকানিতে পরিবেশ নিমেষে সমৃদ্ধির বিভিন্ন ছোঁপে চিহ্নিত হয়। মনে হয়, অতীত বোগদাদের এক ঝলমলে রাত্রি হাজার বছর পরে ভোল বদলিয়ে আবার ফিরে এসেছে।

হাসি, কলরোল ও কটাক্ষ অবশ্য অভ্রান্তভাবে এই জমানার। ছোট ছেলেমেয়েরা বেবাসের চকমকানিতে ও আলোর বর্ণালী খুশীতে বুঁদ হয়ে চারদিকে হাসি ও কলরোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। কিশোরীদের আমোদ-ঝঙ্কৃত হাসি সমস্ত বিকলতার প্রতি এক কমনীয় তিরস্কার, যুবতীদের খোপা ও চাউনির ইঙ্গিতে যুবকরা সন্ত্রস্ত; মেদ-পুষ্ট মাঝবয়সী পুরুষদের বেঢপ উরু টেরেলিন ও ক্যারেলিনে আরও উচ্চারিত।

ঈদেও এমন খুশী ও মজা জমে না। পঁচিশ বিবাহ-বার্ষিকী কফিল সাহেবের জীবনেও এসেছিলো কিন্তু সেটা কারুর কাছে উল্লেখ করাও তিনি দরকার মনে করেননি। এমনকি বেগমকেও সেই উপলক্ষ্যে কোন উপহার দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে না। অথচ আজকে জাফর তার ব্যক্তিগত জীবনের এই অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা কি জাঁকজমকের সঙ্গে ঘোষণা করছে। এরা সকলে সানন্দে তাতে সাড়া দিচ্ছে।

এমনকি সকিনাও সেজেগুজে বাপ মা ও ভাইদের সঙ্গে জাফরের বাসায় যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। বিগত দিনের সেই সকরুণ চাউনি এখন পলাতক, অধরের কোণে বরঞ্চ হাসির এক মৃদু সম্ভাবনা। কালচে রঙের লাল বুটাদার টাঙ্গাইল শাড়ীতে তার মুখের শ্যামল কমনীয়তা আরও খোলতাই হয়েছে। তফাৎ থেকে মুখের দাগটা দেখা যায় না।

—কি দাদু, তুমি যে এখনও কাপড়-চোপড় পরনি।

BanglaBook.org

—বুড়োর আবার কাপড়-চোপড় পরা কি, একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিলেই হবে।

—লুঙ্গীর উপরই এক পাঞ্জাবী চাপাবে নাকি।

—না হয় একটা পায়জামাই পরে নেবো, তুমিও দেখছি বুবু বেশ সেজেছো।

সকিনা কিছু একটা বলতে গিয়ে বাপ মায়ের উপস্থিতির কথা ভেবে নিজেকে সামলে নেয়, তবে তার ঠোটের কোণে হাসির এক সাময়িক ফুলঝুরি দেখা যায়।

কফিল সাহেব ভেবেছিলেন দাওয়াতে আর যাবেন না। কিন্তু বাসার আর সকলে যখন যাচ্ছে তখন না গেলে খারাপ দেখায়। বিশেষ করে জাফর যখন এত অনুরোধ করে গেছে। তাই কফিল সাহের আগে থেকেই ইস্ত্রী করে রাখা পাঞ্জাবী পায়জামার দিকে ধাওয়া করেন।

ভেতরের মেহমানের সমাবেশ ও আয়োজনের ঘটা বাইরে থেকে পুরো আন্দাজ করা সম্ভব ছিলো না। মেয়েদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। যারা দম্পতী তারা যুগ্মভাবে বিরাজ করছে আর যাদের কপোত কিংবা কপোতী নেই তারা কামরা ও বারান্দায় ছড়িয়ে ভবিষ্যত সাথীর কথা ভাবছে অথবা বর্তমানের মউজ উল্লাসের সঙ্গে উপভোগ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কফিল সাহেব বুঝতে পারেন তাঁর এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। এটা যে ধরণের অনুষ্ঠান তাতে সমবয়সীদের সমাবেশ যুৎসই হোত। বুড়ো বা ছেলেমেয়েদের এতে শরীক হবার কথা নয়। টাকা আর প্রতিপত্তি বাড়লেই রুচি বা পরিমাণ জ্ঞান বাড়ে না। নতুবা যেটা একেবারেই দাম্পত্য স্তরে থাকা দরকার ছিলো জাফর তা নিয়ে এত ঘটা করতো না। ছেলেমেয়েরা অবশ্য হৈ হুল্লোড় করে বেশ আছে। কিন্তু কফিল সাহেব বুড়ো হয়ে কোন্ দলে ভিড়বেন।

কফিল সাহেবের মনের কথা বুঝেই বোধ হয় জাফর একজন মাঝবয়সী মওলানার সঙ্গে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। মওলানার

BanglaBook.org

আত্মনির্ভর প্রফুল্ল অভিব্যক্তি কফিল সাহেবের কাছে খুব পরিচিত মনে হয়।

স্যার, ইনি হলেন মওলানা আবদুর রহিম। দিনাজপুরের একজন নাম করা নেতা। শিক্ষা ও সাহিত্যে খুব আগ্রহ আছে। জাফর কফিল সাহেবের সঙ্গে মওলানার পরিচয় করিয়ে দেন।

স্মৃতির সেই বিশেষ কোঠাটা ততক্ষণে খুলে গেছে। বগুড়াতে দুলারীকে দেখতে যাবার সময় ষ্টীমারে এই মওলানা সাহেবকে কয়েক ঝলক দেখেছিলেন। 'গগনে গরজে মেঘ' চরণ আবৃত্তিতে তাঁর রবীন্দ্র-প্রীতি ধরা পড়েছিলো। তা ছাড়া সব মিলে মওলানার ব্যক্তিত্বকে বেশ প্রসন্ন বলে মনে হয়েছিলো।

—শুনলাম আপনি বহুদিন ধরে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছিলেন। অবসর জীবন কেমন লাগছে, জনাব। আবদার রহিম সাহেব এমনভাবে প্রশ্ন করেন যে মনে হয় কফিল সাহেবের সঙ্গে একাত্ম হতে বিশেষ কোন বাধা নেই।

—অবসর জীবনেরও বেশ কিছুদিন হয়ে গেলো, এখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কফিল সাহেব সতর্ক ধরণে বলেন।

—আসুন এ-কোণায় বসি। জাফরের কি মতিভ্রম হয়েছে এখানে আমার মত লোককেও দাওয়াৎ করে বসে আছে। আরে বক্তৃতা ছাড়া এ-সব অনুষ্ঠানে আসবার কি কোন মানে হয়।

—আমার মনের কথাই বলেছেন। আমি যে অথর্ব বুড়ো আমাকেও পাকড়াও করেছে।

কফিল সাহেবের দিকে বিনীত দৃষ্টিতে চেয়ে জাফর বলে: এবার আমি আসি স্যার, ওদিকে আবার একটু তদারক করতে হয়।

—এখন জাফরের বোধ হয় শরম লেগেছে। তবে জানেন কি লোকটা খুব কাবেল, 'সোস্যাল ওয়ার্ক'-এ খুব ভাল।

—তাই ত মনে হয়।

—কিন্তু এখন এডুকেশনের কি হালত তা ভেবে দেখেছেন, আরে জনাব পরীক্ষায় 'আনফেয়ার মিনস এ্যাডপ্ট' করা একটা

ছোটখাট ইণ্ডাষ্ট্রী হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজ এ-ব্যাপারে সব সমান। এখনি ড্রাষ্টিক কিছু না করলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বে।

—কাগজে ত দেখি নকলের হিড়িকে মাষ্টারকে খুন পর্যন্ত করে। গার্ডিয়ানরাও নাকি নকলের পেছনে থাকে।

—এখন গার্ডিয়ান বলতে কি সেই আগেকার গার্ডিয়ান বোঝায়। এখন তামাক বিক্রেতা, রিক্সাওয়ালা, চাষী এরাও ত' গার্ডিয়ান। তাদের কোন বিবেক বোধ আছে নাকি।

—কিন্তু উপরের দিকেও অনেকে লিপ্ত আছেন সেটাও শুনি। আর শিক্ষায় গণতন্ত্র মন্দ কথা কি, প্রগতি সে ভাবেই হয়।

—এখানে জনাব আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। শারাফতি ছাড়া প্রগতি আমার কাছে নিরর্থক। তাই হাড্ডি ও ঐতিহ্য দরকার। এর অভাব ঘটছে বলেই চারদিকে এত গলদ দেখা দিচ্ছে।

—যাদের হাড্ডি ভাল ছিলো তাঁদের মধ্যেও অনেকে অনাচারে পেছপাও হননি।

—সহি কথা। তবে এক ব্যাপারে অনাচার করলে অন্য ব্যাপারে শারাফতিও দেখাতেন। এখন জনাব, শুধু অনাচার। শরাফতির নাম গন্ধ নেই।

—সেটা হয়ত ঠিকই বলেছেন, খান্দানী বংশেও এখন শারাফতি দেখা যায় না। নইলে তাঁরা অন্ততঃ উদাহরণ হয়ে থাকতে পারতেন।

—তবে যাই বলেন পাকিস্তানের উন্নতি কম হয়নি। এমনকি পনেরো বছর আগেকার ঢাকার কথাও ভেবে দেখুন আর আজকে ঢাকার দিকে চান। আসমান জমিন ফারাক।

—কিন্তু শুধু করাচী লাহোর ঢাকা ত দেশ নয়। সাধারণ লোকের অবস্থা কি খুব ভাল হয়েছে। কফিল সাহেবের স্বর এবার একটু উদ্দীপ্ত হতে থাকে।

BanglaBook.org

—তা হয়েছে। এখন গাঁয়েও ট্রানজিষ্টার রেডিও দেখতে পাবেন। রাস্তা, ব্রিজ, স্কুল, ডিসপেন্সারী, বিশ্ববিদ্যালয় সবই ত' হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে কোন ব্যাঙ্ক কি ফার্মে কোন মুসলমান কর্মচারী কি দেখতে পেতেন। এখন আমরাই ডক চালাচ্ছি। এরোপ্লেন ওড়াচ্ছি, ব্রিজ তৈরী করছি, গবেষণায় হাত দিয়েছি। সে-দিক থেকে ভেবে দেখলে তরক্কী যে হয়েছে তা মানতেই হয়।

—তরক্কী ত হবেই। দেশ স্বাধীন হলে কত সুযোগ সুবিধা বেড়ে যায়। তবে আগে যেমন গেরস্ত ঘরে লতানো কদু থাকতো, পুকুরে মাছ, গোলায় ধান এখন ত সেখানে একবেলাও ভরপেট খেতে পারে না। বন্যা বা সাইক্লোন হলে তাদের ঘরে কেয়ামৎ দেখা যায়।

—সাইক্লোনের উপর ত সরকারের হাত নেই, আর বন্যাও আমরা শুধু নিজের চেষ্টায় ঠেকাতে পারবো না। দরকার হলে সরকার রিলিফ দিচ্ছেন।

—সে-রিলিফে কত লোকের আর কতটা সুরাহা হয়। আর রিলিফের টাকাও কি ঠিকমত দেওয়া হয় বলে আপনি মনে করেন।

—করাপ্‌সান ত আছেই, সেটা আমাদের জাতীয় চরিত্র। সরকারকে সে অসুবিধার মধ্যেই কাজ করতে হয়।

—সরকারের কাজেও সেই করাপ্‌সানকে মাঝে মাঝে মদদ করা হয়।

—আচ্ছা এই যে একদল লোক গলা ফাটিয়ে বাঙালী সংস্কৃতি কথা বলছে সে-সম্বন্ধে আপনি কি বলেন। আপনার মত কালচার্ড লোকের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে জানতে পারলে ফায়েদা হবে। সরকারী কর্মচারী না হলেও কফিল সাহেব একটু সতর্ক হয়ে যান, তাঁকে বাজিয়ে নিচ্ছে না ত। ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরণে বলেন: বাঙালী ত আমরা বটেই, তবে মুসলমানও পাকিস্তানীও।

BanglaBook.org

—কিন্তু এই যে বলা হচ্ছে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ব্যাপারে আমরা পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে একাত্মা এটা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিচয় নয়।

—সেরকম কথা ত আমি তেমন শুনি না।

—আরে ঠিক অতটা খোলাখুলি না বললেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই একই কথা বলে। বর্ষামঙ্গল, বসন্তবরণ, রবীন্দ্র-জন্ম-বার্ষিকীতে অর্চ্চনার ঢঙ্গে মুসলমান মেয়েদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এ-গুলো কি আমাদের তমদ্দুনের বরখেলাফ নয়।

—বাঙলা দেশে বর্ষা ও বসন্ত ঋতু হিসেবে এখনও যখন আছে তখন তাদের গান করে বরণ করা এমন কি দোষের। মুসলমান মেয়েদের অর্চ্চনার ঢঙ্গ আমার চোখে পড়ে নি।

—আরে কপালে টিপ পর্য্যন্ত দেয়। হিন্দুদের লেখা নাটকে হিন্দু নায়কের সঙ্গে নায়িকার পার্টও করে।

—সিনেমা আর নাটকে ইণ্ডিয়াতেও হিন্দু মুসলমানের তেমন তফাৎ দেখা যায় না।

—আরে সেটা শুধু বম্বেতে। পশ্চিম বাঙলায় কোন মুসলমান নায়কের কথা শোনেন বা পড়েন। আসলে জানেন কি, খুব কনফিডেনসিয়ালি বলছি, এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ একটা জোরালো সাবভারসিভ এলেমেণ্ট আছে। নাটকে সঙ্গীতে সিনেমায় কয়েকজন সুন্দরী যুবতীদের ছড়িয়ে দিয়ে কালচারাল সাবভারসান করছে।

—অত ভিতরের খবর ত আমার জানবার কথা নয়। তবে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এখানকার জলবায়ুর প্রভাব ত থাকবেই।

—আমি হলে বলতাম হাওয়া পানি।

—কিন্তু কয় ঘরে আসলে এ-কথা বলে।

—কয় ঘরে বর্ষামঙ্গল করে কিন্তু সেটাকেই ত এখন বলা হচ্ছে আমাদের তমদ্দুনের অংশ।

BanglaBook.org

—বর্ষা আমাদের মওসুমের যে অংশ সেটা ত মানবেন। তাই কয়েক ঘরে যদি এ-নিয়ে গান গায় বা একটা অনুষ্ঠান করে তবে আমাদের আঁৎকাবার কি দরকার। তমদ্দুন কেউ জোর করে চাপাতে বা বদলাতে পারে না। ঘরে ঘরে যা ঘটে, যেভাবে খায় কথা বলে হাসে বা কাঁদে, যে পরিবেশে থাকে তা সব মিলেই তমদ্দুন। সেটা পশ্চিম বাঙলা বা আরব বদলাতে পারবে না।

—এটা কিন্তু অনেকটা সহি কথা বলেছেন। তাই আমরা বলি আমাদের বাঙালীত্বই সব-কিছু নয়। আমরা যে মুসলমান ও পাকিস্তানী সেটা যেন না ভুলে যাই। আরে জনাব টেগোর ত আমিও পড়ি। 'হে নিরুপমা, চপলতা যদি কিছু ঘটে······ মওলানা সাহেব বেশ ললিতভাবে সুরটা ভাঁজেন ও তাঁর মুখে কৌতুক ও খুশীর ভাব সমানে ফুটে ওঠে।

—'চপলতা'র পরে 'আজি' আছে বুঝি।

—ধরেছেন ঠিক। ধরবেনই ত, আপনারা হলেন অধ্যাপক মানুষ। আমাদের কি আর কবিতা সব-কিছু মনে থাকে, সেই কবে পড়েছিলাম। আচ্ছা এবার উঠি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যি খুব খুশী হলাম। বেশ 'এনলাইটেণ্ড ভিউজ।'

খুব সহজ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে মৌলানা সাহেবকে অন্য দলের সঙ্গে ভিড়ে যেতে দেখলেন কফিল সাহেব। বেশ আমুদে লোকটা, অন্তঃকরণ ভাল বলে মনে হয়। কিন্তু আর সব মেহমানদের বেশ লেবাস, ধরণ কথন কফিল সাহেবের চোখে হঠাৎ কেমন যেন অবাস্তব ও ফাঁকা বলে মনে হয়। হাসি খুশী গতিবেগ সব কিছুই আছে জীবনের যা উপাদান—তবুও যেন ভেতর থেকে ফাঁপা। এই যে ঘনঘটা মেঘ করে ডাল গাছ শাসিয়ে উল্টোপাল্টা পরাক্রমে এবং বিদ্যুৎ ও বজ্রের হাতিয়ার নিয়ে কালবৈশাখী আসে, গাছ উল্টিয়ে দেয় ঘর ভাঙে বা কারও মাথায় বাজ হয়ে পড়ে তার সঙ্গে এদের—বা কফিল সাহেবের নিজেরও কোন নিবিড় যোগাযোগ নেই। বর্ষায় প্রকম্পিত পদ্মায় জেলেরা কি ঝুঁকি কাঁধে

BanglaBook.org

নিয়ে মাছ ধরে, তাঁতের নয়হাতি প্রায়-ছিন্ন মলিন শাড়ী পরে অকাল বুড়ী গেরেস্ত বউ মাথায় দুশ্চিন্তার কত দপদপানি নিয়ে হেঁসেলের কাজ সারে, পাঠশালা ছেড়ে শিশু খেত খামারের কাজে লেগে যায়, নুন তেল কেরাসিনের অভাবে দৈনন্দিন জীবনে কি সঙ্কট দেখা দেয় আমরা এই শহরে থেকে তার কিছুই জানি না। তেমনি শীতের প্রারম্ভে আমন ধানে যখন সোনালী রঙের ছোপ লাগে আর মাইলের পর মাইল জুড়ে ধানের সঙ্গে বাতাসের মাখামাখি শুরু হয়ে যায় তখন কৃষকের প্রতি ধমনীতে তা কি অনুরণন তোলে সেটা আমাদের অজানা। সাধারণ গেরস্ত ঘরে পিঠা নাড়ু ও খেজুরের রসের কি স্বাদ তা আমাদের জিহ্বা কল্পনা করতে পারেনা। গৃহবধূ কাঁথায় কি ভাবে নকসা তোলে, তার মরদ কি ভাবে ছাউনি ফেলে, গঞ্জে ও হাটে সাধারণ লোকরা কি ভাবে আনাগোনা করে তা আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে। মফঃস্বলের সম্পন্ন ঘরে আকিকা খাৎনা ও ঈদ কি উৎসাহ ও খুশীর সঙ্গে উদযাপিত হয় আমরা তা টের পাই না। এমনকি শহরে জীবন-যুদ্ধের তীব্র চাপে বারো তেরো বছরের কিশোররা বুকের কত রক্ত ঝরিয়ে রিকসা চালায় সেদিকে আমাদের নজর নেই।

এবার আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মার্সিডিজ বা টয়োটা হাঁকাচ্ছি, টেলিভিশনে যাতে ছবি ওটে সেই খায়েশ নিয়ে চিত্র-প্রদর্শনীতে যাচ্ছি' ইণ্টার কন্টিনেণ্টাল-এ ফ্যাশান শো করছি। বৈদেশিক দূতাবাসের অনুষ্ঠানে নিজেদের চকমকানি ছড়াচ্ছি, দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরের পেখম নাচাচ্ছি আর বগল বাজিয়ে বলছি : আমরাই সেরা, আমরাই দেশের প্রগতি।

এই যে কফিল সাহেবের চোখের সামনে নানা বয়সের নানা লেবাশের স্ত্রী পুরুষের মুখ একটার পর একটা ভেসে উঠছে তাতে নিজের কোন উজ্জ্বল স্বাক্ষর নেই। শুধু গা-ঢালা চিন্তাহীন আমোদের তরলস্রোতায় সব-কিছু ঢাকা। নিজেদের আলাদা দপদপে সত্তা সম্মিলিতভাবে ভুলবার এক বিদেশী তরিকা। সকলেই

BanglaBook.org

নয়, কিন্তু শাড়ী ও হাওয়াই সার্টদের আলাদা করে পরখ করে দেখলে কত রকমের ফাঁক বেরিয়ে পড়বে।

আমার নিজের জীবন এখন এই ঠোঙায় মোড়া। আরও কয়েকদিন শ্বাস নেবার'ও অভিনয় করবার বাহানা।

ছোট ছেলে আসে নাই। অনেকক্ষণ ধরে ভীড়ের মধ্যে চোখ তাকে খুঁজে বের করতে চেয়েছে কিন্তু সে-মুখের দেখা পায়নি। এই কয়দিনেই, আতঙ্কে অবশ হয়ে কফিল সাহেব অনুভব করেন, ছোট ছেলের মুখটা তেমন পরিস্কার ভাবে আর ধরা যাচ্ছে না। চোখ আর নাকের ছবি এখনও আসে তবে থুৎনীটা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ছোট ছেলেকে এখনই মনে হতে আরম্ভ করেছে দ্রুত-বিলীয়মান খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা। তার সমগ্রতা চোখের সামনে দেখা যায় না, কল্পনা করতে হয়।

ওদিকে আবার সকিনা সতর্ক খুশীতে জাফরের বড় ছেলের সঙ্গে চোখাচোখির খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটও নড়ছে।

যেন কফিল সাহেবের বিরুদ্ধে সব-কিছু চক্রান্ত করে এমন একটা তুমুলভাবে অপরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করছে যেখানে তার আলাদা স্বত্তার কোন প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। এই নূতন গমগমে হাটে তিনি এক বিবর্ণ ফাউ। অপ্রতিরোধ্য তাকতে সময়ের এই নবীন ওস্তাগার তার নূতন মঞ্জিলের গোড়াপত্তন করছে। সেখানে চূনা সুরকী হয়ে থাকবারও কোন সম্ভাবনা কফিল সাহেব দেখেন না। সেখানে কিশোরী ধর্ষিতা হয়ে লাশ হয়ে পড়ে থাকে। মুদী দেশের শাসন-কাজে অংশ গ্রহণ করতে চায়। যুবতী তার প্রেম ভুলে স্বচ্ছলতার স্বপ্ন রচনা করে, নিজের রক্তের সন্তান বাপকে খোলসের মত ছেড়ে দেয়, পুরনো বন্ধু নূতন ধিক্কারে অভিনন্দন জানায়।

সে-দেয়ালে মাথা ঠোকাই সার।

আরও একটা বড় আঘাত কফিল সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলো। সদ্য ভোরের নাস্তা খেয়ে সে-দিনের খবরের কাগজটা তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন এমন সময় আদুরী কিশোরীর মত একটু লাফিয়ে সকিনা কফিল সাহেবের সামনে এসে হাজির হয়। চোখ নাক ভ্রু একসঙ্গে নিপুণভাবে নাড়িয়ে দ্রুত ও কিছুটা উত্তেজিত স্বরে বলেঃ জান দাদু, দুলারী ফুপুর এক ছেলে হয়েছে।

—তাই নাকি। তুমি খবর পেলে কোত্থেকে?

—ফুপা আব্বাকে চিঠি দিয়েছেন। ছেলেটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তুমি গিয়ে ফুপুকে নিয়ে এসো না দাদু, সেই কতদিন আগে দেখেছি।

সহসা শেল-বিদ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণার মত কফিল সাহেবের একটা কথা মনে পড়ে যায়। তার স্বামী সম্বন্ধে মেয়ে তাঁকে যা জানিয়েছিলো তাতে তার ছেলে হবার কথা নয়! এরই মধ্যে চমকপ্রদ কোন চিকিৎসার সম্ভাবনা দেখা যায় নি যে জামাই তাঁর পুংশক হয়ে উঠবে। তবে কি ওই ডাক্তারের সঙ্গে দুলারীর যোগাযোগের ফল! কফিল সাহেবের মাথা চকরিয়ে ওঠে আর বুকের দপ্‌দপানি অসম্ভব বেড়ে যায়। ফ্যাকাশে মুখে চেয়ারে কাৎ হয়ে কাতর কণ্ঠে তিনি বলেন, সকিনা, এক গ্লাশ পানি দাও। জলদি।

—কি হোল তোমার দাদু, শরীর খারপ করেছে নাকি। বলে সকিনা পানি আনতে ছুটে যায়। পানি খেয়ে দম নিয়ে কফিল সাহেব কিছুটা সুস্থ হয়ে সকিনার দিকে বোবা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

সখিনা ভড়কে যায়: অমন করে চেয়ে আছো কেন, ডাক্তার ডাকবো নাকি দাদু।

'ডাক্তার' কথাটা শুনে প্রথম দিকে একটু ঘড়ঘড় শব্দ করে কফিল সাহেব প্রবলভাবে হাসতে থাকেন। তাঁর দাড়ির ফাঁক কখনও এত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ সকিনা পায়নি। হাসির দাপটে কফিল সাহেবের মুখের থুতু বিন্দু বিন্দু হয়ে

BanglaBook.org

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর দু'এক ফোটা সকিনারও নাকে মুখে গিয়ে লাগে।

স্বাভাবিক অবস্থা হলে সকিনা তাঁর দাদুকে এক চোট নিতো —থুতুর গন্ধটা বিকট, হাওয়া যেন পচে গেছে—কিন্তু কফিল সাহেবের এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নাটকীয় আচরণ দেখে সে বেচারী একেবারে থ বনে যায়। কখনও তার দাদুকে এমন অপ্রকৃতস্থ সে দেখে নি।

—কি যেচঙ করো দাদু বুড়ো বয়সে, এত হাসবার কি হোল হঠাৎ? সকিনা নিজেকে আর সামলাতে না পেরে মৃদু তিরস্কারই করে উঠে।

হাসির প্রকোপ কমিয়ে সকিনার দিকে অগাধ বিষাদের দৃষ্টিতে চেয়ে কফিল সাহেব বলেন: তোরা মেয়েরা সব করতে পারিস, তোদের রহম নেই।

—তোমার কথা মাথামুণ্ড কিছু বুঝছি না, কি আবোল তাবল বকছো।

—তুমি বুঝবে না বুয়া, তোমার বুঝবার কথা নয়।

—নিজের সঙ্গে তুমি এখন কথা বলো, আমি যাই। আব্বাকে গিয়ে বলি দুলারী ফুপুকে নিয়ে আসতে।

—খবরদার। কফিল সাহেব অতীতের সিংহের মত গর্জ্জন করে ওঠেন।

সাভ্বাতিক ভাবে চমকে যায় সকিনা, তারপর উল্টো রুখে বলে: অত ধমকাচ্ছো কেন, তুমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছো নাকি দাদু। এই কয়মিনিটে কি খেলাই না দেখালে বাবা।

—শোন সকিনা, আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমার দুলারী ফুপু আর এ-ঘরে আসবে না। এ-ব্যাপারে আমার কথার উপর আর কোন কথা নেই।

—তোমার বাড়ীতে তোমার মেয়েকে না আসতে দেবে ভাল, ছোট চাচার ওখানে আনতে বলবো। আর তোমার সঙ্গে কোন কথাও বলবো না।

BanglaBook.org

--ভালই সংযোগ হবে। আর আমার সঙ্গে তোমরা কথা বলবেই বা কেন। বলে কফিল সাহেব কিছুটা দুর্জ্ঞেয় শূন্যতার দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন।

বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও কিছুটা দিশেহারা হয়ে সকিনা কফিল সাহেবের কামরা থেকে চলে যায়।

সবই সম্ভব। নিজের মেয়ের বেশ্যার মত আচরণ করা পর্যন্ত। আমার নিজের খুন দিয়ে যে মেয়ে তৈরী, আমার খান্দানে যার গর্বিত জন্ম—সেই এমন অভাবনীয় ভাবে গর্হিত কাজ করে বসলো। অন্য বংশে অন্য মেয়ের জীবনে এটা ঘটতে দেখা এক কথা, আর নিজের মেয়েকে এই গলিত কামে অংশীদার হতে দেখা সম্পূর্ণ অন্য রকমের এক অভিজ্ঞতা। যা-কিছু পরিচিত ছিলো, ভিতরে ভিতরে ভাল মন্দের যে ধারণা এতদিন ধরে কাজ করে এসেছে আর অস্তিত্বে কিছুটা সান্তনা জুগিয়েছে শুধু এক ঘটনার মারমুখী ঢেউ-এ তা নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। নিয়তির মত অবধারিত নিশ্চয়তায়, সংশোধনের সীমানার বাইরে।

দেওয়ালে টাঙ্গানো বেগমের প্রতিকৃতির দিকে করুণা-ভিক্ষার দৃষ্টিতে কফিল সাহেব চান। বেগম, মারা গিয়ে তুমি বেঁচে গেছো। নতুবা আজকে তোমার দুলারীর এই কাণ্ড দেখে তুমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারতে না। একটা অঘটন বাধিয়ে বসতে। তোমার সময় যে সংসার ছিলো, প্রতিদিন যে দুনিয়া আমরা দেখতাম, রাত্রে ঘুমুবার সময় মনে যে স্বস্তি থাকতো, আনন্দে ছিলো যে বিমলতা তা উধাও হয়ে গেছে। এখনকার এই পরিবেশে আমি উপড়ানো এক শিকড়, দুঃসহভাবে একা। বিভ্রান্ত, দিকহারা।

বেগম, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। আজকে খোদা আর তুমি ছাড়া আমার কোন আশ্রয় নেই।

কিন্তু এই অপ্রত্যাশিতভাবে নিষ্ঠুর ধাক্কায় কফিল সাহেব সাময়িকভাবে যতই বিহ্বল হন, তার মনটা সমস্ত মানুষের

BanglaBook.org

প্রতি মমতায় ভরে যায়। নিজের নিকট পরিবেশে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কফিল সাহেব বাইরের দিকে আরও বেশী করে চান, বিলম্ব হলেও তাঁর তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হতে থাকে।

মহানভাবে নির্বিকার হলেও প্রকৃতির সদাশয়তা তাঁর ক্ষত-ভারী হৃদয়ে প্রলেপের মত কাজ করে। প্রতিটা ভোর কি তুলনারহিত ভাবে পৃথক ও সম্ভাবনা-সচকিত তা হৃদয়-বিদারক স্পষ্টতায় এখন অনুভব করা যায়। আকাশে মাটিতে পানিতে প্রতি প্রত্যূষ কি নিত্য-নতুন ছন্দ আনে, রঙের কত বাহার, জাগরণের প্রচুর সম্ভার তা কফিল সাহেব এখন চোখ ভরে দেখেন। আর সূর্যের রওশনী পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বিস্ময়ে ভরা। পাখীর গানে কি বেহেস্তি মধু, ফুলের শোভা কি নিষ্পাপভাবে মনোহর। ক্রিয়া ও বেগে, স্পন্দনে ও বিশ্রামে, বিন্যাস ও ছাঁদের হাজারো রকম ফেরে জীবজন্তু ও মানুষের অস্তিত্ব কি এক অমোঘ জটিল নির্দেশে চালিত। ভূগর্ভে অগ্নি, সমুদ্রে রত্নরাজি, বনে বাঘ ও প্রজাপতি, পর্বতে তুষার ও দুরন্ত জীবন সংগ্রাম, গহন বনানীর জোৎস্না-মুগ্ধ বিভীষিকা, আসমানের লাখো লাখো সমুদ্রে কোটি কোটি তারার নিরন্তর বিস্ময় সব মিলে এ-দুনিয়া কি চমকানো-ভাবে বিচিত্র। হাওয়া যখন দেয় মনে হয় কত যোজন দূর থেকে কত লুপ্ত সময়ের কত সান্ত্বনা নিয়ে সে আসে। বৃষ্টি যখন নামে বিগত যুগের কত বিধুর বাসনা তখন ঝরকে ঝরকে মাটির আশ্রয় পেতে চায়।

শানদার সৃষ্টি চারদিকে কি প্রজ্বলিতভাবে বিস্ফোটিত।

এক ছুটীর সকালে কফিল সাহেব অনেকটা হাল্কা মন নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েন। বসন্তের তাজা নবীন শোভা আসমানে জমিতে গাছ-গাছড়ায় ছড়ানো। কিশলয় সুরভিত হাওয়া রেশমী নগ্নতায় মন থেকে সব অবসাদ কেড়ে নেয়। রাস্তার একধারে প্রায় সমান উচ্চতার শিরীষ গাছের সারি একান্নবর্তী পরিবারের মত বেশ মিল মোহব্বতের সঙ্গে বিরাজ করছে। শুধু স্তূপীকৃত

BanglaBook.org

আবর্জনা ও ময়লা নর্দমা চারদিকের ঈষৎ-সোনালী কিছুটা মেদুর প্রসন্নতাকে একটু ব্যাহত করেছে। শীতকালের রোগ-হলুদ গাছের পাতাগুলো এখনও থেকে থেকে ঝরছে। ভারি ডালি মাথায় নিয়ে তিনজন কিশোর প্রফুল্ল পরিবেশের প্ররোচনায় হেসে হেসে দুলে দুলে নিজেদের গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে। নির্মিত দালানের পাশে খোলা এক জায়গায় শ্রমিকরা কাজ থেকে সাময়িক বিরতি পেয়ে 'কিতিকিতি' শব্দ করে হাডু-ডু-ডু খেলছে; পুরুষালী বেগ ও তাকতের উদ্দীপনায় জোয়ান মরদের পায়ের পেশী ফুলে উঠেছে। কেউ হন্যে হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ দুড়ুম শব্দে মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। কিশোরের একদল 'হাউস দ্যাট' শব্দে চারদিক উচ্চকিত করে রাস্তার এক অপেক্ষাকৃত নির্জন কোণে তুমুল উৎসাহের সঙ্গে ও চরম বেপরওয়া ভাবে ক্রিকেট খেলায় মেতেছে! বাতায়নে হেলান দিয়ে জাফরানী শাড়ী পরা এক যুবতী—গহনার বহর দেখে মনে হয় নূতন শাদী হয়েছে—আসমানের দিকে কিছুটা উদাস মগ্নতায় চেয়ে আছে। হয় অভিমান করেছে, কি স্বামী বোধ হয় কাছে নেই।

বিশেষ এক দৃশ্য দেখে কফিল সাহেব বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রাস্তার ওপারে এক হিন্দু বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করে সদ্যসংস্কৃত এক মন্দিরের দিকে জোড় হাতে ভাব-গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। তাঁর আর্য অভিব্যক্তি ও ভক্তির তন্ময়তা অস্ফুটভাবে উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে মিশে এক বৈদিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। সহসা চমকে লোকটাকে চিনতে পারেন কফিল সাহেব। নিবারণ বাবু।

স্বাধীনতার পরও পাঁচ বছর স্থানীয় এক স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। প্রায় সব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যেতো। বক্তৃতা করতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন। তখনই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় এবং তখন দু'একবার কফিল সাহেবের বাসাতেও তিনি এসেছিলেন। বড় ছেলে বলতো নিবারণ বাবুর চেহারা দেখলেই মাস্টারীর প্রতি ভক্তি হয়।

BanglaBook.org

এখন ব্রাহ্মণের সেই দীপ্ত চেহারা আর নেই। গণ্ড থুতনী কণ্ঠনালীর চামড়া অনেক ভাঁজে হাল্কা হয়ে ঝুলে পড়েছে। চশমার লেন্স আগে অত পুরু ছিলো না, তবে অভিব্যক্তিটা আগেকার মতই সম্ভ্রান্ত। ভদ্রলোক ত অবসর গ্রহণ করে পশ্চিম বাঙলায় চলে গিয়েছিলেন, এই নয় বছরে পরে আবার এখানে তাঁর উদয় হল কি করে?

নিবারণ বাবুর প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কফিল সাহেব বললেন: নিবারণ বাবু যে, চিনতে পারলেন।

পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে পিটপিট করে নিবারণ বাবু বেশ কিছুক্ষণ কফিল সাহেবের দিকে চেয়ে থাকেন, কিন্তু পরিচয়ের কোন ঝলক দেখা গেলো না।

—আমি কফিল। জগন্নাথ কলেজে ইংরেজী পড়াতাম। সেখানে অনেক সাহিত্য ও বিতর্ক সভায় আপনার সঙ্গে দেখা হোত, আমার বাসায়ও মাঝে মাঝে আসতেন।

কিছুক্ষণ স্মৃতি মন্থন করার পর পরিচয়ের ক্ষীণ আভা নিবারণ বাবুর চোখে মুখে ফুটে ওঠে: কফিল সাহেব নাকি, তা কেমন আছেন। আপনিও বার্ক ও কীটস নিয়ে মেতে থাকতেন। কীটসের 'ওড টু দ্য গ্রেসিয়ান আর্ন' নিয়ে আপনার বাসায় ঘণ্টাখানেকেরও বেশী আলোচনা হয়েছিলো, মনে আছে?

—সে সব কথা কি ভোলা যায়, আপনিও মনে রেখেছেন দেখছি। তা এখন আপনি আছেন কোথায়।

—আছি বর্ধমানে, মরবার আগে দেশকে এবার দেখতে এসেছি।

কফিল সাহেব আধা-ভরসার স্বরে বললেন: এখন মরতে যাবেন কেন, আপনার শরীরের নমুনা দেখে মনে হয় আরও অন্ততঃ দশ বছর বাঁচবেন।

—ভগবানের ইচ্ছে, আপনি ভাল ত?

—চলছে একরকম, কতদিন থাকবেন?

BanglaBook.org

—কালকেই চলে যেতে হবে। এসেছি সপ্তাহ খানেক হোল, এমন শান্তি খুব কম পেয়েছি।

—আপনি ত নয় বছর পরে ঢাকা দেখছেন, কি রকম লাগলো।

—পুরনো অনেক জায়গা চেনা যায় না। রাস্তাগুলো পাকা আর বড় হয়েছে। সুন্দর সুন্দর দালান, আর এত নূতন মোটর কলকাতাতেও দেখি না। বেশ উন্নতি হয়েছে। যারা পাকিস্তানের নিন্দা করে তারা এখানে এসে একবার দেখে গেলে পারতো।

—চট্টগ্রাম খুলনার উন্নতি দেখলেও খুশী হতেন, মফঃস্বলও অনেকটা বদলে গেছে।

—বিক্রমপুরের ভিটে বাড়ীটা আর নেই, সেখানে পাকা দালান উঠেছে। ভিটে বাড়ীর জন্য দুঃখ লাগলেও দেশের উন্নতি দেখে খুশী হয়েছি। পূর্ব-বাঙলার মানুষেরও মন এখানকার পলি-মাটির মত নরম। ভগবান আপনাদের আরও মঙ্গল করুণ সেই প্রার্থনা করি। নিবারণ বাবু সহজ আন্তরিকতার সুরে বলেন।

—অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হোল; ভুলে যাবেন না।

—নিজের আত্মাকে কি আর ভোলা যায়। নেহাৎ ছেলে মেয়েদের জবরদস্তিতে দেশ ছেড়েছি, মন কিন্তু এখানেই পড়ে থাকে। এই মন্দিরই জানে তার সঙ্গে আমার কি যোগাযোগ। আসি তাহলে কফিল সাহেব, যাবার আগে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আর হয়ত ফিরতে পারবো না।

বিদায় নেবার সময় নিবারণ বাবুর চোখ পুরু লেন্সের ভেতর দিয়েও ছলছলে দেখা যায়, কফিল সাহেবও আবেগে উতলা হন।

আমি নিজে সব-কিছু মনে করছি হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এখন যিনি পরবাসী ও বিদেশী নাগরিক তিনি এখানকার সব-কিছুই প্রায় ভাল দেখলেন। শুধু ভদ্রতার খাতিরে প্রশংসা করলেন তাঁর আন্তরিকতা দেখে সে-কথা মনে হয় নি।

BanglaBook.org

এটা ত বিশেষ অন্তরঙ্গভাবে আমারই দেশ। আমার সারা জীবন প্রায় ঢাকায় কেটেছে। মেয়েদের তদারক করতে কালে ভদ্রে তাদের শ্বশুর বাড়ী গেছি আর স্বাধীনতার আগে কলকাতায় তিন চার বার। তা ছাড়া এই শহরেই লেখাপড়া শিখেছি, কানামাছি গোলছুট দাঁড়িবাধা খেলেছি, ঝড়ের সময় টুপটুপ-করে ঝরে পড়া আম মাতালের মত ছুটোছুটি করে কুড়িয়েছি। মাথায় ছাতা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছ ধরবার নেশায় কাটিয়েছি, কখনও বাড়তি ঘাসের ভেতর দিয়ে সাপ লিকলিক করে বেরিয়ে গেছে। টাপুর টুপুর বৃষ্টিতে ব্যাঙদের সম্মিলিত উল্লাস আর হাওয়ার ঝাপ্টা মনকে কত বার মেত্নর আবেশে ভরে দিয়েছে। মশার অবিরত ভনভনানি, ছারপোকার উৎপাত, সেদ্ধ গরমে ঘামের ফল্গুধারা, শিউরিয়ে আসা ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এই পরিবেশেই শরীর ও মনকে পর্য্যুদস্ত করেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গে বাতাসে-ভেসে আসা চাঁপা ফুলের সুবাস কত সন্ধ্যায় বেগমের সাহ-চর্য্যকে মধুময় করে তুলেছে। ডালিম গাছের বাড়ন্ত রক্তাভ ফলে তারার মন্ত্রণা আর এক গ্রহের যাদু নিয়ে এসেছে। এই দেশেরই গাছের আম জাম লিচু কাঠাল খেয়েছি, এই মাটিরই শসা মূলা বেগুন শাক আলু পটল চাল ডাল আনারস রসনায় বিচিত্র স্বাদ এনেছে। এখানকার নদীর হাওয়াতেই শরীর ও মন তাজা হয়েছে, এই দেশেরই পলিমাটিতে করুণার বীজ দেখেছি। কয়েকদিন পরে মওত যখন ছায়া অন্ধকার ও আলোর মত নেমে আসবে তখন এদেরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি আমার স্রষ্টার জন্য হয়ত অপেক্ষা করবো।

তাহলে কিসের ভয়, কিসের ক্ষোভ।

তবে নিজের বাসায় বা আশেপাশে জীবনের ছক হরদম বদলাচ্ছে ও যে জামানা কফিল সাহেবের পরিচিত তা অমোঘভাবে অপস্রিয়মান। সেটাকে ধরে রাখবার আর কোন উপায়ই নেই, নূতনের অনিবার্য্য উন্মোচনে পুরানো হৃত-প্রাণ। কফিল সাহেব

BanglaBook.org

ভাল মন্দ বিচার করছেন না, তবে চারদিকে দ্রুত যে নূতন জামানা রূপ নিচ্ছে তার সঙ্গে তিনি অন্তরের কোন নিবিড় যোগ অনুভব করেন না। নিজেকে প্রত্যাখ্যাত, অপ্রয়োজনীয়, ভগ্ন বলে মনে হয়।

ছোট ছেলে হুলারীকে আনতে গিয়েছিলো তবে হুলারী আসে নি। কেন আসে নি কফিল সাহেব একাই এখন শুধু জানেন। পরে সকলে জানতে পারবে। তখন খবরটা কে কি ভাবে নেবে বলা মুস্কিল। স্বামীর প্রতি দৈহিক আনুগত্য বজায় রাখলে কখনও সে মা হতে পারবে না সে স্থায়ী সম্ভাবনা হুলারী মেনে নিতে পারে নি—সে-ধরণের অস্তিত্বকে হুলারী হয়ত নিরর্থক মনে করেছিলো। কিন্তু কফিল সাহেবের বংশের মেয়ে হয়ে—খানদানী শারাফতি যার এক প্রধান অঙ্গ ছিলো—হুলারী এ-রকম একটা হুঃসাহসিক কাজ করতে পারবে কফিল সাহেব তা কখনও অনুমান করতে পারেন নি। এখন তিনি নিশ্চিৎভাবে জানেন না হুলারীর ছেলের বাপ কে, তবে সেই ডাক্তারই হবে বোধ হয়। যদি ডাক্তারই হয়ে থাকে তবে সেই বা এ-ধরণের কাজটা করলো কি করে। বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে বিবেকে বাধলো না। ডাক্তারের পারিবারিক জীবনের কোন বৃত্তান্ত কফিল সাহেবের জানা নেই। তবে এই ধরণের ঘটনা প্রথম দিকে চাপা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জানাজানি হয়ে যায়। তখন ডাক্তারের পরিবারেই বা প্রতিক্রিয়া কি হবে।

আসলে, মনে হয়, নুতন জামানার আস্ফালনে এ-সব জিনিষ নিয়ে কেউ বোধ হয় বিশেষ মাথা ঘামায় না। যতক্ষণ না নিজের স্বার্থে আঘাত পড়ছে ততক্ষণে অন্যে কি করছে তা নিয়ে ভাববার মত সময় বা মন কারুর নেই। নতুবা ওই কিশোরী চাকরাণীর ধর্ষণ ও মৃত্যু পড়শীরা এত সহজভাবে নিতে পারতো না। কফিল সাহেব নিজেও ত' জাফরের পঁচিশ বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে শরীক হয়েছিলেন। প্রতিবাদ করে কোন ফায়দা ছিল না কারণ প্রতিবাদের মর্য্যাদা কেউ বুঝতো না।

BanglaBook.org

ওদিকে আবার শোনা যায় ছোট ছেলে পাগলী মিলির কথা ভুলে সেই বিধবা বাড়ীওয়ালীর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। বাড়ীওয়ালীর একটা মেয়েও আছে, তবে সে নিজে দেখতে নাকি বেজায় সুন্দরী স্বামী বুদ্ধি বিবেচনা করে বেশ টাকা পয়সাও রেখে গেছে। টাকার দিকে ছেলেদের এত ঝোঁক হলো কি করে কফিল সাহেব বুঝতে পারেন না, কফিল সাহেবের আব্বা ত অনেকটা দরবেশ গোছের লোক ছিলেন। তা ছাড়াও, মিলির কথা তার ছোট ছেলে এত সহজে ভুললো কি করে। তারই প্রেমে পড়ে দ্বন্দ্বে জ্বলে পুড়ে মিলি পাগল হয়ে গেলো—প্রেমের চাঞ্চল্যকর এক নিভৃত উদাহরণ স্থাপন করে—অথচ মাস কয়েক পরেই সে-পুরুষ অন্য এক রমনীর কুক্ষিগত হতে চলেছে। এ-ধরণের পরিবেশে আমি যদি অপরিহার্য্য না হয়ে থাকি তবে আমার আফশোষ করবার কি আছে। বাইরের যে পরিবেশ কফিল সাহেবের জানা সেখানেও খণ্ড খণ্ড উজ্জ্বলতা ছাড়া, সমগ্রভাবে সান্ত্বনার কিছু নেই। কফিল সাহেব নিজে যে বিশেষ সমাজের অংশ তা নিশ্চিৎভাবে ভেতর থেকে পচতে আরম্ভ করেছে। একদিন তার শবদেহ থেকে বিকট দুর্গন্ধ বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

তবে নিজের সীমিত সমাজের বাইরে যে বিরাট জগত পড়ে আছে এবং সেখানে প্রতিদিন জীবন যে ভাবে উন্মোচিত হয় তাতে হাজারো দুঃখ ও অবসাদ থাকলেও নিশ্চয় প্রাণদায়িনী এক বিমলতা আছে। নইলে এ-সমাজ অনেকদিন আগেই তচনচ হয়ে ভেঙে পড়তো। এই পরিব্যাপ্ত বিমলতার কিছু অংশও কফিল সাহেব যদি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পারিতেন তবে জীবনের বাকী ক'টা দিন নিজের স্রষ্টার সঙ্গে নিভৃতভাবে মোকাবেলা করার সুযোগ হত।

এখন আর কোন প্রার্থনা নেই কফিল সাহেবের।

জাফর যে জমানার প্রতীক তা কফিল সাহেবের ঘরের আলাদা ও অজস্র-স্মৃতি-চিহ্নিত বেড়া একদিন আমূল ভেঙে দেয়।

BanglaBook.org

এরি মধ্যেই সকিনা তার মাকে সঙ্কেতে জানিয়েছে যে জাফরের বড় ছেলের প্রতি সে অনুরক্ত। তারই সরব প্রতিধ্বনি করে জাফরের বাসা থেকে একদিন সকিনার জন্য পয়গাম এসে হাজির হয়। অনেকদিন পরে আবার বড় ছেলে ও তুলহিন বিবির কথোপকথন শোনা যায়।

—মেয়েটার মনে শেষ পর্যন্ত এই ছিলো আর ছেলে খুঁজে পেলো না। তুলহিন বিবি বলেন।

—জাফর বেয়াই হবে এটা ভাবতেই কেমন লাগে। পাড়ায় কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো, তারপর আমাদেরকে আর কেউ পুছেই না। জাফরের বেহাই হলে তখন আবার মনে পড়বে।

—কি হোল তোমাদের বংশে কে জানে। ওদিকে তোমার ছোট ভাই নূতন এক খেলায় মেতেছে শুনি। আব্বার ধরণ ধারণ দেখে মনে হয় তুলারীরও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, ওর নাম শুনলেই উনি আজকাল ক্ষেপে ওঠেন। এদিকে মেয়ে আগের বন্ধুকে ছেড়ে এমন একজনকে বেছে নিয়েছেন যার বংশেরই কোন কূল কিনার নেই।

—বংশের জন্য ভাবি না, কিন্তু ছেলে ত সবে এম-এ পাশ করেছে। চাকরী বাকরী না পেলে বউকে খাওয়াবে কি। শুধু বাপের উপর ভরসা করে থাকবে।

—ওর বাপ যে কাবেল লোক। ছেলের একটা ভাল চাকরী জুটিয়েই দেবে। ছেলেটা দেখতে কিন্তু ভাল। সকিনা ও বাড়ী দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকতো তখন ভাবতাম আসমান দেখছে বোধ হয়। ওমা মেয়েটা তলায় তলায় এই করছিলো, নিশ্চ ইউনিভার্সিটিতে আলাপ হত।

—তা আশ্চর্য কি, আজকাল ত শুনি ইউনিভার্সিটি বৃন্দাব হতে চলেছে। তুমি ত না করেছিলে, সকিনা কি বললো।

—বললো তাহলে সে আর বিয়েই করবে না।

BanglaBook.org

—তোমার মুখের উপর কথাটা বললো।

—তা আজকালকার মেয়ের মুখে কিছু বাধে নাকি। মাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।

—আমি কিছু বললে সকিনা আবার উল্টো বিগড়ে যাবে, এমনিতেই ত আমাকে তেমন ভাল জানে না। আমি নাকি খুব মেটেরিয়ালিষ্টিক। জাফরকে বলেছি ভেবে দেখবো, তবে মেয়ের গোঁ যদি থেকেই যায় তবে রাজী হতেই হবে। নইলে তোমার মেয়ের যা জিদ হয়ত একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

—আমি ত হাত পা ছেড়ে বসে আছি, যা হবার হবে।

এক তেল কোম্পানীতে ছেলেটা ভাল এক চাকরী পাওয়ার পর শাদীর কথা পাকাপাকি হয়ে গেলো। সকিনা দ্রৌপদীর মত যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে ছিলো তা থেকে তাকে কিছুতেই নড়ানো গেলো না। তাই শেষ পর্যন্ত জিনিসটা ভদ্রভাবে মেনে নিতে হোল, শেষ আলোচনায় কফিল সাহেবও শরীক হয়েছিলেন। সকিনা যদি সত্যিই ছেলেটাকে ভালবেসে থাকে তবে কফিল সাহেবের বলবার কিছু নেই, কিন্তু তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হয় সকিনা ছেলেটার কমনীয়তা ও বাড়ীর অবস্থা দেখেই সে-দিকে ঝুঁকেছে। তবুও সে যদি সুখীহয়, তাহলে কারুরই কিছু বলবার থাকবে না।

বিয়ের তিনদিন আগে থেকে দু'বাড়ীতেই ধুমধাম ও আয়োজনের ঘটা পড়শীদের সকলকে তাক লাগিয়ে দিলো। রঙীন বাতিতে শুধু জাফরের বাসা নয়—রাস্তারও কিছু অংশ সন্ধ্যার পর থেকেই উজ্জ্বল হয়ে যায়। কফিল সাহেবের বাসায় নহবত ও গ্রামোফোন রেকর্ড বাজে। শাদীর পালাগান হয়। সকিনার গায়ে হলুদ দেওয়ার দিনে শাড়ী আংটি আর এক মন লাড্ডু বরের বাড়ী থেকে পাঠানো হয়। তার সঙ্গে আধমনী দুইটা রুই ও একটা কাৎলা মাছ আর পনেরো ভাঁড় দই।

BanglaBook.org

কফিল সাহেবের বাসাও তেমনি মেহমানে গুলজার হয়ে ওঠে, জাফরের বাসাটাও যেমন গমগম করতে থাকে। দুলারীও তার স্বামী ও ছেলেকে দিয়ে হাজির হয়। কফিল সাহেবকে কদমবুসী করবার সময় তিনি এক পলক মেয়ে ও নাতির দিকে চেয়ে থাকেন। দুলারী শরমে রেঙে ওঠে কিন্তু নাতি মিষ্টি হেসে কোলে আসার জন্য তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তখন কফিল সাহেব নাতিকে কিছুটা আদর না করে পারেন না। নাতির চোখ দু'টা দেখলে মনে হু হু করে মায়া জাগে। কিন্তু এমনিতে কফিল সাহেব বাইরেই বেশী থাকেন, যাতে দুলারীর সঙ্গে দেখাটা কম হয়। ছোট ছেলেও এখন বেশ যাওয়া-আসা করছে, ভাতিজী সকিনাকে সে বিশেষ স্নেহ করে। পারিবারিক পুনর্মিলনের অন্তরঙ্গ উষ্ণতায় পরিবেশটা সাময়িকভাবে প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে হয় বিগত জামানার সুখ-প্রসূস্ত, নির্বিঘ্ন শান্তির দিন ফিরে এসেছে। বেগমের অভাবটা খুব বড় হয়ে বাজে। বেঁচে থাকলে বেচারী এখন সকিনার বিয়েকে কেন্দ্র করে ছেলে মেয়ে নাতী পোতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কত আমোদই না করতো। বিগতা সহচরীর কথা ভেবে এত চঞ্চল আনন্দের মধ্যেও কফিল সাহেবের মনটা বড় দমে যায়।

সকিনার বিয়ের সন্ধ্যায় পরিচিত অনেকের সঙ্গে কফিল সাহেবের আবার দেখা হয়। সাফদারকে নিজে গিয়ে দাওয়াত করে এসেছিলেন, সে কিন্তু আসে নি। সাফদারের সঞ্চয়-ব্যস্ত জীবনে অতীত বন্ধুর জন্য প্রয়োজনীয় কোন স্থান এখন বোধ হয় নেই। সুলতান এসেছে সপরিবারে। তার প্রশান্ত খুশীর ভাবে বিয়ের মজলিসে নির্ম্মল, পাক এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন-মুদী ও এখন বেসিক-কাউন্সিলার আব্দুল হাকিমও এসেছে। তাকে কিন্তু কফিল সাহেবের তরফ থেকে দাওয়াত করা হয়নি। কফিল সাহেব অবশ্য তাকে দাওয়াত করতে বলেছিলেন, তবে বড় ছেলে আপত্তি করেছিলো। মুদীকেও যদি দাওয়াত করি তবে

BanglaBook.org

গোয়ালা আর ধোপাই বা বাদ যায় কেন। জাফরের আত্মীয়তে উন্নীত হওয়ায় বড় ছেলের সঙ্গে কফিল সাহেবকেওগণ্য মান্য মেহমানদের অভ্যর্থনা করতে হয়। সমাজের উপরের দিকে অনেকেই তসরীফ এনেছেন। মন্ত্রী, এম এন এ, এম এল এ, সেক্রেটারী, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, জাঁদরেল অধ্যাপক, ইনকাম ট্যাকস্ অফিসার কেউ বাদ যায় নি। উপহারও অসংখ্য আসতে থাকে। গয়না, ট্রানজিসটর, শাড়ী, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি। যাদের সঙ্গতি কম তারা গ্লাস সেট, এমন কি দু'একজন বইও (রঙীন কাগজে মোড়া হলেও বুঝা যায়) উপহার দিয়েছে। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই জাফরের মেহমান। যাঁরা উপহার আনেন নি তাঁরা হয়ত বউ-ভাতের জন্য অপেক্ষা করছেন।

কফিল সাহেবদের বাসার একতালার সব কামরা মেহমানে গিজগিজ করছে। মেয়ে মেহমানদের জন্য উপরে চারটা কামরা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তাঁদের খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে আলাদা সামিয়ানায়। নীচের সব কামরা, বারান্দা, বাইরের উন্মুক্ত অঙ্গণ, পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সামিয়ানা মেহমান ও আত্মীয় স্বজনে ঠাসা। বাইরের রাস্তায় মোটর স্কুটার ও রিকসা তাদের নিজস্ব আওয়াজ তুলে অবিরত যাওয়া আসা করছে। বর আসবার সময় হুলস্থুল কাণ্ড। একদিকে মেয়েদের উত্তেজিত চীৎকার, অন্যদিকে ঠেলাঠেলি প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। তিনশ' টাকা এনাম দিয়ে বর খালাস পায় তবে তার নাগরার এক পাটি ভীড়ে হারিয়ে যায়। অনেক সাধাসাধি ও দরাদরি করবার পর এক শ' টাকার বিনিময়ে সেটা আবার ফিরে আসে।

আচকানে বরকে মানিয়েছে চমৎকার। মেয়েদের সহর্ষ ও বিদ্রুপ বক্র মন্তব্যে সে বেচারা ঘেমে ওঠে ও একটু ঘাবরে গিয়ে অসহায়ের মত হাসে। তাতে প্ররোচিত হয়ে বরের উপর মেয়েরা যেন উপড়ে পড়তে চায়। এক ফাঁকে উপরে সকিনাকে কফিল

BanglaBook.org

সাহেব দেখে আসেন। মুখের ভাবটা একটু স্তব্ধ আর কমনীয়তায় করুণ। বিমল শোভায় যেন এক দোলনচাপা প্রস্ফুটিত।

সব-কিছুর মধ্যে কফিল সাহেব নিজেকে ছড়িয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানের প্রতিটা আলাদা অংশে অতীত তার প্রবোধ নিয়ে উজ্জ্বলভাবে ফিরে এসেছে। বিন্দুতে বিন্দুতে কফিল সাহেব এর নির্যাস উপভোগ করে নিচ্ছেন, কারণ তিনি নিশ্চিং জানেন এ-প্রবোধ পরে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এই অনুষ্ঠানের সব-কিছু যেদিন শেষ হয়ে যাবে তখন গতকালের শূন্যতা আরও আঁটসাট হয়ে তাঁকে জাপ্টে ধরবে। তাই বিগত জামানাকে শেষবারের মত মন তসলিম জানাতে চায়।

— কি সুলতান সাহেব, কেমন আছেন। সকলে আপনারা এসেছেন, খুব খুশী হয়েছি।

—অনেকদিন ধরে আপনার বাসায় আসবো ভাবছিলাম। বিয়ের দাওয়াতের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল বলে কিছু মনে করবেন না।

—আপনাকে দেখলে মনে হয় তাও একটা খুঁটি রয়ে গেছে। কফিল সাহেব অপ্রত্যাশিতভাবে ও কিছুটা হেঁয়ালীর ধরণে বলেন।

—কি যে বলেন স্যার, লজ্জা দিবেন না। আমার বউ জানে আমি কেমন ধরণের লোক। বলে মেজাজ আমার নাকি খুব খাট্টা। সুলতান গভীর কোন প্রসঙ্গে জড়িত হতে চায় না যদিও তার মুখের ভাব স্মিত থাকে।

—নূতন জামানা আপনারা আরও পরিষ্কারভাবে দেখবেন। যেন খুশ নসীব হ'ন। কফিল সাহেব অনেকটা দোয়ার ভঙ্গীতে বলেন।

হঠাৎ ফাঁপর লাগায় কফিল সাহেব বিবাহ-মজলিশের উদ্ভ্রান্ত শ্রান্ত আবহাওয়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে আসেন। রাস্তা

BanglaBook.org

দিয়ে এগিয়ে কিছুটা এক নির্জ্জন জায়গা বেছে মুক্ত হাওয়া জোর নিঃশ্বাসে বুকের ভেতর টেনে নেন। পাকা রাস্তার পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেরা যে গলিটা চলে গেছে তার এক অংশ এখনও কাঁচা। সেখানে রক্তাক্ত তুলা একটার পর একটা ছড়িয়ে আছে আশে পাশের বাড়ীর আবর্জ্জনার সঙ্গে। তুলোগুলো লাঠি দিয়ে একপাশে সরিয়ে গলি দিয়ে একটু এগিয়ে ডান দিকে ডোবার পাশে দাঁড়িয়ে কফিল সাহেব রাতের আসমান কিছুক্ষণ দেখেন। কক্ষচ্যুত এক তারার মত আলোর জ্বলন্ত বিন্দু হয়ে এক জোনাকী কফিল সাহেবের হাতের কাছে সহসা এসে পড়ে। সেই মুহূর্ত্তে কফিল সাহেবের মনে কি ঘটলো কে জানে। দুই হাতে ফাঁক করে প্রচণ্ড বেগে আবার জোড়া লাগিয়ে সোনালী জোনাকীকে পিষ্ট করে থেৎলে মারেন। হে খোদা, একি করলাম। কিসের রাগে, কিসের হতাশায়। কেন, কেন, কেন ? হয়ত তার সঙ্গিনীর সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে এক রূপবান জোনাকী অভিসারে বেরিয়েছিলো। হঠাৎ, বিনা প্রস্তুতিতে, তার উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তে তার বিনাশ ঘটলো। বেঁচে থকলে এতক্ষণে সে মিলনে বিভোর থাকতো। মানুষের জীবনও অনেকটা এই ধাঁচের। বিশেষ কোন ছাঁদ খুজে পাওয়া যায় না। আজকে আছি, কালকে নেই। কেন আছি কেন নেই কেউ জানে না। কোত্থেকে আসি কোথায় যাই অজানার গাঢ় কাল পর্দ্দায় তা ঢাকা। জোনাকী নেই, কিন্তু ওদিকে বিবাহ মজলিশ রওশনীতে উজ্জ্বালা হয়ে উঠেছে। এই আবর্ত্তনের মধ্যে পড়ে যতক্ষণ সাঁতরাতে পারি ভেসে থাকবো, তারপর চোরাবালির মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবো।

নিজের গূঢ় বিক্ষুব্ধ অনুভূতির তাড়নায় কফিল সাহেব গুরুতর এক সিদ্ধান্ত নেন : তিনি আবার এক সঙ্গিনী বেছে নিবেন। আগামী আর যে কয়দিন আছে তার সম্ভাবনা থেকে তিনি যেন

BanglaBook.org

প্রতারিত না হ'ন। সকিনার বিয়ের পর এখন আর কোন বাধাও থাকলো না।

নিজের মওতের সঙ্গে একদিন যখন—সেদিনেরও বোধ হয় আর দেরী নেই—সহায়হীনভাবে মোকাবেলা করতেই হবে তখন বাকী সময়টা অন্ততঃ শূন্য মনের বিভীষিকা থেকে নিজেকে বাঁচানো ফরজ। যদি মাঝখানে জোনাকীর মত তাঁর দশা না ঘটে।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org